উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭৫,৩০১.২৬ (+১১৩১.৩১)
নিফটি : ২২,৮৩৪.৩০ (+৩২৫.৫৫)

নাগপুরে হিংসার আগুন
গোষ্ঠী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র নাগপুর। সোমবার জ্বলে উঠল হিংসার আগুন। ঘটনায় জখম প্রায় ৪০ পুলিশকর্মী। গ্রেপ্তার অন্তত ৫০ জন। শহরে জারি কার্ফিউ। ১০

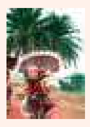

বিদেশিদের পছন্দে তৃতীয় বাংলা
পর্যটনে ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বাংলা। পর্যটনমন্ত্রকের তথ্য বলছে, বিদেশিদের পছন্দে পশ্চিমবঙ্গ তৃতীয় স্থানে দাঁড়িয়ে। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৪° সর্বোচ্চ	১৮° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	৩৫° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন	৩৪° সর্বোচ্চ	১৬° সর্বনিম্ন

তসলিমাকে ফেরানোর প্রস্তাবে আপত্তি সুমনের ৭

শিলিগুড়ি ৫ চৈত্র ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 19 March 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 298

পলাতক ধৃতের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও সন্তান

স্ত্রীকে খুন করে সটান থানায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : ‘গেম ইজ ওভার’, রক্তাক্ত অবস্থায় সংমাকে ফেলে পালানোর সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করা হল পোস্ট। তুম্বাজোতের ঘটনা হার মানাবে ওয়েব সিরিজের স্ক্রিপ্টকেও। খুনের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

ঘটনাটি সোমবার রাতের। অভিযোগ, খুনের পর নিজের মাকে নিয়ে গাড়িতে চেপে চম্পট দেয় দুই ভাই। গাড়িতে বসেই এক ভাই সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টটি লেখে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নৃশংসভাবে হত্যায় প্রথম পক্ষের পরিবারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল রাজেশ গুপ্তা। ঘটনার পর রিতা গুপ্তা শা নামের ওই তরুণীকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেখে সে সটান চলে যায় মাটিগাড়া থানায়। সেখানে ঘটনাটি পুলিশকে জানায়। মঙ্গলবার সকালে ধৃতকে যখন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তখন তার গেঞ্জিতে রক্তের দাগ স্পষ্ট।

রিতার পরিবারের সদস্যরা রাজেশকে ওই অবস্থায় দেখে ক্ষোভে ফেটে পড়েন থানা চত্বরে। পুলিশের গাড়িতে তোলার সময় তাঁরা ধৃতকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে গাড়িতে কিল, চাপড় আর লাথি মারতে শুরু করেন সবাই। এরপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কোর্টে। রাজেশকে এদিন জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও দুই ছেলের খোঁজ করছেন তদন্তকারীরা।

মৃতার পরিবারের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তেরো বছর আগে রিতার সঙ্গে বিয়ে হয় রাজেশের। তারপর থেকে রানানগরে থাকতে শুরু করে দম্পতি। দুজনেরই এটা দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। রাজেশের প্রথম পক্ষের স্ত্রী রেখাদেবী দুই ছেলেকে নিয়ে থাকতেন তুম্বাজোতে। সেখানে প্রায়দিনই যাওয়া-আসা চলত পেশায় সোনা ব্যবসায়ী ওই ব্যক্তির। সেটা মোটেই পছন্দ ছিল না দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর।

মাটিগাড়া থানায় মৃতার পরিজনরা। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

সম্পর্কে টানাপোড়েন

- রিতা ও রাজেশের দ্বিতীয় বিয়ে ছিল এটা
- রাজেশের প্রথম পক্ষের স্ত্রী ও দুই ছেলে থাকতেন তুম্বাজোতে
- সোমবার দম্পতির ঝামেলার পর রাজেশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়
- রিতা তার খোঁজে যান তুম্বাজোতের বাড়িতে, পরে পৌঁছায় রাজেশ
- কথা কাটাকাটির সময় কোপানোর অভিযোগ

রিতার প্রথম পক্ষের এক মেয়ে এবং ছেলে রয়েছে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে সোনপুরে। ছেলে থাকতেন মাটিগাড়া রেলগেট এলাকায় তাঁর বাবার বাড়িতে। এদিন কাঁদতে কাঁদতে মেয়ে ববিতা শা বলছিলেন, ‘রানানগরের বাড়িতে গেলে সৎবাবা পছন্দ করত না। মায়ের ওপর অত্যাচার চালাত সবসময়। সোমবার শ্বশুরবাড়ির এক আত্মীয়কে নিয়ে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়িতে এসেছিলাম। দিনেরবেলায় মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাই।’

এরপর রাতে রিতার সঙ্গে ঝামেলা বাধে রাজেশের। দীর্ঘক্ষণ কথা কাটাকাটির পর ওই ব্যক্তি বাড়ি ছেড়ে চলে যায় মাটিগাড়া বাজারে। সেখানে তার সোনার দোকান। রিতার সন্দেহ হয়, তাঁর স্বামী গিয়েছে প্রথম পক্ষের স্ত্রীর বাড়িতে। সন্দেহের সত্যতা যাচাই করতে তিনি চলে যান তুম্বাজোতের বাড়িতে। এরপর রেখা ও তাঁর দুই ছেলের সঙ্গে বচসা শুরু হয় রিতার। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে স্থানীয়রা খবর দেন রাজেশকে। সে তড়িঘড়ি পৌঁছায় তুম্বাজোতের বাড়িতে। এরপর আটের পাতায়

ট্রাস্টের আড়ালে কালো টাকা সাদা

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ মার্চ : গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জালিয়াতির অভিযোগ অনেকটা এইরকম। তাঁর স্ত্রীর নামে তৈরি ট্রাস্টটিকে বানিয়েছিলেন কালো টাকা সাদা করার কারখানা। ইডি, সিবিআই বা অন্য কেউ নয়, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামাইয়ের বয়ানে সেই তথ্য উঠে এসেছে। ওই তথ্য অনুযায়ী বিভিন্ন জনকে নগদে টাকা দিতেন পার্থ। কমিশন কেটে রেখে সেই টাকার অংশ বাবলি চ্যাটার্জি মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন ট্রাস্টে জমা দিতেন তাঁরা।

পার্থর জামাই কল্যাণময় ভট্টাচার্য মঙ্গলবার নগর ও দায়রা আদালতের ২০ নম্বর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে গোপন জবানবন্দিতে আরও বেশ কিছু বিস্ফোরক তথ্য দিয়েছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় কল্যাণ রাজসাক্ষীও হতে চেয়েছেন। ফলে ইডি’র মামলায় জামিন পেলেও জামাইয়ের কারণে তৃণমূল মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্যের বিপদ বাড়ল বলে আইনজীবীরা মনে করছেন।

পার্থর জামাইয়ের জবানবন্দি

শ্বশুর কীভাবে, কত কোটি টাকার দুর্নীতি করেছেন, তার বিস্তারিত বিবরণ কল্যাণ গোপন জবানবন্দিতে দিয়েছেন। শ্বশুরের নির্দেশে একরকম বাধ্য হয়ে তিনি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন বলে কল্যাণ বলেছেন বলে জানা গিয়েছে। ওইসব তথ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল পার্থর স্ত্রী বাবলি চট্টোপাধ্যায় নামাঙ্কিত ট্রাস্টের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার ছক।

প্রভাবশালী শ্বশুরের নির্দেশ মানতে গিয়ে তাঁকে বিপাকে পড়তে হয়েছে জানিয়ে কল্যাণময় তাঁর অপরাধ মার্জনা করার আবেদন জানান আদালতে। এরপর আটের পাতায়

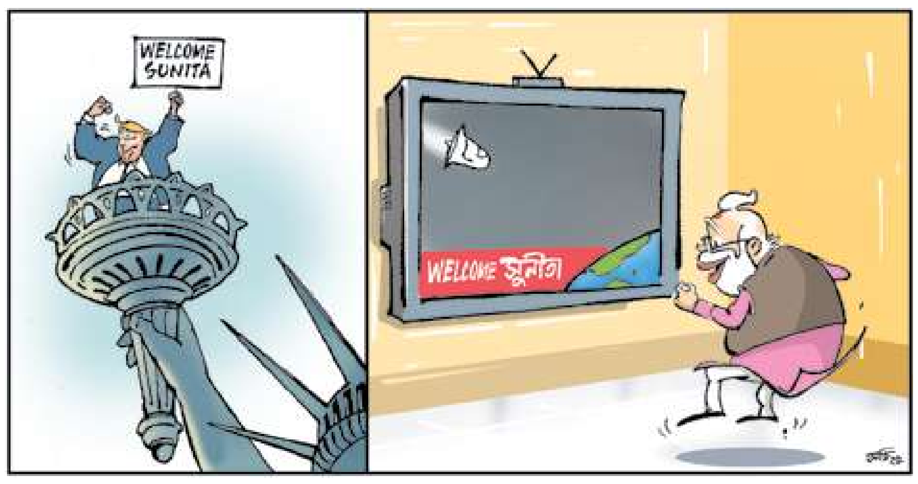

সুনীতাদের প্রতীক্ষায় রাত জাগল বিশ্ব

ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : কাউন্ট ডাউন শুরু। সব ঠিক থাকলে এই প্রতিবেদন দিনের আলো দেখার আগে বুধবার কাকভোরে প্রতীক্ষার অবসান হবে। পৃথিবীতে ফিরবেন সুনীতা উইলিয়ামস ও তাঁর সঙ্গীরা। দীর্ঘ নয় মাস পর আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে মঙ্গলবার রওনা হয়ে গিয়েছেন সুনীতা, বুচ উইলমোর ও আরও দুজন।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ৫৭ মিনিটে (ভারতীয় সময় বুধবার ভোর ৩টা ২৭ মিনিটে) আমেরিকার ফ্লোরিডা উপকূলে সমুদ্রের জলে তাঁদের অবতরণ নির্ধারিত আছে। স্পেসএক্সের ক্রু ড্রাগন মহাকাশযানের এই সফরের জন্য নির্ধারিত আছে ১৭ ঘণ্টা।

মহাকাশযানে স্বাভাবিক জীবনের সমস্ত পরিকাঠামো মজুত সুনীতাদের জন্য। নাসা জানিয়েছে, মহাকাশযানেই খাওয়াদাওয়া ও প্রয়োজনমতো বিশ্রামের ব্যবস্থা থাকছে। ঘুমের ব্যাঘাত ঠেকাতে সুনীতাদের কাছে ‘ডু নট ডিস্টার্ব’ লেখা সুইচও দেওয়া আছে।

গত বছরের ৫ জুন মহাকাশে গিয়েছিলেন সুনীতারা। আটদিনের মধ্যে ফেরার কর্মসূচি থাকলেও মহাকাশযানের যান্ত্রিক ত্রুটিতে সেই মিশন বাতিল হয়। দিনের পর দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন হয়ে ওঠে তাঁদের ঘরবাড়ি।

দীর্ঘ এই সময় অবশ্য অলসভাবে কাটাননি সুনীতা এবং বুচ। নয় নয় করে ১৫০টির বেশি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেছেন। অবশেষে মঙ্গলবার মহাকাশকেন্দ্র থেকে বিদায় নিয়েছেন তাঁরা। ওঁদের সঙ্গে রওনা হয়েছেন নিক হেগ এবং আলেজান্ডার গোরবুনভ নামে আরও দুই নভশ্চর।

ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুনীতার জন্য অধীর অপেক্ষা ভারতেও। ইতিমধ্যে তাঁর কৃতিত্বকে কুর্নিশ জানিয়ে সুনীতাকেই চিঠি লিখেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি লিখেছেন, ‘আমরা ১৪০ কোটি ভারতীয় সবসময় আপনার কৃতিত্বে গর্ববোধ করি। সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আবার অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও আপনি আছেন আমাদের হৃদয়জুড়ে। ভারতবাসী আপনার সুস্থতা এবং সাফল্য কামনা করেন।’

প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আমেরিকার বর্তমান ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের সঙ্গে যখনই তাঁর কথা হয়েছে, এরপর আটের পাতায়

কে কতদিন মহাকাশে

ওলেগ কোনোনেঙ্কো	১,১১০
গেন্নাদি পদলকা	৮৭৮
সের্গেই ক্রিকালেভ	৮০৩
আলেকজান্ডার কালেরি	৭৬৯
সের্গেই আব্দেভ	৭৪৭
পেগি হুইটসন	৬৭৫
ফিওদর ইউরচিকিন	৬৭২
ইউরি মালেনচেঙ্কো	৬৪১
সুনীতা উইলিয়ামস	৬০৯

কথায় কথায়

বিদর্ভের আত্মঘাতী কৃষকরা ও অনেক প্রশ্ন

আশিস ঘোষ

আরও একটা সংখ্যা। একটা নাম। মহারাষ্ট্রের আত্মঘাতী কৃষকদের লম্বা তালিকায় জুড়েছে আরও একজনের নাম। কৈলাস অর্জুন নাগাড়ে। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভের চাষিদের আত্মহত্যা সত্যি বলতে এখন আর তেমন নাড়া দেয় না। এত আত্মহননের ঘটনা সেখানে যে তা নিয়ে বিরাট কিছু হইচই না হলে, খবর হয় না আলাদা করে।

তবু কৈলাসের খবরটা নজর টানে এত কিছুর মধ্যে। মহারাষ্ট্রের অমরাবতী ডিভিশনের বিদর্ভের গায়ে লাগা বুলধানার শিবনি আরমাল গাঁয়ের চাষি কৈলাস। বয়স ৪৩ বছর। বিষ খেয়ে মারা গিয়েছেন। এত মৃত্যুর ভিড়েও কৈলাস খবর হয়েছেন, কারণ তিনি ২০২০ সালে মহারাষ্ট্র সরকারের যুব কিষান পুরস্কার পেয়েছিলেন। গোটা এলাকায় কৈলাস ছিলেন সুপরিচিত কৃষক নেতা। সকলেই জানত তাঁর নাম। গত বৃহস্পতিবার গ্রামের একটা খেতে পাওয়া গিয়েছে তাঁর দেহ।

তো সেই পুরস্কৃত কৃষক নেতা নিজেকে শেষ করলেন কেন? অন্যদের মতো মহাজনের ঋণের ফাঁস নয়, খরায় ঝলসে যাওয়া খেতের জন্য নয়। কৈলাস কেন বিষ খেয়েছেন তা জানিয়ে গিয়েছেন তিন পাতার একটা চিঠিতে। তাঁর পকেট থেকে পাওয়া গিয়েছে সেই চিঠি। তাতে তিনি নিজের কোনও কথা লেখেননি। লিখেছেন, আশপাশের ১৪টি গ্রামের চাষের সেচের জন্য জলের কথা। লিখেছেন, এই জলের দাবিতে গতবছর দশদিনের অনশন করার কথা। এরপর আটের পাতায়

DESUN HOSPITAL SILIGURI
শিলিগুড়ির সব থেকে বড়
ডিসান নার্সিং স্কুল ও কলেজ
এখন ফুলবাড়িতে
2025-26-এ ভর্তির জন্য যোগাযোগ করুন
90 5171 5171

ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জ্বলছে আগুন। মঙ্গলবার রাতে।

বর্জ্য আর বনের আগুনে চোখ জ্বলল শিলিগুড়ির

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : মার্চের গরমে এখন ঘরে ঘরে পাখা ঘুরছে। ঠিক এমন মরশুমে আচমকাই ‘কুয়াশা’র চাদরে মুড়ল গোটা শিলিগুড়ি শহর! থুড়ি, কুয়াশা নয়, এ আদপে ধোঁয়ার চাদর। আর এই ধোঁয়ায় চোখ জ্বলল শহরের সাধারণ মানুষের। ধোঁয়ায় কারও কারও শ্বাসকষ্টও দেখা দেয়। কেউ আবার ধোঁয়ার সঙ্গে আসা ঝাঁঝালো গন্ধ থেকে বাঁচতে বাড়ির জানলা-দরজা বন্ধ করে দেন। এই পরিস্থিতির জন্য ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রতিবছর এই সমস্যা দেখা দিলেও কেউ নজর দেয় না বলে অভিযোগ।

ধোঁয়ার কারণ নিয়ে খোঁজ করতে গিয়ে দুটি বিষয় সামনে এসেছে। রাতে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে গিয়ে দেখা যায়, সেখানে বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বলছে। আবার শুধু ডাম্পিং গ্রাউন্ডই নয়, শালুগাড়া বনাঞ্চলেও রাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

রাস্তায় কেবল পাতাকে কেন্দ্র করে খোঁড়াখুঁড়ির জেরে এমনিতেই ধুলোয় ঢেকেছে শহর। দমকা হাওয়ায় উড়ে আসা সেই ধুলোর ঝাপটায় এখন চলাই দায়। ধুলোয় যাদের অ্যালার্জি হয়, তাঁরা প্রবল সমস্যায় পড়েছেন। মঙ্গলবার তার সঙ্গেই যুক্ত হয়েছে ঝাঁঝালো ধোঁয়া। এদিন রাত ন’টার পর থেকেই ধোঁয়া আর ঝাঁঝালো গন্ধে ঢাকতে শুরু করে গোটা শিলিগুড়ি শহর। সময় যত বাড়তে থাকে, ধোঁয়ার ঝাঁঝও তত বাড়তে থাকে।

> কয়েকদিন ধরে হাওয়া চলায় ধুলোর কারণে এমনিতেই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা যাচ্ছে না। এর মধ্যে আবার এখন ঝাঁঝালো ধোঁয়ার সমস্যা। প্রত্যেক বছর এই পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়।
>
> **অজিত শর্মা**, *শহরবাসী*

ধুলোয় অ্যালার্জির সমস্যা হওয়ায় এমনিতেই বাড়ির জানলা বন্ধ করে রেখেছিলেন অজিত শর্মা। রাতে কিছুক্ষণের জন্য জানলা খুলতেই তিনি অবাক হয়ে যান। পোড়া গন্ধে রীতিমতো দমবন্ধকর পরিস্থিতির মুখে পড়েন তিনি। এরপর আটের পাতায়

এডিশন স্পেশাল

প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা চিঠি
চারের পাতায়

চোর ধরতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ
পাঁচের পাতায়

৩৪০ কোটি খরচ করা নিয়ে দুশ্চিন্তা
আটের পাতায়

একনজরে পুর বাজেট
নয়ের পাতায়

শৈশব ও মাতৃত্ব

মায়ের সঙ্গে জলা পারাপার গন্ডার শাবকের। গরুমারায় গন্ডার শুমারি চলাকালীন ধরা পড়ল এই ছবি। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, উত্তরে গন্ডারের দুই আবাসস্থল জলদাপাড়া ও গরুমারায় গত তিন বছরে গন্ডারের সংখ্যা বেড়েছে ৪৫টি। ছবি : শুভদীপ শর্মা খবর তিনের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

বিদায় মঞ্চেও মাধব-মহাকাব্য

শ্রদ্ধায়, শোকে সকলের মাথা নত বালুরঘাটে। কারও হাতে ফুলের তোড়া, তো কারও চোখে শুধুই জল। হরিমাধব মুখোপাধ্যায় নেই, যেন বিশ্বাসই করে উঠতে পারছেন না কেউ।

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৮ মার্চ : এ দৃশ্য সাম্প্রতিককালে দেখেনি বাংলা।

মঞ্চে শেষশয্যায় অভিনেতা। নিথর তাঁকে ঘিরে আরও অনেক অভিনেতা। যাঁদের অনেকেই অভিনয় করেছেন প্রয়াতের সঙ্গে। ওখানেই শোকের মধ্যে একজন চেঁচিয়ে উঠে বললেন তাঁর বিখ্যাত নাটক দেবাংশীর অতি চেনা সংলাপ। তিনি শহরের পরিচিত অভিনেতা দীপঙ্কর চৌধুরী। ‘তুই মুক নাম ধরে ডাকবা পারিস না? সবসময় দেবতা দেবতা ভাব করিস ক্যান?’

দেবাংশী নাটকে হরিমাধব মুখোপাধ্যায় তাঁর স্ত্রী চরিত্রের অভিনেত্রী মোক্ষদাকে বলেছিলেন কথাগুলো।

তখনই সেরা মুহূর্ত তৈরি হয়ে গেল উত্তরবঙ্গের নাটকের সর্বকালের অন্যতম সেরা চরিত্র হরিমাধবের শেষযাত্রার।

প্রাণের প্রিয় সেই বিখ্যাত ত্রিতীর্থের মঞ্চে হরিমাধব। সব চোখ তাঁর দিকে। শুধু তিনি নিজে আর কোনও কথা বললেন না।

এখন কলকাতায় এমন ব্যক্তিত্ব চিরবিদায় নিলে তাঁকে নিয়ে শোকমিছিল হয়। বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টির নেতারাও দলবল নিয়ে আসেন শ্রদ্ধা জানাতে। দক্ষিণ দিনাজপুরের দুই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব একজন কেন্দ্রের মন্ত্রী, একজন রাজ্যের। সুকান্ত মজুমদার বা বিপ্লব মিত্রেরা কেউই এদিন আসতে পারেননি শহরে। ফলে শেষযাত্রায় সেই অর্থে জনতার ঢল নামল না।

পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার আগে নাট্যমঞ্চে শেষশ্রদ্ধা। বালুরঘাটে।

এসব যন্ত্রণা অবশ্য মুছে দিলেন শহরের নাট্যকর্মীরা। তাঁদের অনেককেই কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা গেল। শহরের প্রশাসনিক কর্তাদের মধ্যে এসেছিলেন জেলা শাসক, অতিরিক্ত জেলা শাসক ও পুরসভার চেয়ারম্যান।

সোমবার রাতে বিশেষ নাট্যধারার পথিকৃৎ হরিমাধবের প্রয়াণের খবর বালুরঘাটে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর আটের পাতায়

১২ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ মেয়রের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০২৫-’২৬ অর্থবর্ষে ১২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ করলেন মেয়র গৌতম দেব। মঙ্গলবার পুরনিগমে মেয়র যে ৪৭ পৃষ্ঠার বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন সেখানে ৬৮৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার বাজেট পেশ করেছেন। যা গত আর্থিক বছরের তুলনায় ৬৬ কোটি টাকার বেশি। যদিও কোন পথে এই বাড়তি রোজগার করবে পুরনিগম তার সঠিক কোনও দিশা বাজেটে নেই। পুরবাসীর ওপরে নতুন করে কোনও কর চাপানোর ঘোষণাও করা হয়নি। তবে, বাজেটে পুরনিগমের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের খুশির খবর শুনিয়েছেন মেয়র। তাঁদের জন্য এপ্রিল থেকে তিন শতাংশ হারে বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। পাশাপাশি কাউন্সিলার ল্যাডে অর্থবরাদ্দ ৬০ হাজার টাকা বাড়ানো হচ্ছে। মেয়র বলেন, ‘এই ১২ কোটি টাকার ঘাটতি আমরা কমিয়ে আনবে। গতবারও প্রায় ১০ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট দেখানো হয়েছিল। আমরা ৪ কোটি টাকা কমিয়ে এনেছি।’

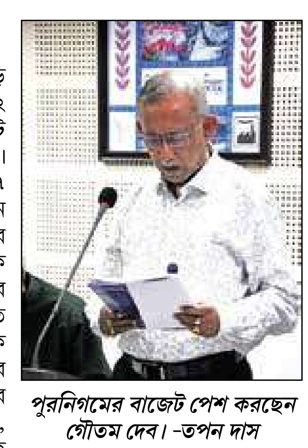

পুরনিগমের বাজেট পেশ করছেন গৌতম দেব। -তপন দাস

বিজেপি এই বাজেটকে ‘ভিত্তিহীন বাজেট’ বলে মন্তব্য করেছে। সিপিএম এবং কংগ্রেস একযোগে এই বাজেটকে দিশাহীন বলে দাবি করেছে। দুই দলেরই দাবি, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কিছু প্রকল্পের উল্লেখ ছাড়া বাজেটে পুরনিগমের নিজস্ব কোনও উদ্যোগের কথা নেই।’

২০২৪-’২৫-এ বাজেট প্রস্তাব ছিল ৬১৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। ২০২৪-’২৫ আর্থিক বছরে ৩৩৪ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার সংশোধিত বাজেট পেশ করা হয়। এদিন পুরনিগমে আগামী অর্থবর্ষের (২০২৫-’২৬) জন্য ৬৮৫ কোটি ২৪ লক্ষ টাকার এবং এরপর আটের পাতায়

ভুল দাঁত তুলে শ্রীঘরে

ভুয়ো ডাক্তারের পর্দাফাঁস, জুটল চড়চাপড়

শমিদীপ দত্ত

ছবি : এআই

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : বাবা চেয়েছিলেন চিকিৎসক হয়ে বংশের নাম উজ্জ্বল করুক ছেলে। তাই ভুয়ো ডাক্তার সাজেন সঞ্জয় দত্ত ওরফে 'মুন্নাভাই'। এমনকি আস্ত একটা ভুয়ো নার্সিংহোম খুলে ফেলেন তিনি। সেখানে নার্স থেকে রোগী- সবই সাজানো। মাটিগাড়া থানার শালবাড়িহাটের ঘটনায় অবশ্য রোগী সত্যি, শুধু ডাক্তার মিথ্যে। অর্থাৎ ভুয়ো।

দোকানের সামনে জ্বলজ্বল করছে ক্লিনিকের নাম। সকাল-সন্ধ্যায় সেখানে বসেন 'ডাক্তারবাবু' প্রহ্লাদ সিংহ। শালবাড়িহাটের আশপাশেও তাঁর যথেষ্ট নামডাক। পসরা জমজমাট। এতদিন বরাতজোরে সব ঠিকঠাক চলছিল, একটা ভুলেই যবনিকা পতন। ফাঁস হয়ে গেল সবকিছু। মুহূর্তের মধ্যে 'মুশকিল আসান' থেকে হয়ে গেলেন ভিলেন। জুটল চড়চাপড়। অভিযুক্তকে আটকে রেখে বিক্ষুব্ধরা খবর দেন পুলিশকে। আধিকারিকরা এসে যখন ডিগ্রির সার্টিফিকেট দেখতে চাইলেন, তখন প্রহ্লাদের ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। বৈধ নথি দেখাতে না পারায় অবশেষে তার ঠাঁই হল শ্রীঘরে।

কীভাবে পর্দাফাঁস? স্থানীয় বাসিন্দা বিশ্বাস প্রধানের বছর দশেকের মেয়ে কয়েকদিন ধরে দাঁতের সমস্যায় ভুগছিল। তিনি মেয়েকে নিয়ে যান প্রহ্লাদের ক্লিনিকে। 'ডাক্তারবাবু' দাঁত পরীক্ষা করে নিদান দেন- ব্যথা হচ্ছে যেহেতু, তাই তুলে ফেলা উচিত। বিশ্বাস করে তার কথায় রাজি হয়ে যান বিশ্বাস। এরপরই ঘটে বিপত্তি।

সোমবার রাতে দাঁত তোলানোর পর মেয়েকে বাড়ি নিয়ে এসে ওই ব্যক্তি বুঝতে পারেন, যে দাঁতটি তোলার কথা ছিল, সেটার বদলে পাশের একটি দাঁত তুলে দিয়েছে প্রহ্লাদ। তড়িঘড়ি তিনি ওই ক্লিনিকে যান। প্রথমে কথা কাটাকাটি, তারপর শুরু হয় চিৎকার-চ্যাঁচামেচিতে। ধীরে ধীরে ভিড় জমান বিশ্বাসের প্রতিবেশীরা। 'ডাক্তারবাবু'র সার্টিফিকেট চাওয়া হলে, সেটা দেখাতে না পারায় শুরু হয় মারধর। পাশাপাশি ফোন করা হয় পুলিশকে।

ধৃত ভুয়ো দন্ত চিকিৎসক একতিয়াশালের প্রধান মোড়ের বাসিন্দা। কয়েকবছর আগে সে শালবাড়িহাটে নিজের ক্লিনিক খোলে। সেখানে চিকিৎসা করাতে আসতেন বিভিন্ন জায়গার মানুষ। জিজ্ঞাসাবাদ পর্বে ধৃত দাবি করেছে, তার নাকি দাঁতের চিকিৎসায় কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। অথচ কোনওরকম সার্টিফিকেট নেই। তবুও সে দিব্যি প্রেসক্রিপশন ছাপিয়ে নিজের নামের আগে 'ডাঃ' জুড়ে দিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছিল।

বিশ্বাসের কথায়, 'ধারণাই ছিল না এমন কিছু হতে পারে আমাদের এলাকায়। ওই ব্যক্তি এতদিন ধরে ভুয়ো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল, তা কেউ বোঝেনি। আমার মেয়ের বড় ক্ষতি করে দিল।' ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

> ধারণাই ছিল না এমন কিছু হতে পারে আমাদের এলাকায়। ওই ব্যক্তি এতদিন ধরে ভুয়ো ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিল, তা কেউ বোঝেনি। আমার মেয়ের বড় ক্ষতি করে দিল।
>
> **বিশ্বাস প্রধান**

পিক-আপ ভ্যান বিক্রি

শিলিগুড়িতে বোলেরো ম্যাক্সি ট্রাক, বিএস ফোর, ২০১৫ সালে তৈরি, ঢাকা ছাদের গাড়ি বিক্রি হবে। গাড়িটি উত্তম রানিং কন্ডিশনে রয়েছে। আগ্রহীরা ফোন করুন ৯৬৭৮০৭২০৮৭ নম্বরে।

আজ টিভিতে

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ সোনার সংসার, ১০.০০ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ বিন্দাস, বিকেল ৪.০০ জীবন নিয়ে খেলা, সন্ধে ৭.৩০ আমাদের সংসার, রাত ১০.৩০ শিবা, ১.০০ ঠাম্মার বয়ফ্রেন্ড

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ রাবণ, বিকেল ৪.১৫ অগ্নি, সন্ধে ৭.৩০ রাখি পূর্ণিমা, রাত ১০.২০ সন্ত্রাস

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.৩০ প্রাণের স্বামী, বিকেল ৫.০০ মামা ভাগ্নে, রাত ১০.০০ মঙ্গলদীপ, ১.০০ উৎসব

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অপরাজিত

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ অন্নদাতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কুলাঙ্গার

জি অ্যাকশন : সকাল ১০.৫৪ ভাই: মেরা বিগ ব্রাদার, দুপুর ১.৩২ ক্র্যাক, বিকেল ৪.২৭ বচ্চন পান্ডে, সন্ধে ৭.৩০ শেষনাগ, রাত ১০.৩৯ বিল্লা-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪২ ধড়ক, দুপুর ১.৩০ মিস্টার ইন্ডিয়া, সন্ধে ৭.৩০ কে থ্রি-কালী কা করিশ্মা, রাত ১০.২৬ মালামাল উইকলি

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি : দুপুর ১২.৩০ সি কোম্পানি, ২.৪৫ দ্য গাজি অ্যাটাক, বিকেল ৫.০০ আ থার্সডে, সন্ধে ৭.১৫ মোনা ডার্লিং, রাত ৯.০০ কেয়া কুল হ্যায় হম, ১১.৩০ ব্যাং ব্যাং

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৩২ কিসমত কানেকশন, দুপুর ২.১১ তরলা, বিকেল ৪.২০ উঁচাই, সন্ধে ৭.১৪ ভিড়, রাত ৯.০০ শ্যাম বাহাদুর, ১১.২২ লায়লা মজনু

এমএনএক্স : দুপুর ১.৫০ দ্য ওয়াচ, সন্ধে ৭.১৫ দ্য অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টিনটিন, রাত ৯.০০ দ্য হিলস হ্যাভ আইজ -টু, ১০.২০ অ্যালেক্স ক্রস

গুরুদক্ষিণা বেলা ১১.৩০
জি বাংলা সিনেমা

আ থার্সডে বিকেল ৫.০০
স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি

দ্য নিউ মিউট্যান্টস
বিকেল ৫.২২ মুভিজ নাউ

ভাইপার কুইনস দুপুর ২.৪৫ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

গরুমারার অন্তঃসত্ত্বা কুনকি রামির খোঁজে তখনও চলছে তল্লাশি।

পাহারায় বনকর্মীরা

খোঁজ মিললেও পিলখানায় ফেরেনি রামি

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৮ মার্চ : খোঁজ মিললেও পিলখানায় ফেরানো সম্ভব হল না রামিকে। বনকর্মীরা তার সামনে গেলেই দৌড়ে পালাচ্ছে। বাধ্য হয়ে জঙ্গলের মাঝে অন্য কুনকি দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে তাকে। পালা করে বনকর্মীরা পাহারা দিচ্ছেন। দেওয়া হচ্ছে প্রিয় খাবার। অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় পিলখানায় রামিকে ফেরাতে তাড়াহুড়ো করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না বন দপ্তর। আপাতত গরুমারার গড়াতি বিটের কাছে পর্যবেক্ষণে রয়েছে সে।

গরুমারার ডিএফও রাজীব দে বলছেন, 'এর আগেও রামি জঙ্গলে পালিয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন পর অবশ্য সে ফিরে এসেছিল। এবার তাকে নজরে রাখা হচ্ছে। মতিগতি বুঝে রামিকে পিলখানায় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

তিনদিন ধরে পিলখানার বাইরে রয়েছে গরুমারার কুনকি রামি। পূর্ণবয়স্ক হাতিটি অন্তঃসত্ত্বা এবং সে যে কোনও সময় সন্তান প্রসব করতে পারে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। ঠিক এই পরিস্থিতিতে কীভাবে হাতিটি পিলখানা থেকে পালিয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো রবিবারও হাতিটিকে মূর্তি নদীতে স্নান করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন মাহুত। ফেরার সময় হঠাৎই মুড বিগড়ে যায় রামির। মাহুত কোনও কিছু বুঝে ওঠার আগেই গভীর জঙ্গলে চলে যায় সে।

তারপর থেকে শুরু হয় রামিকে খোঁজার পালা। সোমবার তাকে দেখা যায় ঠিকই, কিন্তু বনকর্মীরা তার পাশে গেলেই হাতিটি গভীর জঙ্গলে ছুটে যাচ্ছিল।

ডিএফও জানান, যে স্থানে রামি রয়েছে, সেখানে বনকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু হাতিটির সামনে কোনও বনকর্মী গেলেই সে পালিয়ে যাচ্ছে। তাই গরুমারার বাকি কুনকিদের দিয়ে তাকে ঘিরে রাখা হয়েছে। মন ভোলাতে তার প্রিয় খাবারও দেওয়া হচ্ছে।

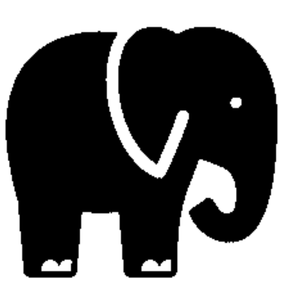

হাতি-নামা

- তিনদিন ধরে পিলখানার বাইরে রয়েছে গরুমারার কুনকি রামি
- পূর্ণবয়স্ক হাতিটি অন্তঃসত্ত্বা
- সে যে কোনও সময় সন্তান প্রসব করতে পারে
- কীভাবে হাতিটি পিলখানা থেকে পালিয়ে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন
- যে স্থানে রামি রয়েছে, সেখানে বনকর্মী মোতায়েন করা হয়েছে

CORRIGENDUM

Due to minimum bid not received of many serials from NIT No: 31(e)/BDO/K-1 of 2024-25, Date- 07/03/25, for those serials the deadline for receiving of tenders/Bids extends to 22/03/2025 up to 17:00 hours, and opening date of Technical bids for those tender is on 24/03/2025 at 17:00 hours. The tender nos are Sl 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28 ref. tender Id -
2025_DMM_825119_01, 2025_DMM_825119_04, 2025_DMM_825119_05, 2025_DMM_825119_06, 2025_DMM_825119_07, 2025_DMM_825119_08, 2025_DMM_825119_09, 2025_DMM_825119_10, 2025_DMM_825119_14, 2025_DMM_825119_15, 2025_DMM_825119_16, 2025_DMM_825119_17, 2025_DMM_825119_18, 2025_DMM_825119_21, 2025_DMM_825119_27, 2025_DMM_825119_28.

Sd/- Block Development Officer
Kaliachak-I Development Block, Malda

ইলেকট্রিক্যাল কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ইএল/২৯/০৬_২০২৫/কে/১৩৬৯, তারিখ: ১২-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ০৬_২০২৫, কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়িতে :- নিউ জলপাইগুড়িতে নন-এসেনশিয়ালের জন্য নিউ জলপাইগুড়ি পাওয়ার হাউজ থেকে মহানন্দা রানিং রুম এবং রেলওয়ে হাসপাতাল পর্যন্ত নন-ইমার্জেন্সি ডেডিকেটেড ১১ কেভি এইচটি ফিডারের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য: ১,৯৫,৩০,২৪৮ টাকা; বায়নার ধন: ২,৪৭,৭০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং সিওএম/পার্সেল/সিপিআরও/এম/২৫, তারিখ ১৭.০৩.২০২৫
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (অকশন পরিচালনা অফিসার), মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, পি.ও.-ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) মালদা ডিভিশনে এসএলআর ও ভিপি-তে পার্সেল স্পেসের পরিচালনার জন্য www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। যার বিস্তারিত নীচে উল্লেখ করা হল :- অকশন ক্যাটালগ নং পার্সেল-এমএলডিটি-২৫; (১); লট নং. ... -এসএলআর-এফ১-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল - এসএলআর); (২); লট নং. ১৩২৩৫-এসএলআর-এফ২-এসবিজি-ডিএনআর-২২-১ (পার্সেল - এসএলআর); (৩); লট নং. ১৫০৯৭-এসএলআর-এফ১-বিজিপি-জেএটি-২২-১ (পার্সেল - এসএলআর); (৪); লট নং. ১২৩৩৫-১২৩৩৬-ভিপি-১-বিজিপি-এলটিটি-২৫-১ (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান); অকশন শুরুর তারিখ : ২৭.০৩.২০২৫, সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। সমস্ত সম্ভাব্য টেন্ডারদাতাদের আরও বিস্তারিত জানার জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউলটি দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
MLD-253/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Abridge Copy of e-Tender for Corrigendum-I and eNIQ being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division ***vide eNIT No - 14/APD/WBSRDA/ POSTDLPMAINTENANCE/2024-25, Dated - 21/02/2025 and eNIQ No-17/APD/WBSRDA/ DPR/PMGSY-IV/2024-25 Dated - 18/03/2025.*** Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/
ALIPURDUAR DIVISION

NOTICE

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

The Vehicle bearing the following numbers were seized in connection with the commission of forest offences.

1.	SK 01 D 0645	4.	WB 73 G 5404
2.	WB 77 5502	5.	WB 76 3034
3.	WB 73 B 2282		

Any one having any interest in the above vehicle shall make an application to the DFO Darjeeling Wildlife & Authorized Officer, Darjeeling District on or before 11.04.2025 by Register Speed Post only. In case of non-representation against any particular vehicle, it shall be concluded that no one is party to the case and proceeding as per Indian Forest Act 1927 will be done Ex-parte.

Sd/- Divisional Forest Officer
Darjeeling Wildlife Division

পূর্ব রেলওয়ে

শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজিং

নং. সিসিও/ই-অকশন (২৮.০৩.২০২৫ তারিখে খোলা হবে), তারিখ : ১৩.০৩.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার/পূর্ব রেলওয়ে/শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিশনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে ই-অকশন আহ্বান করা হচ্ছে। অ্যাডমিন ইউনিট/জোন : শিয়ালদহ ডিভিশন- বাণিজ্যিক/পূর্ব রেলওয়ে, অকশন ... এসডিএএইচ-এসপিএল-২৩-২ (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৩১৩; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১১:৪০:০০-এ; ২০,০০,০০০; এএ/৩; ১৩১৬৯-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এসএইচসি-২৫-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ২০৯; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১১:৫০:০০-এ; ০; এএ/৪; ১৩১০৫-এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ- বিইউআই-২৪-১(পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১২:০০:০০-এ; ০; এএ/৫; ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল-এসএলআর); এসএলআর কোচে পার্সেল স্পেস (সিঙ্গেল কম্পার্টমেন্ট); ৩১২; ২৮.০৩.২০২৫ তারিখ ১২:১০:০০-এ; ০; রেট ইউনিট : এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিটির জন্য বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) : এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিটির জন্য ০.২। ইএমডি: এএ/১ থেকে এএ/৫ প্রতিটির জন্য ১০%। লট স্ট্যাটাস: প্রত্যেকের জন্য আরপি পেন্ডিং।
SDAH-384/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টোর ই-প্রকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: এস/৬৬/০২৩/২৪-২৫, তারিখ : ১৩-০৩-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে।
ক্রম নং:১; টেন্ডার নং. : এনজে২৪৫০৪১বি;
বন্ধ/খোলার তারিখ : ০৪-০৪-২০২৫।
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা : ডব্লিউএপি-৭ এবং ডব্লিউএপি-৫ লোকো -এর জন্য প্রধান ট্রান্সফরমার ৭৭৭৫ কেভিএ। স্পেকন সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৬৬০ রেভ. ডি বা সর্বশেষ এবং এসটিআর নং. সিএলডব্লিউ/সি-ডিএন্ডডি/এসটিআর/০০১ রেভ. ০ বা সর্বশেষ, ট্যাঙ্ক স্পেক. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৫০৭ অল্ট. শূন্য বা সর্বশেষ। কনজারভেটর ট্যাঙ্ক স্পেক. নং. সিএলডব্লিউ/ইএস/৩/০৫০৮ অল্ট-শূন্য বা সর্বশেষ এবং এসটিআর নং. আরডিএসও/২০১৩/ইএল/এসটিআর/০০৭৯ রেভ.০ বা সর্বশেষ।
প্রেরক: - এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর। পরিমাণ: ২ টি।
দ্রষ্টব্য : টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরপত্রদাতা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন। সম্ভাব্য দরদাতা যারা উপরোক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণ করতে চান তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং তাদের অফারটি ইলেকট্রনিকভাবে জমা দিতে হবে, যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এর সাথে নিবন্ধিত থাকে। যদি তারা আইআরইপিএস-এর সাথে নিবন্ধিত না থাকেন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০ -এর অধীনে প্রত্যয়নকারী সংস্থাগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর শংসাপত্র প্রাপ্ত করার এবং উপরের টেন্ডারগুলিতে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

অ্যাফিডেভিট

আমি Puspa Roy Singha, আমার আগের নাম ছিল Puspa Singha, যা 28.02.25 তারিখে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে Siliguri Notary অ্যাফিডেভিট করলাম। (C/115654)

আমি Sukur Chand Singha, আমার ছেলের নাম Heemraj Singha এবং Hemraaj Singha একজনই বলে 10.03.25 তারিখে Siliguri Notary অ্যাফিডেভিট করলাম। (C/115654)

I Manik Chandra Saha (Old Name) shall henceforth be known as Manik Ch. Saha (New Name) as per affidavit by 1st Class Judicial Magistrate 2nd Court Jalpaiguri from the date of 17th March 2025. (C/114773)

তিলভিটায় ডিপোর যোগানের জন্যে ব্যালাস্টের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. জিএমডব্লিউ-০৩ ২০২৫-এমএলজি তারিখ: ১৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: উপ সিই/ট্র্যাক/মালিগাঁওএর অধীনের উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের জন্যে তিলভিটায় ডিপো যোগানের জন্যে ব্যালাস্টের ব্যবস্থা করা। আনুমানিক টেন্ডার রাশি: ২০,৪২,১৭,৯৬০/- টাকা। বায়না রাশি: ১১,৭১,১০০/- টাকা। টেন্ডার প্র পত্র প্রাপ্ত করতে পারবেন: ০৩-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৩-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.১৫ ঘণ্টায় প্রধান মুখ্য অভিযন্তা/মালিগাঁও এর কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

উপ মুখ্য অভিযন্তা/ট্র্যাক, মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ডিআরএম বিল্ডিং, কাটিহারে আধুনিক এয়ার কন্ডিশনিং সলিউশনের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.: ইএল/২৯/০৮_২০২৫/কে/১৩৭৪, তারিখ: ১৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: টেন্ডার নং: ০৮_২০২৫, কাজের নাম : ডিআরএম বিল্ডিং, কাটিহারে কর্মস্থানের স্বাচ্ছন্দ্য ও শক্তির কার্যকারিতাকে বৃদ্ধি করার জন্য আধুনিক এয়ার কন্ডিশনিং সলিউশনের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য: ১,২৭,৮৯,২৩০ টাকা; বায়নার ধন: ২,১৪,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৮-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৮০-এসজিইউডি-ডব্লিউএলএম-এএমসি-২০২৪ তারিখ: ২৩-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম: দুই বৎসরের এক নির্ধারিত সময়সীমার জন্যে উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের শিলিগুড়ি ডিজেল লোকো শেডে ফ্লোর হুইল লাথে মেশিনের অধীনের সিএনসির জন্যে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। টেন্ডার রাশি: ৩৮,৩৩,০০০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমা: ৭৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ০৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবে: ০৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/ডিজেল, শিলিগুড়ি জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+ অথবা 0+ বয়স = 30-45, পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন। M = 9332367891. (C/115652)

ডিস্ট্রিবিউটার

Belight Detergent Powder এর জন্য ডিস্ট্রিবিউটার চাই। জেলা : আলিপুরদুয়ার / কোচবিহার। M : 8101994671. (C/115508)

কর্মখালি

Staff required in Advocate's Office at Khalpara, Siliguri. Salary 10000/-. Contact - 9932892932. (C/115255)

আকর্ষণীয় বেতনে চাকরির একমাত্র ঠিকানা 'প্লেসমেন্ট'। (M) 7679703364. (C/115257)

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে হার্ডওয়্যার দোকানের জন্য (H.S. পাশ) ও ডাটা এন্ট্রির জন্য যুবক চাই। যোগাযোগ : 7699002805. (C/115255)

Sikkim Hotel Helper Staff need Rs. 8000. Mob : 7865958226. (C/115256)

Required male/female executives for a reputed travel agency, opening soon at Siliguri. Graduate candidates fluent in English, Bengali, Hindi and Nepali may send their resume at skdeyslg@gmail.com (C/115254)

৫টি ডিভিশনেই পণ্য পরিবহনের বাজারের সম্ভাবনা অধ্যয়নের জন্য পরামর্শদাতা নিয়োগ

টেন্ডার নং. সি৪৮৩আরএনএওয়াইডব্লিউপিপিটিআ, তারিখ: ১৩-০৩-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের নাম : এনএফআর-এর ৫টি ডিভিশনেই পণ্য পরিবহনের বাজারের সম্ভাবনা অধ্যয়নের জন্য পরামর্শদাতা নিয়োগ। বিজ্ঞাপিত মূল্য: ৫৭,০৯,৬৭০ টাকা, বায়নার ধন: ২,০০,০০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৪-০৪-২০২৫ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় বন্ধ হবে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙ্গিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

e-Tender Notice

The undersigned invites sealed bids from eligible bidders for different type of works for NIT No. 20 (e)/ IGP, 21 (e)/IGP, 22 (e)/IGP, 23 (e)/ IGP and 24/IGP/2025 dated 18/03/2025. Period of downloading bidding documents from e-procurement portal from 18/03/2025 to 26/03/2025. For dctails contact 7431957398.

Sd/-
Pradhan
Islampur Gram Panchyat
Vill-Chandpur, P.O-Mihahat
HC Pur-II, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৮৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৯০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৪৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১০০৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১০০৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বর, জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন আনন্দেই কাটবে। **বৃষ :** দূরের বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। **বৃষ :** মায়ের শরীর নিয়ে সামান্য উৎকণ্ঠা থাকতে পারে। খুব সতর্ক হয়ে কথা বলুন। **মিথুন :** কর্মক্ষেত্র পরিবর্তনের সম্ভাবনা। বাড়িতে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। **কর্কট :** কোনও পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান। বাবার শরীর নিয়ে দুর্ভাবনা কেটে যাবে। **সিংহ :** কোনও বিপন্ন প্রাণীকে বাঁচাতে পেরে আনন্দ। মায়ের পরামর্শে পারিবারিক সমস্যা কাটবে। **কন্যা :** হঠাৎ অফিস বদলের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান। **তুলা :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। নতুন বাড়ি কেনার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করুন। **বৃশ্চিক :** ব্যবসার জন্য ঋণ করতে হতে পারে। শরীর নিয়ে অহেতুক উৎকণ্ঠা। **ধনু :** মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কাটিয়ে উঠবেন। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। **মকর :** বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। নতুন ব্যবসা নিয়ে বেশ সমস্যা হবে। **কুম্ভ :** কর্মক্ষেত্রে কাজের চাপ বাড়বে। স্ত্রীর সহযোগিতায় কঠিন সমস্যা থেকে মুক্তি। **মীন :** আপনার সৃষ্টিশীল কাজের জন্য পুরস্কার পাবেন। সপরিবার ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৫ চৈত্র ১৪৩১, ভাঃ ২৮ ফাল্গুন, ১৯ মার্চ, ২০২৫, সংবৎ ৫ চৈত্র বদি,১৮ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৪৮, অঃ ৫।৪৩। বুধবার, পঞ্চমী রাত্রি ৯।১৩। বিশাখানক্ষত্র সন্ধ্যা ৬।০। হর্ষণযোগ দিবা ৩।১৭। কৌলবকরণ দিবা ৮।১৫ গতে তৈতিলকরণ রাত্রি ৯।১৩ গতে গরকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, দিবা ১১।২৩ গতে বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৬।০ গতে দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৯।১৩ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি - ৮।৪৭ গতে ১০।১৬ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ১।১৫ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৪৭ গতে ৪।১৭ মধ্যে। যাত্রা-নাই, সন্ধ্যা ৬।০ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৯।১৩ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- নববস্ত্রপরিধান বিক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ হলপ্রবাহ বীজবপণ বৃক্ষাদিরোপণ ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১২ মধ্যে ও ৯।৩২ গতে ১১।১২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৩২ গতে ৫।৪৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪১ গতে ৩।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।২৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরে একলাফে বাড়ল ৪৫ গন্ডার

নীহাররঞ্জন ঘোষ ও শুভদীপ শর্মা

মাদারিহাট ও লাটাগুড়ি, ১৮ মার্চ: গন্ডারের সংখ্যার দিক থেকে দেশে দ্বিতীয় স্থান ধরে রাখল জলদাপাড়া। গত ৫ ও ৬ মার্চ জলদাপাড়ায় গন্ডার গণনা হয়েছিল। মঙ্গলবার তার রিপোর্ট প্রকাশ করে বন দপ্তর। ৩৩১টি গন্ডার এবারের গণনায় উঠে এসেছে। গন্ডারকুলের এই পরিসংখ্যান দেশের সর্বোচ্চ অসমের কাজিরাঙ্গার পরেই। ২০২২ সালের গণনায় জলদাপাড়ায় গন্ডারের সংখ্যা ছিল ২৯২। গত প্রায় তিন বছরে ৩৯টি বেড়েছে। ২০১৯ সালে ছিল ২৩৭টি। জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলেন, 'গন্ডারের সংখ্যা ৪ থেকে ৬ শতাংশ হারে বাড়ে। আর আমাদের এবারে বাড়ার হার ৪.২৭ শতাংশ। হিসেব অনুযায়ী ঠিক আছে।' সুখবর এসেছে গরুমারা থেকেও। সেখানে গন্ডারের সংখ্যা ৫৫ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬১-তে।

এবারে গন্ডার গণনা হয়েছিল জলদাপাড়ার পাঁচটি রেঞ্জে। কোন রেঞ্জে কত গন্ডার পাওয়া গিয়েছে, তার হিসেব দেওয়া হয়েছে। চিলাপাতা রেঞ্জে ৪০টি, জলদাপাড়া পূর্ব রেঞ্জে সবচেয়ে বেশি ১৪৩টি, নর্থ রেঞ্জে ৬৩টি, পশ্চিম রেঞ্জে ৫৫টি এবং কোদালবস্তি রেঞ্জে ৩৩টি। তবে, এই হিসেব অনুযায়ী ১৩৪টি হলেও বন দপ্তর চূড়ান্ত সংখ্যা বলেছে ১৩১টি।

জলদাপাড়ায় ১৯৮৫ সালে গন্ডারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র ১৪টিতে। সেই সংখ্যা এসে দাঁড়াল ৩৩১টিতে। তবে, যেভাবে সংখ্যা বাড়ছে তাতে চিন্তার ভাঁজ রয়েছে। কারণ সংখ্যা বাড়লেও জলদাপাড়ার তৃণভূমির পরিমাণ এতটুকু বাড়েনি। জলদাপাড়ার আয়তনের মোট পরিমাণের মাত্র ৪০ শতাংশ রয়েছে তৃণভূমি। যার উপর নির্ভরশীল এতগুলি গন্ডার। ৮৫টি কুনকি হাতি ছাড়াও প্রায় শতাধিক বুনো হাতি। এছাড়াও কয়েক হাজার বাইসন, হরিণ। আর গত তিন বছর ধরে ঘাসের প্ল্যান্টেশন বন্ধ রয়েছে। ফলে এর প্রভাব ভয়ংকরভাবেই পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে সূত্রের খবর।

বিশিষ্ট পরিবেশবিদ বিশ্বজিৎ সাহা বলেন, 'আমি এবার গন্ডার গণনার কাজে ছিলাম। যেটা লক্ষ করেছি, তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যভাণ্ডারে ভয়ংকর টান পড়তে চলেছে। যদি ঘাসের প্ল্যান্টেশন এলাকা না বাড়ানো হয়, তবে তার প্রভাব মারাত্মক হবে। তবে গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমি ভীষণ খুশি।' যদিও উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল জেভি ভাস্কর বলছেন, 'খাদ্য সংকট হবে না জলদাপাড়ায়। যথেষ্ট পরিমাণে খাবার মজুত রয়েছে। আর গন্ডারদের নতুন বাসভূমি তৈরির কাজ চলছে।' তবে জলদাপাড়ায় যে হারে গন্ডারের সংখ্যা বাড়ছে, তাতে খুশি জলদাপাড়ার বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান থেকে শুরু করে সমস্ত স্তরের বনকর্মীরা।

অন্যদিকে, গরুমারায় ২০২২ সালের শুমারিতে ৫৫টি গন্ডারের সন্ধান মিলেছিল। সম্প্রতি হওয়া শুমারি চলাকালীনই সংশ্লিষ্ট কাজে থাকা বনকর্মী থেকে শুরু করে বনকর্তারা জানিয়েছিলেন, গন্ডারের সংখ্যা বাড়ার সম্ভাবনা দেখছেন তাঁরা। কারণ একাধিক গন্ডার শাবকের দেখা মিলেছে। সেই হিসেবই ফাইনাল রিপোর্টে উঠে এসেছে।

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে গন্ডার। -সংবাদচিত্র

> আমি এবার গন্ডার গণনার কাজে ছিলাম। যেটা লক্ষ করেছি, তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্যভাণ্ডারে ভয়ংকর টান পড়তে চলেছে। যদি ঘাসের প্ল্যান্টেশন এলাকা না বাড়ানো হয়, তবে তার প্রভাব মারাত্মক হবে। তবে গন্ডারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আমি ভীষণ খুশি।
>
> **-বিশ্বজিৎ সাহা**
> *বিশিষ্ট পরিবেশবিদ*

উপাচার্যদের সম্মেলন

কলকাতা, ১৮ মার্চ : এআইইউ পূর্বাঞ্চলের ২০২৪-'২৫ সালের উপাচার্যদের সভা শুরু হয়েছে। জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ে এই সম্মেলনের সূচনা হয়েছে। সেখানে উপাচার্যদের পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন শিক্ষাবিদও উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। এআইইউয়ের সভাপতি অধ্যাপক বিনয়কুমার পাঠক, সহ সভাপতি ভিএন রাজশেখর পিল্লাই, সম্পাদক সর্দার তরণজিৎ সিং, জেআইএস গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডঃ পঙ্কজ মিত্তাল, জেআইএস গ্রুপের ডিরেক্টর সর্দার সমরজিৎ সিং এবং জেআইএস বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য উপস্থিত ছিলেন। দু'দিনব্যাপী এই সম্মেলনে 'ন্যায়, বৈচিত্র্য ও স্থায়িত্ব' থিমের অধীনে উচ্চশিক্ষার পরিস্থিতি নিয়ে একশোটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের আহ্বান জানানো হয়েছে।

গ্রিফন শকুনের দেখা

নাগরাকাটা, ১৮ মার্চ : দেখা মিলল বিপন্নতার তালিকায় নাম থাকা হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির এক ঝাঁক শকুনের। মঙ্গলবার দুপুরে নাগরাকাটার উপকণ্ঠে জলঢাকার তীরে সুদূর হিমালয়ান রেঞ্জের নানা এলাকা থেকে পাড়ি দেওয়া ওই পক্ষীকুলকে দেখেন স্থানীয়রা।

বন দপ্তরের খুনিয়া রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে বলেন, 'অত্যন্ত ইতিবাচক খবর। শকুনগুলির প্রতি নজর রাখা হচ্ছে।' বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও পরিবেশপ্রেমী সংগঠন হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশনের মুখপাত্র অনিমেষ বসু জানান, জলঢাকার তীরে যে শকুনগুলি দেখা গিয়েছে সেগুলি হিমালয়ান গ্রিফন প্রজাতির। এই ধরনের শকুনও বিপন্ন তালিকাভুক্ত। মূলত শীতকালে হিমালয়ের নানা এলাকা থেকে নেমে আসে। গরম পড়তেই মূল বাসস্থানে ফিরে যায়।

দলীয় নেতৃত্বের নির্দেশ অমান্য

প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা চিঠি

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৮ মার্চ : বিক্ষুব্ধদের ওপর ‘নজরদারি’ কাজে এল না। অবশেষে বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা করলেন তৃণমূলেরই আট পঞ্চায়েত সদস্য। মঙ্গলবার তাঁরা অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন খড়িবাড়ির বিডিও দীপ্তি সাউয়ের কাছে। অনাস্থা চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করে নেওয়ার পাশাপাশি আইনানুগ ব্যবস্থার কথা জানিয়েছেন বিডিও। ফলে বিজেপি থেকে তৃণমূলে নাম লেখানো আলাকসু লাকড়া প্রধানের পদটি ধরে রাখতে পারেন কি না, তা নিয়ে চর্চা চলছে খড়িবাড়িতে। তবে এই ঘটনা ’২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসকদলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে নিয়ে এল। ঘটনায় বিজেপির প্ররোচনা দেখছে তৃণমূল। তবে পালটা তৃণমূলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি পদ্ম শিবির।

তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের নির্দেশ, বৈঠকের পর বৈঠক এবং নজরদারি, নানা পদক্ষেপেও বিক্ষুব্ধ পঞ্চায়েত সদস্যদের বাগে আনা গেল না। কিছুদিনের চেষ্টার পর এদিন প্রধান পদ থেকে আলাকসুর অপসারণ চেয়ে খড়িবাড়ির বিডিওর কাছে অনাস্থা চিঠি জমা করলেন তৃণমূলের বিক্ষুব্ধ সদস্যরা। তাঁদের মধ্যে বিক্রম গণেশ বলেন, ‘আলাকসু বিজেপির প্রধান থাকাকালীন তৃণমূলের সদস্যদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন না। তিনি বিভিন্ন অনৈতিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। আমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে শুধুমাত্র দলের অঞ্চল সভাপতি সাগর মালাকারের সঙ্গে কথা বলে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।’ বিক্ষুব্ধ সদস্য সোমা ঘোষ বলেন, ‘আমরা চাই আলাকসু নয়, লক্ষ্মী হোন নতুন প্রধান। আলাকসু একনায়কতান্ত্রিক। তাই এই অনাস্থা।’ আলাকসুর মতো লক্ষ্মী কিসকু হেমব্রমও ফেব্রুয়ারিতে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন।

অনাস্থা প্রস্তাব প্রসঙ্গে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ টেলিফোনে বলছেন, ‘নিজেদের মধ্যে হয়তো ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। সমস্যা দ্রুত মিটে যাবে। বিজেপি আমাদের পঞ্চায়েত সদস্যদের প্ররোচনা দিচ্ছে। আশা করব আমাদের কোনও পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপির ফাঁদে পা দেবেন না।’ পালটা কটাক্ষ করে বিজেপির ন্যাশনাল কাউন্সিল মেম্বার গণেশ দেবনাথ বলেন, ‘নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল। যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি বিজেপির টিকিটেই জয়ী হয়েছেন। আর যিনি প্রধান হবেন, তিনিও বিজেপির ছিলেন। আসলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ঢাকতে তৃণমূলের জেলা সভানেত্রী বিজেপির ভূত দেখছেন।’

’২২-এর পঞ্চায়েত ভোটে ১৩ আসনবিশিষ্ট বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৯টি আসন পায় তৃণমূল, বাকি ৪টি বিজেপির দখলে যায়। কিন্তু প্রধান পদটি তপশিলি উপজাতি সংরক্ষিত থাকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন জিতেও প্রধান পদটি পায়নি তৃণমূল। প্রধান হন বিজেপির আলাকসু। কিন্তু এবছর আলাকসু ও লক্ষ্মী দলবদল করে তৃণমূলে যোগ দিলে ঘাসফুল শিবিরে মাথাচাড়া দেয় গোষ্ঠীকোন্দল।

শোরগোল

- দলবদলু প্রধানকে মানতে নারাজ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যরা
- প্রধান পদ থেকে আলাকসু লাকড়াকে সরাতে তৃণমূল সদস্যদের অনাস্থা চিঠি
- চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার, আইনানুগ ব্যবস্থার আশ্বাস খড়িবাড়ির বিডিওর
- বিজেপির প্ররোচনা দেখছে তৃণমূল, পালটা কটাক্ষ পদ্ম শিবিরের

দলবদলে গতি আসবে কাজে, দাবি

১৩ আসনের বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল নয়টি আসনে জেতে। বিজেপি পায় চারটি আসন। প্রধান পদটি তপশিলি উপজাতির জন্য সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু তৃণমূলের কোনও তপশিলি প্রার্থী জয়ী না হওয়ায় প্রধান পদটি পান আলাকসু লাকড়া। সম্প্রতি তিনি দলবদল করে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এই দীর্ঘ আড়াই বছরে তিনি কি আদৌ কাজ করতে পেরেছেন? শুনলেন কার্তিক দাস।

জনতার চার্জশিট

আলাকসু লাকড়া
প্রধান, বিন্নাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত

জনতা : ‘হর ঘর জল’ প্রকল্পের ৫০ শতাংশ কাজ এখনও বাকি কেন?

প্রধান : পাইপলাইনের কাজ অনেকটাই হয়েছে। সভা করে বহুবার বরাতপ্রাপ্ত এজেন্সিকে সতর্ক করা হয়েছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি।

জনতা : বহু এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। সমস্যা মেটাতে সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্পের কাজ হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। এ ব্যাপারে কিছু ভাবছেন?

প্রধান : একদমই তাই। ফান্ডের অভাবে করা যাচ্ছে না। ফান্ড পেলেই আরও সৌরবিদ্যুৎচালিত পানীয় জলপ্রকল্প করা হবে।

জনতা : বেশ কয়েকটি রাস্তা এখনও কাঁচা। রাস্তাগুলি পাকা করা হল না কেন?

প্রধান : ১০০ দিনের কাজের প্রকল্প বন্ধ থাকায় রাস্তা পাকা করার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। এছাড়া এতদিন বিরোধী দলের প্রধান হিসেবে থাকায় ফান্ড কম পাওয়া যাচ্ছিল। তবে এবার ফান্ড পেতে আর সমস্যা হবে না। জোরকদমে রাস্তার কাজ হবে।

জনতা : তারিজোত থেকে গাইনজোত পর্যন্ত প্রায় চার কিলোমিটার বুড়ি মেচি ক্যানালে সম্পূর্ণ বাঁধ দেওয়া হয়নি। বর্ষায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে। এ ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন কি?

প্রধান : উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ফান্ডের ব্যাপারে কথা হয়েছে। ফান্ড পেলে বাকিটা হবে।

জনতা : বাজার এলাকাগুলোয় যত্রতত্র আবর্জনা ছড়িয়ে রয়েছে। আবর্জনা অপসারণে কোনও পদক্ষেপ নেই কেন?

প্রধান : আপাতত তারিজোতে একটি গোডাউনের মতো বানানো হয়েছে। একটি টোটোর মাধ্যমে বাজারের আবর্জনা তুলে সেখানে জমা করা হচ্ছে। আরও দুটি টোটো কেনার জন্য টেন্ডার করা হয়েছে।

জনতা : বহু এলাকায় এখনও পথবাতি নেই কেন?

প্রধান : মোড়ে মোড়ে সোলার লাইট বসানো হচ্ছে। তবে তা পর্যাপ্ত নয়। আরও লাইট বসানো হবে।

জনতা : প্রধান হিসেবে আপনি ব্যর্থ, এমন অভিযোগ হামেশাই ওঠে। এ ব্যাপারে কী বলবেন?

প্রধান : একদমই। আসলে আমি নামেই প্রধান ছিলাম। কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে আমাকে ওরা (সংখ্যাগরিষ্ঠ তৃণমূল) সমর্থন করত না। আমি সাধারণ সদস্যের মতোই ছিলাম।

জনতা : বাকি আড়াই বছরেও কি মানুষ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হবেন?

প্রধান : একেবারেই না। আমি বাধ্য হয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছি। স্বাভাবিকভাবে এখন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি। পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রেও তৃণমূলের সব সদস্যের সহযোগিতা পাব বলেই বিশ্বাস করি। বাকি আড়াই বছরে দ্রুতগতিতে কাজ হবে।

একনজরে

ব্লক : খড়িবাড়ি
মোট সংসদ : ১৩টি
জনসংখ্যা : ১৯,৪৮২ জন
(*২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী*)
মোট আয়তন : ২৮.৪৭ বর্গকিলোমিটার

অপেক্ষায় অপেক্ষায়

যাত্রী নেই। রিকশায় বসে বিশ্রাম নিচ্ছেন চালকরা। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে তপন দাসের তোলা ছবি।

জিটিএ’র বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : দপ্তর হস্তান্তর সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য মঙ্গলবার লালকুঠিতে বৈঠকে বসে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। এদিনের বৈঠকে জিটিএ’র পদস্থ আধিকারিকদের পাশাপাশি শাসক এবং বিরোধী সভাসদরাও ছিলেন। বৈঠকে স্থির হয়েছে, দপ্তর হস্তান্তর সহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য একটি প্রতিনিধিদল কলকাতায় যাবে।

কমিটির সদস্য বিনয় তামাং বলেন, ‘এখনও বেশ কয়েকটি দপ্তর রাজ্য সরকার হস্তান্তর করেনি। এতে পাহাড়ের সামগ্রিক উন্নয়নের কাজকর্ম করতে সমস্যা হচ্ছে। বিষয়গুলি নিয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে কথা বলতে যাব।’

দেহ উদ্ধার

চোপড়া, ১৮ মার্চ : মামার বাড়িতে বেড়াতে এসে ডোক নদীতে তলিয়ে যাওয়া বছর দু’-এর শিশুর দেহ মঙ্গলবার উদ্ধার হয়। সোমবার চোপড়ার রাঙ্গাগছ এলাকায় ডোক নদীতে তলিয়ে যায় শিশুটি। সেদিন দিনভর নদীতে তল্লাশি চালিয়েও কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। অবশেষে মঙ্গলবার কুমারটোল এলাকায় দেহটি ভাসতে দেখা যায়। এরপর চোপড়া থানার পুলিশ পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

বাড়তি নজরের নির্দেশ

উত্তর দিনাজপুরে তৃণমূল পিছিয়ে ৮৪২ বুথে

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৮ মার্চ : ’২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেলার নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ভার্চুয়ালি বৈঠকে গত লোকসভা নির্বাচনে পিছিয়ে পড়া বুথগুলিতে বাড়তি নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই বৈঠকের পরেই অভিষেকের দপ্তর থেকে বিধানসভাভিত্তিক পিছিয়ে পড়া বুথগুলির রিপোর্ট জেলা নেতৃত্বকে পাঠানো শুরু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে যে খবর মিলেছে, তাতে রাজ্যজুড়ে ১৭ হাজার পিছিয়ে পড়া বুথের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের তিন হাজার বুথ রয়েছে। এর মধ্যে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত পাঁচটি বিধানসভা কেন্দ্রের ৮৪২টি বুথ রয়েছে। এই বুথগুলিতে সাংগঠনিক শক্তিবৃদ্ধি করতে বাড়তি নজর দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে খবর, যে তালিকা জেলা নেতৃত্বের কাছে এসেছে তাতে গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী গোলাম রব্বানির নির্বাচনি এলাকায় ১৩২টি সহ চাকুলিয়া বিধানসভায় ১৪৩টি বুথ, করণদিঘির ১৮৭টি, কালিয়াগঞ্জের ২১২টি এবং রায়গঞ্জের ১৬৮টি বুথে পিছিয়ে থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে, এই পাঁচটি বিধানসভার কথা উল্লেখ করলেও, ইসলামপুর ও হেমতাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের কোনও বুথে পিছিয়ে থাকার কথা বলা হয়নি। তৃণমূলের জেলা স্তরের এক নেতা বলেন, ‘লোকসভা ভোটে প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে যে সব বুথে আমরা ৫০ শতাংশের কম ভোট পেয়েছি, সেই বুথগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।’

নিজের বিধানসভা এলাকায় শতাধিক বুথে পিছিয়ে থাকা নিয়ে মন্ত্রী রব্বানির প্রতিক্রিয়া, ‘লোকসভা ভোটে মেরুকরণের রাজনীতি হয়েছিল বলে আমরা পিছিয়ে ছিলাম।’ এদিকে ’২৬-এর বিধানসভার বৈতরণি পার করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরই দল ভরসা রাখছে সেই বিষয়টিই একপ্রকার পরিষ্কার মন্ত্রীর কথায়। মন্ত্রী বলেন, ‘রাজ্যবাসীর দিদির প্রতি পূর্ণ আস্থা রয়েছে। ফলে পিছিয়ে থাকা সবক’টি বুথেই আমরা ফের এক নম্বরে থাকব।’

নিজের জেলায় ৮৪২টি বুথে পিছিয়ে থাকা নিয়ে জেলা সভাপতির কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, ‘যে সমস্ত বুথে পিছিয়ে রয়েছি, তেমন বুথ ধরে কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আগামীতে এই সব বুথে ফল ভালো হবে।’

লোকসভা নির্বাচনে রায়গঞ্জ বিধানসভায় তৃণমূল প্রায় ৫০ হাজার ভোটে পিছিয়ে ছিল। যদিও অল্পদিনের মধ্যে রায়গঞ্জ বিধানসভা উপনির্বাচনে কৃষ্ণকল্যাণী বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে দলের মান রক্ষা করেছিলেন। করণদিঘিতেও তৃণমূল পিছিয়ে ছিল। চাকুলিয়ায় প্রাপ্ত ভোটের নিরিখে কংগ্রেস প্রার্থী এক নম্বরে ছিলেন। মন্ত্রীর খাসতালুক গোয়ালপোখরেও কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে তৃণমূল নাকানিচোবানি খেয়েছিল।

স্বভাবতই এই নিয়ে দলে আগেই প্রশ্ন উঠেছিল। আর এবার বুথ ধরে ধরে অভিষেকের পাঠানো তালিকায় জেলার ৮৪২টি বুথের নাম থাকায় নতুন করে গুঞ্জন উঠেছে, বুথ স্তরে দুর্বলতা না কাটাতে পারলে, দল বর্তমান বিধায়কদের পুনরায় টিকিট দেবে তো? আর বিষয়টি নিয়ে দলীয় এক বিধায়কের মন্তব্য, ‘চাপে রয়েছি একথা অস্বীকার করতে পারব না।’

কোথায় পিছিয়ে

- গোয়ালপোখর বিধানসভা কেন্দ্রে ১৩২টি বুথে
- চাকুলিয়া বিধানসভায় ১৪৩টি বুথে
- করণদিঘি বিধানসভায় ১৮৭টি বুথে
- কালিয়াগঞ্জে ২১২টি বুথে
- রায়গঞ্জ বিধানসভায় ১৬৮টি বুথে

পথে চিতাবাঘ, ভয়ে বাসিন্দারা

নকশালবাড়ি, ১৮ মার্চ : নকশালবাড়ি চা বাগানের নবাব ডিভিশনে দিনদুপুরে চিতাবাঘ ঘুরে বেড়ালেও, চা বাগানের মালিক অনুমতি না দেওয়ায় খাঁচা পাততে পারছে না বন দপ্তর। এই পরিস্থিতিতে ভয়ে একপ্রকার ঘরবন্দি অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন বাগানের শ্রমিকরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, চা বাগানে দিনদুপুরে প্রায় পাঁচ-ছ’টি চিতাবাঘ ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। চিতাবাঘ ধরতে খাঁচা পাতার আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

স্থানীয় বাসিন্দা পঙ্কজ বাক্সলা বলেন, ‘চিতাবাঘগুলি প্রতিদিনই গোরু, ছাগল নিয়ে যায়। প্রায় পাঁচ থেকে ছয়টি চিতাবাঘ রয়েছে। এগুলি প্রতিদিন গ্রামের আশপাশে ঘুরে বেড়ায়। আমরা ভয়ে বাড়ি থেকে বের হতে পারি না। দিনদুপুরে চিতাবাঘ রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে।’ এদিকে টুকুরিয়াঝাড় বনাঞ্চলের রেঞ্জ অফিসার সুরজ মুখিয়ার বক্তব্য, ‘নকশালবাড়ি চা বাগানে বন বিভাগের কোনও কর্মীকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। তাই আমাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। তবে বাসিন্দারা অভিযোগ জানালে, বিষয়টি নিয়ে ডিএফও-এর সঙ্গে আলোচনা করব।’

বিধায়কের চিঠি

বাগডোগরা, ১৮ মার্চ : শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করার দাবি জানিয়ে মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে চিঠি দিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। বিধায়ক বলেন, ‘শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার দূরে বোলপুরে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা এলাকায় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হলে উত্তরবঙ্গের শিক্ষার্থীরা উপকৃত হবেন।’

সমাবেশ

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : দার্জিলিংয়ের লেবং মিলিটারি স্টেশনে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের নিয়ে সমাবেশের আয়োজন করা হয়। সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি তত্ত্বাবধানে সোমবার ওই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রিম্বিক, দার্জিলিং, কার্সিয়াং থেকে প্রাক্তন সেনাকর্মীরা সমাবেশে যোগ দেন। প্রবীণ সৈনিকদের অমূল্য অবদানকে সম্মান জানাতে ওই সমাবেশের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে মার্শাল আর্ট এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রদর্শনীও ছিল।

পুলিশ, বন বিভাগ এবং বিদ্যুৎ দপ্তরের যৌথ অভিযান। মঙ্গলবার।

ঝুলে পড়া তারের খোঁজে বন বিভাগ

বাগডোগরা, ১৮ মার্চ : কার্সিয়াং বন বিভাগের উদ্যোগে মঙ্গলবার থেকে শুরু হল গ্রামাঞ্চল এবং চা বাগানে যৌথ অভিযান। বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু এড়াতে ২১ মার্চ পর্যন্ত এই অভিযান চলবে।

একসময় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যুর ঘটনা মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল বন বিভাগের। কিন্তু গত দু’বছর ধরে এই উদ্যোগ নেওয়ার ফলে এমন ঘটনা সম্পূর্ণভাবে এড়ানো গিয়েছে, বন বিভাগের এমনটাই দাবি।

কী এই উদ্যোগ? গ্রামাঞ্চল এবং চা বাগানে ঝুলে পড়া বিদ্যুতের তার রয়েছে কি না, কৃষিজমিতে তারের ফেন্সিং দেওয়া হয়েছে কি না, এই সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

গত দু’বছরের ন্যায় এবারও পানিঘাটা, বাগডোগরা, বামনপুকরি, টুকুরিয়া, ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসারদের নিয়ে একটি সেল গঠন করা হয়েছে। এই সেলে রয়েছেন পুলিশ, বিদ্যুৎ বণ্টন বিভাগ, গ্রাম পঞ্চায়েত, জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি (জেএফএমসি) এবং পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের প্রতিনিধিরা। নাম দেওয়া হয়েছে অ্যান্টি ইলেক্ট্রোফিউশন সেল।

সেলের কনভেনার তথা পানিঘাটার রেঞ্জ অফিসার সমীরণ রাজ বলেন, ‘এদিন থেকে বিভিন্ন এলাকা পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছে। যেসব এলাকায় বিপজ্জনক অবস্থায় বিদ্যুতের তার ঝুলে রয়েছে, সেগুলি চিহ্নিত করা হচ্ছে। বিশেষ করে হাতির যাতায়াতের জায়গাগুলিতে।’ এরপর তাঁরা সমস্ত তথ্য বিদ্যুৎ দপ্তরকে দেবেন। দপ্তরের কর্মীরা এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি সামলাবেন।

সমীরণের সংযোজন, ‘অভিযানে গ্রামবাসীদের সচেতন করা হচ্ছে। তাঁরা যেন কোনওভাবেই হাতির হানা রুখতে বিদ্যুতের তারের ফেন্সিং না দেন।’ এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশপ্রেমী সংগঠন নেচার অ্যান্ড ওয়াইল্ডলাইফ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনুজিৎ বসু। তাঁর বক্তব্য, ‘গত দু’বছরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যুর সংখ্যা শূন্য। এটা সম্ভব হয়েছে এই উদ্যোগের কারণেই।’

বিশেষ সেল

- অ্যান্টি ইলেক্ট্রোফিউশন সেল গঠন করেছে কার্সিয়াং বন বিভাগ
- সেলে রয়েছেন পুলিশ, বিদ্যুৎ বণ্টন বিভাগের প্রতিনিধিরা
- রয়েছেন জেএফএমসি এবং পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের প্রতিনিধিও
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাতির মৃত্যু এড়াতে এই সেল কাজ করছে
- আগামী ২১ মার্চ পর্যন্ত বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালাবে সেল

রাজেশের সঙ্গে নাম জড়াল তৃণমূলের

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রিতা গুপ্তা শা-কে খুনের অভিযোগে ধৃত রাজেশ গুপ্তার সঙ্গে তৃণমূলের নাম জড়াল। স্থানীয়রা বলছেন, এলাকায় তৃণমূলের সক্রিয় সদস্য হিসেবে পরিচিতি ছিল রাজেশের। যে কোনও কর্মসূচিতে সে থাকত ফ্রন্টফুটে। তৃণমূলের জয়হিন্দ বাহিনীরও সক্রিয় সদস্য ছিল রাজেশ। রিতার এক আত্মীয় বলছিলেন, ‘রিতার সঙ্গে সবসময় ঝামেলা হত রাজেশের। সেব্যাপারে ওকে কিছু বলতে গেলেই পার্টির গরম দেখাত।’

আর খুনের সঙ্গে রাজেশের নাম জড়াতেই রীতিমতন অস্বস্তিতে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। শিলিগুড়ি টাউন (১) তৃণমূল কংগ্রেস জয়হিন্দ বাহিনীর সভাপতি বিকাশ তিওয়ারির দাবি, ‘২০২৩ সালের শেষের দিকে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। তবে পরবর্তীতে দেখি, ওর চিন্তাভাবনা আলাদা। দলের সদস্যদের সঙ্গেও বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকত। তাই আমি গত সাত-আট মাস ধরে ওর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি করে রেখেছিলাম।’ অন্যদিকে, তৃণমূলের মাটিগাড়া অঞ্চল (২) সভাপতি ব্রজকান্ত বর্মনের কথায়, ‘কেউ নেতাদের সঙ্গে ছবি তুললেই তো আর সে নেতা হয়ে যায় না। ও আমাদের দলের কোনও পদে ছিল না।’

তবে ব্রজকান্ত যা-ই বলুন না কেন, রাজেশের ফেসবুক ঘাঁটলে সেখানে পোস্ট করা ছবি অন্য কথা বলছে। চলতি মাসেই রাজেশ ব্রজকান্তেরই একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। সেখানে ভূতুড়ে ভোটারের কর্মসূচি সংক্রান্ত পোস্টে দলের অন্য নেতাদের সঙ্গে চেয়ারে বসে থাকতে দেখা গিয়েছে, রাজেশকেও।

কেবল রাজনীতি নয়, বিভিন্ন সময় রাজেশের নাম জুড়েছে মহিলা ঘটিত নানা কাণ্ডের সঙ্গেও। দুজনকে বিয়ে করে সামলানোর পাশাপাশি বিহারে এক তরুণীকে ধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত ছিল সে। সেই ঘটনায় শিলিগুড়িতে এসে কয়েকদিন আন্ডারগ্রাউন্ডও ছিল। তার নানা কীর্তি আড়াল করতেই নাকি সমাজসেবামূলক যে কোনও সংগঠনে সে ভিড়ে যেত। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জায়গা তৈরি করার পাশাপাশি রাজেশ একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উত্তরবঙ্গের সভাপতি ছিল। সম্প্রতি সেই সংগঠন হোলিকে কেন্দ্র করে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। সেই অনুষ্ঠানে নেতা-পুলিশদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানে রাজেশকে সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে। রাজেশের এক পরিচিতের কথায়, ‘ওর কথাবার্তা খুব মিষ্টি ছিল। ধীরে ধীরে কথাবার্তা বলত। ও যে এরকম, সেটা বাইরে থেকে কারও বোঝা কখনোই সম্ভব ছিল না।’

আর রিতার মা তারা শা’র মন্তব্য, ‘আসলে পারিবারিক বিভিন্ন সমস্যায় সবসময় জড়িয়ে থাকত ও। সেই সমস্যাগুলো লুকোতেই নিজেকে হোমরাচোমরা হিসেবে তুলে ধরতে চেষ্টা করত।’

অভিযুক্ত রাজেশ গুপ্তা।

চা বাগানে ড্রোন উড়ছে পূজার হাতে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চ : যতদূর চোখ যায় পরপর ছোট ছোট চা বাগান। আর একদম শেষ বাগানের শেষপ্রান্তে নীল আকাশটা ঝপ করে নেমে এসেছে। একসময় মনে হত বাগান ধরে হাঁটতে হাঁটতে আকাশে পৌঁছে যাবেন। শুধু কষ্ট হত, যখন দেখতেন বাগানে চা গাছের পাতাগুলো কুঁকড়ে গিয়েছে পোকার আক্রমণে। বাবা রোদ-জল মাথায় করে স্প্রে করছেন। মনে হত, আকাশ থেকে পরির মতো নেমে আসবেন, জাদুকাঠি ছুঁইয়ে সব গাছের পাতা আবার সতেজ করে দেবেন।

পরি হতে পারেননি পূজা। কিন্তু তাঁর হাতের ছোঁয়াতেই এখন উড়ন্ত ড্রোন থেকে চা বাগান বা চাষের জমিতে রোগপোকা প্রতিরোধে রাসায়নিক স্প্রে করা হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘নমো ড্রোন দিদি’ প্রকল্পে জেলার স্বীকৃত মহিলা ড্রোন পাইলট পূজা রায়।

পড়াশোনার গণ্ডি খুব বেশি দূর নয়। উচ্চমাধ্যমিক পাশ। কিন্তু সবসময় মনে ইচ্ছে ছিল নিজের পায়ে দাঁড়ানোর। ২০২৩ সালে ইন্ডিয়ান ফার্মার্স ফার্টিলাইজার কোঅপারেটিভ (আইএফএফসিও)-এর তরফে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে বেশ কিছু নাম চাওয়া হয় মহিলাদের। অনেকের মতো নিজের নামও দেন পূজা। অনলাইনে ইন্টারভিউ পাশ করার পর উত্তরপ্রদেশের ফুলপুরে ২৫ দিনের ড্রোন চালানো আর ড্রোনের যান্ত্রিক গোলযোগ সারানোর প্রশিক্ষণ নিয়ে ফিরে আসেন জলপাইগুড়িতে। এরপর বেশ কিছুদিন সময় পেরিয়ে যায় লাইসেন্স ও ড্রোন আসতে। তারপর থেকেই শুরু হয় ড্রোন উড়িয়ে চা বাগান আর কৃষিজমিতে স্প্রে করার কাজ। বর্তমানে জেলাজুড়ে পূজার পরিচয় ‘ড্রোন দিদি’ হিসাবে। ফোন পেলেই পৌঁছে যান জেলার বিভিন্ন ব্লকের নানা প্রান্তে।

পূজা বলেন, ‘আমি যে ড্রোনটি ব্যবহার করি তাতে ১১ লিটারের ট্যাংক রয়েছে। জল ও রাসায়নিক মিশিয়ে স্প্রে করা হয়। ড্রোন, জল সমেত ট্যাংক নিয়ে ওজন ৬০ কেজির কাছাকাছি। ঘরসংসার সামলে কীভাবে কাজ করেন? পূজা বলেন, ‘ফোন এলে আমাকে যেতে হয়। তবে, হাতে স্প্রে করতে যেমন কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে, সেখানে ৩-৪ বিঘা জমি ড্রোনের মাধ্যমে স্প্রে করতে ১০ মিনিটও সময় লাগে না। ফলে সমস্যা হয় না। ড্রোন দিয়ে স্প্রে করার প্রবণতা বাড়ছে। তা আমাকে অনুপ্রেরণা জোগায়। ছোটবেলায় বাবাকে দেখতাম আমাদের চা বাগানে শ্রমিক লাগিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্প্রে করত। তাই ড্রোন পাইলটের প্রশিক্ষণ নিয়ে বাবার জমিতেও স্প্রে করেছিলাম। বাবার আনন্দ ছিল চোখে পড়ার মতো।’

পূজা ড্রোন চালান স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। ক্যামেরা সহ ম্যাপিং সিস্টেমও রয়েছে ড্রোনে। কোথায় কাজ করছে, কীভাবে স্প্রে করছে সবই ধরা পড়ে ক্যামেরায়। তা আপলোড হয় কোম্পানির সাইটে।

নতুন ধরনের পেশায় আসার স্বপ্ন দেখা অনেক মেয়ের কাছেই এখন আকাশচারিণী ড্রোন পাইলট পূজা।

পূজার হাতের ছোঁয়াতেই ড্রোন উড়ছে চা বাগানে। -সংবাদচিত্র

শিলিগুড়িতে বসে ডিজিটাল প্রতারণা

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : ডিজিটাল অ্যারেস্টের শিকার শুল্ক দপ্তরের আধিকারিক। ফাঁদে ফেলে তাঁর কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে ৩৪ লক্ষ টাকা। প্রতারণার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গুজরাট পুলিশ আসে প্রধাননগরের বান্দ্রিজোতে। সেখানকার সজনকুমার বারেলিকে গ্রেপ্তার করে তারা।

গুজরাট পুলিশ সূত্রে খবর, প্রতারণার টাকা ঢুকেছিল কয়েকটি অ্যাকাউন্টে। তারমধ্যে একটি সজনের। সেখানে ঢোকা অর্থের পরিমাণ ১৬ লক্ষ টাকা। কীভাবে তার অ্যাকাউন্টে টাকা ঢুকল, প্রতারণায় ধৃতের ভূমিকা কেমন ছিল ইত্যাদি জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। মঙ্গলবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে পাঁচদিনের ট্রানজিট রিমান্ডে নেয় গুজরাট পুলিশ।

অভিযোগ, চলতি বছরের জানুয়ারিতে গান্ধিধামের বাসিন্দা শিবকুল্লা শাস্ত্রীর কাছে একটি ফোন আসে। প্রতারকরা ওই শুল্ক আধিকারিককে বলে, মাদক কারবারের মামলায় নাম জড়িয়েছে তাঁর। ভয় দেখিয়ে শিবকুল্লার কাছ থেকে ৩৪ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। ওই মাসের ১৬ তারিখ গান্ধিধাম থানায় অভিযোগ দায়ের করেন প্রতারিত ব্যক্তি। তদন্তে নেমে লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখে ব্যাংক অ্যাকাউন্টের হদিস পায় পুলিশ। সেই সূত্র ধরে গান্ধিধাম থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর সামনে আসে, বান্দ্রিজোতের সজনের ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও ১৬ লক্ষ টাকা ঢুকেছে। গুজরাট পুলিশ তার খোঁজে শিলিগুড়িতে পৌঁছায়।

শোকজ নোটিশ প্রত্যাহার

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : চাপের মুখে শেষপর্যন্ত পড়ুয়ার শোকজ নোটিশ প্রত্যাহার করল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। লেকচার থিয়েটার ৪০০-তে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল ম্যাচ দেখার আয়োজন করায় সানি মান্না নামে এক পড়ুয়াকে শোকজ করেছিলেন ডিন ডাঃ অনুপম নাথ গুপ্তা। অভিযোগ, না জানিয়েই ওই পড়ুয়া লেকচার থিয়েটারের তালা খুলেছিলেন। যদিও সানির দাবি, 'অধ্যক্ষকে জানিয়েই লেকচার থিয়েটার ৪০০-তে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেদিন সেখানে একজন অধ্যাপকও ছিলেন।'

এই ঘটনায় একজন মাত্র ছাত্রকে কেন শোকজ করা হল, তা নিয়ে ডিনের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠেছিল। সোমবার পড়ুয়াদের একাংশ অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি দেয়। পাশাপাশি ডিনের পদত্যাগের দাবিও ওঠে। অবশেষে মঙ্গলবার কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা নির্দেশিকা জারি করে শোকজের নোটিশ প্রত্যাহারের কথা জানিয়ে দেন। বিষয়টি নিয়ে অধ্যক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁকে ফোনে পাওয়া যায়নি।

জ্যামে ১৬

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : আইআইটি জয়েন্ট অ্যাডমিশন টেস্ট ফর মাস্টার্স (জ্যাম)-এর পরীক্ষায় সর্বভারতীয় স্তরে রসায়নে ১৬ র‍্যাংক করেছে শিলিগুড়ি কলেজের ছাত্র সায়নদীপ সিনহা। মঙ্গলবার আইআইটি জ্যামের ফলাফল প্রকাশ হতেই খুশির হাওয়া সায়নদীপের পরিবারে। সায়নদীপ জানান, আইআইটি বম্বে থেকে রসায়নে স্নাতকোত্তর করার ইচ্ছে রয়েছে তাঁর।

সায়নদীপের কথায়, 'কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই পরীক্ষায় প্রস্তুতির জন্য অনেক সাহায্য করেছেন। পাশাপাশি অনলাইনেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে প্রস্তুতি নিয়েছেন তিনি। ভালো ফল হবে আশা করেছিলাম। তবে সর্বভারতীয় স্তরে ১৬ র‍্যাংক হবে ভাবতে পারিনি।

চোর ধরতে গিয়ে আক্রান্ত পুলিশ

ফুলবাড়িতে লাঠিচার্জ, গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : কাকভোরে থানায় ফোন পেয়ে চোর ধরতে গিয়েছিলেন। কিন্তু এমন অভিজ্ঞতার সাক্ষী থাকতে হবে ভাবতেও পারেননি এনজেপি থানার সহকারী সাব-ইনস্পেকটর পরেশনাথ চৌধুরী। সোমবার ভোরে শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি আমাইদিঘি এলাকায় একটি বাইকের শোরুমের কাছে চোর ধরতে গিয়ে হামলার মুখে পড়েন পুলিশকর্মীরাই। সেখানকার কিছু তরুণ এনজেপি থানার সহকারী সাব-ইনস্পেকটর ও কনস্টেবলদের মারধর করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। এই ঘটনায় রফিকুল ইসলাম ও মণিউল করিম নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা, পুলিশকে মারধর সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

অভিযুক্তদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। শিলিগুড়ি পুলিশের ডেপুটি কমিশনার (পূর্ব) রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'আমরা দুজনকে গ্রেপ্তার করেছি। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। দোষীদের কাউকে রেয়াত করা হবে না।'

সোমবার ভোরে এনজেপি থানায় একটি ফোন আসে। সেই ফোনে জানানো হয়, ফুলবাড়ির আমাইদিঘিতে চোর সন্দেহে একজনকে ধরে গণধোলাই দেওয়া হচ্ছে। ফোন পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে থানা থেকে টহলদারি ভ্যানকে জানানো হয়। ওই সময় টহলদারি

জুটল মার
- ফুলবাড়ির আমাইদিঘিতে আক্রান্ত পুলিশকর্মীরা
- আক্রান্ত হন সহকারী সাব-ইনস্পেকটর
- দোষীদের রেয়াত করা হবে না বলে হুঁশিয়ারি পুলিশের

ভ্যানের দায়িত্বে ছিলেন পরেশনাথ। তিনি দ্রুত অন্য পুলিশকর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখেন, এক তরুণকে বেঁধে মারধর করা হচ্ছে। তখন তিনি ও বাকি পুলিশকর্মীরা স্থানীয়দের থামানোর চেষ্টা করেন। অভিযোগ, পুলিশ বাধা দেওয়ার পরেও ক্ষান্ত না হয়ে ওই তরুণকে পুলিশের সামনেই মারধর করার চেষ্টা হয়। তখন পুলিশ বাধা দিলে তাদের ওপরেও চড়াও হয় জনাকয়েক তরুণ। ওই সহকারী সাব-ইনস্পেকটর সহ বাকি পুলিশকর্মীদের বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। কোনওমতে সেখান থেকে থানায় ফোন করে বিষয়টি জানান ওই পুলিশকর্মী। ফোন পেয়েই এনজেপি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাঠিচার্জ শুরু করে। তখনই সব এদিক-ওদিক পালাতে শুরু করে। সেই সময় দুজনকে ঘটনাস্থল থেকে ধরে ফেলে পুলিশ। তারপরেই আক্রান্ত তরুণ সমেত আহত পুলিশকর্মীদের চিকিৎসার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয় শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে। ধৃত দুই অভিযুক্তকে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। পুলিশকর্মীদের মাথায়, হাতে চোট রয়েছে। হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়েই থানায় ফেরেন পুলিশকর্মীরা।

কয়েকদিনের মধ্যে দুই জায়গায় পুলিশ আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। কিছুদিন আগেই রাতের শহরে মদ্যপদের ঝামেলা ঠেকাতে গেলে মাটিগাড়া থানার পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছিল।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

পহলগামের পথে।। ছবিটি তুলেছেন জলপাইগুড়ির গৌতমেন্দু নন্দী।

গাড়িতে মৃত্যু

খড়িবাড়ি, ১৮ মার্চ : নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে এক গাড়িচালকের মৃত্যুতে প্রশ্নচিহ্ন রয়ে গেল। মঙ্গলবার সকালে সীমান্তে যাত্রী তোলার জন্য চারচাকার একটি ছোট গাড়িতে অপেক্ষা করছিলেন চালক ভোপাল চৌধুরী (৩৫)। সকাল গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায়। কিন্তু চালক গাড়ি থেকে বের হননি। এতেই সন্দেহ হয় অন্য চালকদের। তাঁরা এগিয়ে এসে ডাকাডাকি শুরু করেন। কোনও সাড়াশব্দ না পাওয়ায় খবর দেওয়া হয় পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে। পুলিশ সেখানে পৌঁছে গাড়ির ভেতর থেকে ভোপালের মৃতদেহ উদ্ধার করে। তিনি নেপালের ধুলাবাড়ির বাসিন্দা।

বিক্ষোভ

বাগডোগরা, ১৮ মার্চ : সম্প্রতি শুভেন্দু অধিকারী ও তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের বক্তব্যের প্রতিবাদে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাল সিপিএম। মঙ্গলবার এই ব্যাপারে সিপিএমের বাগডোগরা এরিয়া কমিটির ডাকে বাগডোগরা থানায় বিক্ষোভ দেখানো হয়।

অধিকারের দাবিতে সোচ্চার প্রথম স্ত্রী

দ্বিতীয় বিয়ে করে বাড়িতে হাজির স্বামী

খড়িবাড়ি, ১৮ মার্চ : দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন স্বামী। সেকারণে কন্যাসন্তান নিয়ে নিজের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হলেন প্রথম স্ত্রী। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার দুপুরে বাতাসির আন্ধারুজোত এলাকায় শোরগোল পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৩ সালে বাতাসির আন্ধারুজোতের পঙ্কজ মণ্ডল প্রেম করে বিয়ে করেন ফাঁসিদেওয়ার ঠাকুরপাড়ার স্বর্পনা পোদ্দারকে। তাঁদের ৮ বছরের একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। এরই মধ্যে পঙ্কজ একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। এনিয়ে দম্পতির মধ্যে প্রায় ঝামেলা হত। স্বর্পনা বলেন, 'অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মাস ছয়েক আগে খড়িবাড়ি থানায় বধূ নির্যাতনের মামলা করি। মেয়েকে নিয়ে ফাঁসিদেওয়ায় বাপের বাড়িতে চলে আসি। পাঁচদিন আগে পঙ্কজ দ্বিতীয় বিয়ে করে ওই মহিলাকে বাতাসির বাড়িতে নিয়ে এসে সংসার শুরু করেছে।' প্রতিবেশীদের থেকে বিষয়টি জেনে এদিন দুপুরে নিজের অধিকারের দাবিতে সরব

শোরগোল বাতাসিতে

হন স্বর্পনা। অপরদিকে পঙ্কজের দাবি, 'স্বর্পনা নিজের ইচ্ছায় বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও ওকে ফিরিয়ে আনতে ফাঁসিদেওয়ায় শ্বশুরবাড়িতে যাই। সেখানে মারধর করা হয়।'

খড়িবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'আগে একটি বধূ নির্যাতনের মামলা হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।'

টুকরো খবর

জেরায় স্বীকার

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : ভাইকে শাসন করতে গিয়েই নাকি অতিরিক্ত মারধর করে ফেলেছিল দাদা। শনিবার রাতে ভাইকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া সুরজ পোদ্দার পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে একথাই বলেছে। সুরজের ভাই গোপাল পোদ্দার মদের নেশা করে প্রায়ই বাড়ি ফিরে ঝামেলা করত বলে অভিযোগ। শনিবারও বাড়িতে ঝামেলা করে সে। নেশাগ্রস্ত ভাইকে সাজা দিতেই নাকি মারধর করেছিল দাদা।

মহিলার মৃত্যু

চোপড়া, ১৮ মার্চ : গত ১৪ মার্চ থেকে হাসপাতালে ভর্তি থাকার পর এক মহিলার মৃত্যু হল মঙ্গলবার। মৃতের নাম গুলজাহান খাতুন (২৩)। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, গত ১৪ মার্চ বিষক্রিয়ায় অসুস্থ হয়ে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় গুলজাহানকে। মঙ্গলবার সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মেয়ের মৃত্যুর পর তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতার বাপের বাড়ির লোকজন।

মাদক উদ্ধার

বাগডোগরা, ১৮ মার্চ : গতকালের পর মঙ্গলবার ফের বাগডোগরা থানার পুলিশ সাদা পোশাকে ১০৩ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করেছে। সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দুই পাচারকারীকে। ধৃতদের নাম তসলিমা খাতুন, বাড়ি নকশালবাড়ি তোতারামজোতে এবং এবং মহম্মদ আনসারুল, বাড়ি ফাঁসিদেওয়ার বুধারুগাঁওতে।

বাগান খুলছে

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : কর্মী অসন্তোষের জেরে ১৩ দিন বন্ধ থাকার পর বুধবার থেকে খুলতে চলেছে সুখিয়াপোখরির নাগরিফার্ম চা বাগান। দৈনিক মজুরি নিয়ে তৈরি সমস্যার জেরে গত ৫ মার্চ মালিকপক্ষ বাগান বন্ধ করে দেয়। বাগান খোলার বিষয়ে মঙ্গলবার দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে বাগান খোলার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

পরিদর্শন

চোপড়া, ১৮ মার্চ : অবৈধভাবে নদীতে খাদান তৈরি করে বালি পাচারের অভিযোগ উঠতেই পদক্ষেপ করল ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর ও জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার জেলা প্রশাসন ও ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিকদের একটি দল পুলিশের উপস্থিতিতে চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ এলাকায় মহানন্দা নদীর বালি খাদান পরিদর্শন করেন।

ঝামেলা

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : মঙ্গলবার ইদের স্টল তৈরি করাকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষ ঝামেলায় জড়াল ভেনাস মোড়ে। প্রকাশ্য রাস্তায় দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি বাড়তে থানায় শিলিগুড়ি থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এলাকায় হাজির হয়। আসেন শিলিগুড়ি থানার আইসিও। পরিস্থিতি কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণে না আসায় এরপর লাঠি উঁচিয়ে দুই পক্ষকে সরানো হয়।

হোর্ডিংয়ে উদ্বেগ

হাওয়ায় উড়ছে ছেঁড়া ফ্লেক্স। শিলিগুড়িতে মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

উড়ছে ফ্লেক্স, বাড়ছে বিপদ

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : সন্ধেবেলায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস উড়ালপুলের ওপর দিয়ে বাইক চালিয়ে যাচ্ছিলেন এক ব্যক্তি। এমন সময় হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে। সেই হাওয়ায় উড়ে আসা একটি ফ্লেক্স গিয়ে লাগে তাঁর মুখে। কয়েক সেকেন্ডের জন্য বাইক নিয়ে বেসামাল হয়ে পড়েন তিনি।

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে সামনের চারচাকা গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে যেত বাইকটির। ঘটনার আকস্মিকতা কাটিয়ে রাস্তার একপাশে বাইক দাঁড় করিয়ে নামলেন ওই ব্যক্তি। 'বড় বিপদ ঘটতে পারত', শঙ্কা প্রকাশ করলেন আশপাশে থাকা মানুষ। কেউ বলে উঠলেন, 'এটা ভীষণ ভয়ের কারণ। জোরে হাওয়া ছাড়লেই ফ্লেক্স এবং হোর্ডিংগুলো যেভাবে নড়তে থাকে, যখন তখন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।' এরপর আশপাশে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে চললেন সবাই।

চৈত্রের শুরুতে ঝোড়ো হাওয়ার দাপট। গাছের পাতা থেকে ধুলোবালি উড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। সেসবে অবশ্য খুব বড় ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা নেই। বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকে যাওয়া শহরের দুশ্চিন্তা, নানা আকারের ফ্লেক্স আর হোর্ডিং নিয়ে। মূল সড়ক থেকে অলিগলি, সর্বত্র সেগুলোর উপস্থিতি। ঝোড়ো হাওয়ায় নড়তে শুরু করে বিপজ্জনকভাবে। হালকাভাবে বাধা ফ্লেক্স খুলে উড়ে যায় বাতাসের সঙ্গে। সেজন্য গাড়ি, বাইক কিংবা স্কুটার চালাতে হচ্ছে অতি সাবধানে। হেঁটে চলা যে সম্পূর্ণ নিরাপদ, তা নয়। ভারী হোর্ডিং খুলে মাথায় পড়লে গুরুতর চোট লাগতে পারে।

হাসমি চক, বিধান রোড, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস উড়ালপুল এবং সেবক মোড় সহ শহরের একাধিক জায়গায় দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করলেই দেখা যাবে, অর্ধেক ছিঁড়ে বা ঝুলে রয়েছে ফ্লেক্স ও ব্যানার। কয়েকটি ছিঁড়ে পড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে নীচে। এদিন হাসমি চকে স্কুটার নিয়ে যাওয়ার সময় অনির্বাণ দাসের সামনে এসে পড়ে একটি ফ্লেক্স। গাড়ি থামিয়ে তিনি বলেন, 'আর একটু হলেই চোখে-মুখে লাগত। প্রশাসনের অবিলম্বে বিষয়টি দেখা উচিত। ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

এব্যাপারে শিলিগুড়ি পুরনিগমের বিজ্ঞাপন বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশ প্রসাদের আশ্বাস, গুরুত্ব সহকারে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হবে। এধরনের ঘটনা ঘটলে প্রয়োজনে ফ্লেক্সগুলো খুলে নেওয়া হতে পারে।

কী আশঙ্কা
- বিজ্ঞাপনে মুখ ঢেকে যাওয়া শহরের দুশ্চিন্তা নানা আকারের ফ্লেক্স আর হোর্ডিং নিয়ে
- মূল সড়ক থেকে অলিগলি, সর্বত্র সেগুলোর উপস্থিতি
- ঝোড়ো হাওয়ায় নড়তে শুরু করে বিপজ্জনকভাবে
- অর্ধেক ছিঁড়ে বা ঝুলে রয়েছে ফ্লেক্স ও ব্যানার
- ভারী হোর্ডিং খুলে মাথায় পড়লে গুরুতর চোট লাগতে পারে

বাড়িতে আগুন

ইসলামপুর, ১৮ মার্চ : অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হল বেশ কয়েকটি বাড়ি। ঘটনায় এক নাবালিকাও আহত। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর ব্লকের আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটপোখর এলাকায়। জানা গিয়েছে, রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে ঘটনাটি ঘটেছে। ঘটনায় পাঁচটি পরিবারের ঘরবাড়ি সম্পূর্ণভাবে এবং আরও দুটি বাড়ি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানান স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জাকির হোসেন। আহত নাবালিকার চিকিৎসা করা হয়েছে। প্রথমে স্থানীয় লোকজন আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও পরে ইসলামপুর দমকলকেন্দ্রের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

বৈঠক

বাগডোগরা, ১৮ মার্চ : ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক পর্যালোচনা বৈঠক মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল মাটিগাড়ার সিএডিসি সেমিনার হলে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সিএডিসির ডেপুটি প্রোজেক্ট ডিরেক্টর মহম্মদ মুস্তাক হুসেন। উপস্থিত ছিলেন আশাকর্মী, স্বনির্ভর দলের সদস্য সহ অন্যরা। তাঁদের সামনে সংস্থার বিভিন্ন কর্মসূচির কথা তুলে ধরা হয়।

গাছের শুকনো ডাল, পাতা জড়ো করে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে।

চক্রান্তের গন্ধ, সতর্ক বন দপ্তর

পাহাড়ের চা বাগানে ফের আগুন

রণজিৎ ঘোষ ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : ফের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল পাহাড়ের চা বাগানে। মঙ্গলবার ভোরে কার্সিয়াংয়ের লংভিউ চা বাগানে বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে নষ্ট হয়ে যায় প্রচুর চা গাছ। আগুন এতটাই দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে যে চা বাগানের আশপাশের এলাকার বাসিন্দারা আতঙ্কে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসেন। কার্সিয়াং ও শিলিগুড়ি থেকে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকে। এদিকে, পুজোর আগে থেকে বন্ধ লংভিউ চা বাগানের অচলাবস্থা নিয়ে বুধবার শিলিগুড়ির স্টেট গেস্টহাউসে বৈঠক রয়েছে। তার আগে এমন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছেন অনেকে। এলাকার অনেকেই মনে করছেন, চক্রান্ত করে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। শ্রমিকদের বকেয়া মিটিয়ে ফের বাগান চালু করতে বুধবারের বৈঠকে এই ঘটনা প্রভাব ফেলতে পারে বলেও মনে করছেন অনেকে।

গত কয়েকদিন ধরে পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে বনাঞ্চল এবং চা বাগানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে। সেবকের বনাঞ্চল, দার্জিলিংয়ের পর্যটনস্থল মাঝিটার, সিংতাম চা বাগান ও মহানদীর পর মঙ্গলবার লংভিউ চা বাগানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। পাহাড়ের বিভিন্ন প্রান্তে এভাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে প্রশাসনিক মহলে। কীভাবে আগুন লাগল তা তদন্ত করে দেখছে প্রশাসন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় কন্ট্রোল ফায়ার কর্মসূচির পাশাপাশি বেশকিছু প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বন দপ্তর থেকে।

এদিন ভোরে বাগানের শ্রমিক লাইন থেকে প্রথম আগুন দেখে শ্রমিকরা চিৎকার শুরু করেন। আগুন দ্রুত বাগানের বিভিন্ন দিকে থাকা ছায়াগাছ এবং চা গাছগুলিকে গ্রাস করে নেয়।

এদিকে, এভাবে দিনের পর দিন বনাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বন দপ্তরকে পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। তারপরেই বন দপ্তর প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করেছে। বন দপ্তরের কার্সিয়াংয়ের রেঞ্জ অফিসার সম্বার্ত সাধু বলেন, 'কন্ট্রোল ফায়ার ব্যবস্থার মাধ্যমে ছোট ছোট জায়গায় সমস্ত শুকনো গাছের ডাল, পাতা জড়ো করে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি ফরেস্ট লাইন তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এতে আগুন লাগলেও তা বেশি দূর ছড়াতে পারবে না।'

পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে বন দপ্তর। সুকনার রেঞ্জ অফিসার দীপক রাসেইলি জানিয়েছেন, 'আমরা সব সময়ে সতর্ক রয়েছি। অগ্নিনির্বাপণ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলা হচ্ছে। বনে যাতে কেউ আগুন লাগাতে না পারে, সেদিকেও সবসময় নজর রাখা হচ্ছে।'

মজার ছলে পড়াশোনা জিআরপি'র পাঠশালায়

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলাচ্ছে পড়াশোনার ধরন। এসেছে নানা অ্যাপ, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম। কিন্তু সেসব থেকে যোজন দূরে গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি)-এর উদ্যোগে আয়োজিত ক্লাসেই যেন মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায় জ্যোতি পাসোয়ান, অবিনাশ শা-র মতো খুদে পড়ুয়ারা। প্রতি রবিবার শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের জিআরপি দপ্তরে কর্মী-আধিকারিকরা তাদের পড়ান। বকুনি তো নয়ই, বরং ক্লাসে জোটে উপহার। সেকারণে পড়ুয়ারা সারা সপ্তাহের অপেক্ষায় থাকে। শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে জিআরপি। শিলিগুড়ির এসআরপি কুঁয়রভূষণ সিংয়ের কথায়, 'আমরা বাচ্চাদের মধ্যে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ তৈরির চেষ্টা করছি। পাশাপাশি ওদের মনোবল বৃদ্ধিরও চেষ্টা করি আমরা। আয়োজন করা হয় পিকনিকও। পড়াশোনার মধ্যে ওরা যাতে আনন্দ খুঁজে পায়, সেদিকেও খেয়াল রাখি।'

> ক্লাসে আসার জন্য আমরা সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকি। স্যারেরা এত ভালো করে পড়ান যে মন ভালো হয়ে যায়। আমরাও একদিন এই স্যর-ম্যামদের মতো হব।
>
> **শিলা প্রসাদ** *পড়ুয়া*

জ্যোতি তৃতীয়, অবিনাশ চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া। প্রতি রবিবার সকালে তাদের মতো প্রায় ১৫-২০ জন খুদে টাউন স্টেশনে জিআরপি-র দপ্তরে পড়তে আসে। ক্লাসে শিক্ষকের ভূমিকায় থাকেন খাকি উর্দি পরা জিআরপি কর্মী-আধিকারিকরা। নিজেদের ডিউটির ফাঁকে ফাঁকে তাঁরা ক্লাস নেন। স্টেশন সংলগ্ন বস্তি এলাকার নিম্নবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবেই তাঁদের এমন উদ্যোগ। আর ইংরেজি, অঙ্কের মতো খটোমটো বিষয়ের পড়া মজার ছলে বুঝতে পেরে আনন্দ পায় জ্যোতিরাও।

প্রতি রবিবার এমনই ছবি দেখা যায় শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের জিআরপি'র অফিসে। -সংবাদচিত্র

পড়ুয়াদের বই, খাতা, পেন্সিল, কলম, ব্যাগ সহ নানা সামগ্রীও দেওয়া হয় জিআরপির তরফে। সৃজনশীল সত্তার বিকাশে ক্লাসে শেখানো হয় ছবি আঁকা। বাগরাকোটের খুদে পড়ুয়া শিলা প্রসাদ বলে, 'ক্লাসে আসার জন্য আমরা সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকি। স্যারেরা এত ভালো করে পড়ান যে মন ভালো হয়ে যায়। আমরাও একদিন এই স্যর-ম্যামদের মতো হব।' জ্যোতির কথায়, 'স্যারেরা আমাদের কখনও বই, আবার কখনও পেন্সিল বক্স, ব্যাগ উপহার দেন। পড়া খুব ভালো করে বুঝিয়ে দেন।'

জিআরপির এক সাব-ইনস্পেকটর বললেন, 'ওদের সঙ্গে থাকতে, পড়াতে ভালো লাগে। টাউন স্টেশন সংলগ্ন বস্তি এলাকার বাচ্চারাই মূলত এখানে আসে। কাঁধে ব্যাগ, মুখে হাসি নিয়ে রবিবার সকাল দশটায় চলে আসে ওরা। খুব উৎসাহ ওদের।' রাজু শা নামে এক অভিভাবকের কথায়, 'আমাদের অত টাকা কোথায় যে স্কুলের পাশাপাশি টিউশনের খরচ জোগাব। এই স্যর, ম্যামরা যা করছেন, তাতে আমরা ভীষণ খুশি।'

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৯৮ সংখ্যা, বুধবার, ৫ চৈত্র ১৪৩১

প্রশ্নে মানবিকতা

কেউ বিপদে পড়লে চারপাশের মানুষের এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা যেন ভয়ংকর হয়ে উঠছে ক্রমশ। উটকো ঝামেলা মনে করা হচ্ছে পাশের মানুষের বিপন্নতাকে। গত তিনদিনে তিনটি ঘটনা যে কোনও শুভবুদ্ধির মানুষের চেতনায় আঘাত আনতে বাধ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া'র বিপরীতে কোন আঁধারের পথে চলেছে মানুষ? ভূপেন হাজারিকার সেই কালজয়ী গানের ভাষা 'মানুষ মানুষের জন্য'র যেন বিস্মরণ ঘটেছে আজকের সমাজে।

ঘটনা তিনটি জেনে নেওয়া যাক। তার মধ্যে দুটি কাণ্ড উত্তরবঙ্গের। শিলিগুড়ির। উত্তরবঙ্গে রং খেলার পরদিন শিলিগুড়ির ৫ নম্বর ওয়ার্ডে প্রকাশ্যে খুন হলেন একজন। তাঁকে প্রথমে পিটিয়ে, পরে ভারী কিছু আঘাত করে মেরে ফেলায় অভিযুক্ত তাঁর দাদা। এক মায়ের পেটের ভাই। তাঁদের পরিবারটি তো বটেই, শিলিগুড়ি শহরের ওপর একটি গোটা পাড়া দাঁড়িয়ে দেখল প্রকাশ্যে এই হত্যাকাণ্ড। বাধা দিতে এগিয়ে আসা পরের কথা, কেউ মৃদু প্রতিবাদ পর্যন্ত জানাননি।

দ্বিতীয় ঘটনাটি উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায়। ট্রেনে অচৈতন্য এক বৃদ্ধাকে পাঁজাকোলা করে স্টেশনে নামিয়েছিলেন তিন তরুণী। উদ্দেশ্য ছিল, প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত বহু মানুষের সাহায্য নিয়ে বৃদ্ধাকে নিকটবর্তী কোনও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই বৃদ্ধার, সেই সহৃদয় তরুণী তিনজনেরও। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে তাঁরা অনেক কাকুতিমিনতি, অনুরোধ করলেও কেউ সাড়া দেননি। এমনকি রেল পুলিশও নয়। শেষপর্যন্ত ওই তিনজনই কোনওরকমে বৃদ্ধাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন।

ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। বৃদ্ধাকে মৃত ঘোষণা করেছিলেন চিকিৎসক। অচেনা এক বৃদ্ধার জন্য পরস্পরের অপরিচিত তিন তরুণী যা করলেন, তা সামান্য স্পর্শ করল না স্টেশনে উপস্থিত বহু মানুষের একজনকেও। তৃতীয় ঘটনাটি ফের শিলিগুড়িতে। যে শহরকে উত্তরবঙ্গের অঘোষিত রাজধানী বলে গর্ব করা হয়। এমনকি রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীর প্রস্তাব ওঠে যে শহরকে ঘিরে। সেই শহর দেখল অমানবিকতার যন্ত্রণাক্লিষ্ট ছবি।

সেবকগামী জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় পড়ে রক্তাক্ত হয়েছিলেন এক তরুণ। পথে পড়ে থাকলেও সেখানে উপস্থিত ফোর লেনের নির্মাণকর্মীরা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া দূরের কথা, তরুণটির কাছে পর্যন্ত যাননি। এলাকার এক তরুণ ছুটে এলেও কেউ তাঁর পাশে দাঁড়ায়নি। পুলিশকে ফোন করেও তিনি তেমন সাড়া পাননি। হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলে দায় সেরেছিল পুলিশ। শেষপর্যন্ত এক সেনাকর্মীর সহায়তায় হাসপাতালে নিয়ে গেলেও আহত তরুণটির পরিণতি হয়েছিল হাবড়ার সেই বৃদ্ধার মতো।

মানুষের পাশে দাঁড়াতে ভুলে যাচ্ছি আমরা। সমাজবদ্ধ জীবের সংজ্ঞা থেকে ক্রমশ সরছে মানুষ। এ এক ভয়াবহ সমস্যা। কোনও হাতি গর্তে বা নালায় পড়লে তাকে উদ্ধারে অন্য হাতিদের আকুতির নানা ছবির সঙ্গে আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষ পরিচিত। এমনকি, দলের কোনও হাতি মারা গেলে তাকে ঘিরে হাতির পালের শোক প্রকাশের ছবিও উত্তরবঙ্গে প্রায়ই দেখা যায়।

বন্যপ্রাণী যে সহৃদয়তা দেখাতে পারে, মানুষ তা পারছে না। এর চেয়ে মর্মান্তিক, দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে! সব মানুষের মধ্যে একধরনের বিপন্নতা বোধ কাজ করছে বলেই সম্ভবত অন্যের আপদে-বিপদে পিছিয়ে থাকার এই নিন্দনীয় প্রবণতা এত জাঁকিয়ে বসছে। অন্যের পাশে না দাঁড়ানোর এই মানসিকতা তৈরির পিছনে বিভিন্ন কারণ লক্ষ করা যাচ্ছে।

প্রথমত, দুর্ঘটনা বা অচেনা কারও অসুস্থতার ক্ষেত্রে এগিয়ে গেলে পরে পুলিশি তদন্ত হলে সহযোগিতা করার প্রশ্ন আসে। অনেকে থানা-পুলিশ এড়িয়ে চলতে চান। দ্বিতীয়ত, ঘটনায় রাজনীতির ছোঁয়া থাকলে সেখান থেকে অনেকে শতহস্ত দূরে থাকাকে শ্রেয় মনে করেন। এই সমস্যা সমাধানে পুলিশকেও তদন্তে অনেক সহৃদয় হতে হবে। যিনি কারও বিপদে পাশে দাঁড়ালেন, তিনি যেন হয়রান করা হচ্ছে, মনে না করেন। তবে সার্বিকভাবে অন্যের পাশে না দাঁড়ানো একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

হরি হে! তুমিই মাধব

নাট্যমঞ্চে একইসঙ্গে তিন ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-উৎপল দত্ত-বিজন ভট্টাচার্যের সার্থক উত্তরসূরি সদ্য প্রয়াত হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। এত ভাষাবৈচিত্র্যে বিজনের পরে হরিমাধবই একমাত্র নাট্যকার।

অতনু গঙ্গোপাধ্যায়

বাবা নীলকান্ত মুখোপাধ্যায় কীর্তন গাইয়ে। গানটাও কিছুদিন শিখেছিলেন নাটকের জন্য। নাটকের জন্য শিখেছিলেন গানের নোটেশন নেওয়া, মঞ্চ সজ্জার প্রকরণ, মেকআপ, পোশাক- আরও অনেককিছুই। কলকাতা ছেড়ে এসেছিলেন নিজের শহরে নতুন আঙ্গিকের নাটককে দিনাজপুরের মাটিতে বোনার জন্য।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে নাটকের ভাষা পালটে গিয়েছে, তিনিই প্রথম দিনাজপুরিয়া বুঝতে পেরেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, নাটকের ভাষ্য বদল চাইছে মানুষ। কলকাতার ছাত্রজীবনে একটা সময় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্রের প্রচুর নাটক দেখেছেন। কলকাতার নাটক দেখার আবেশ এবং বাড়িতে কীর্তনের নাট্যসঞ্চার মুহূর্তের প্রভাব হয়তো হরিমাধববাবুর রক্তের অভ্যন্তরের নাটকের

স্মরণ/১

বিছন জাগ্রত হয়েছিল। এটা হয়তো সামগ্রিক ইমপ্যাক্ট।

তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায়ের জন্মস্থান দিনাজপুরের নাট্য আন্দোলনের ইতিহাসে একটি অভিধা ছিটকে এসেছিল বালুরঘাটে নাট্যকার মন্মথ রায়ের দেশাত্মবোধক নাটকের হাত ধরে। সেই রিলে রেসের ব্যাটনটা ১৯৬৯ সালেই হস্তান্তর হয়ে গেল ত্রিতীর্থের নাট্যকার, নাট্য নির্দেশক ও অভিনেতা হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের কাছে। প্রথম নাটক 'পুতুল খেলা'। নাটক দেখার ও অভিনয় করার দর্শক, অভিনেতাকে তিনি তুলে আনলেন সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। এমনকি রিকশাওয়ালাকেও তিনি নাটকে অভিনেতা বানিয়েছিলেন।

শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে ত্রিতীর্থের প্রতি আগ্রহ তৈরি হল। এর সঙ্গে যুক্ত হলেন বিভিন্ন জেলা থেকে চাকরিসূত্রে আসা অনেক মানুষ। চালচুলোহীন একটি ছন্নছাড়া দল প্রায় চারটি দশক বালুরঘাট থেকে কলকাতা নিত্যনতুন নাটক প্রদর্শন সঞ্চারের মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল হরিমাধবের হাত ধরে।

প্রথমদিকে ত্রিতীর্থ কলকাতায় অভিনীত নাটকগুলি করত। তারপর বুঝতে পারলেন নিজস্ব নাটক না হলে কোনও আইডেন্টিটি তৈরি হবে না। নাটককে বোঝার জন্য তখন শেক্সপিয়র, কামু, সার্ত্রে, ভয়েস্কার, বার্নার্ড শ' সহ যা পেলেন, তাই পড়েন। এবার শুরু হল নাটক লেখার কাজ। প্রথমে মহাশ্বেতা দেবীর জলের নাট্যরূপ, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের গল্প অবলম্বনে মন্ত্রশক্তি নাটকটি লেখেন। মন্ত্রশক্তি নাটকটি উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে লিখিত। নাটক পরিচালনা করার পাশাপাশি হরিমাধববাবু একাঙ্ক সহ প্রায় ষাটটি নাটক লিখেছেন। পরিচালনা করেছেন ত্রিতীর্থের প্রায় সব নাটকই। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য- দেবাংশী, জল, বিছন, দেবীগর্জন, মন্ত্রশুদ্ধি, তিন বিজ্ঞানী, গ্যালিলিও, মঞ্জরী আমের মঞ্জরী।

তাঁর নাটকের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে- তিনি একটি স্ট্রিমলাইনার গল্প বলতে ভালোবাসতেন। তাছাড়া গ্রামবাংলার জীবনকে দেখা ও পেশাগত জীবনে অধ্যাপনার সুবাদে তিনি শিক্ষক-ছাত্রের মধ্যে,

বালুরঘাটের সাধারণের মানুষের মধ্যে নিবিড় আড্ডার মাধ্যমে কমিউনিকেশন স্কিল তৈরি করেছিলেন। তাঁর নাটকের মূল প্রতিপাদ্য ছিল- শ্রেণিচেতনার দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক ব্যাধির বিরুদ্ধে দৃঢ় বক্তব্য। এছাড়া নাটকের মুখ্য ক্রমগুলিকে সাজালে দেখা যাবে, অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে রাজনৈতিক সচেতনতার দ্বন্দ্বের আখ্যান। নিজেও অভিনেতা হিসাবে খুবই বলিষ্ঠ ছিলেন। বাংলা নাটকের মঞ্চে একইসঙ্গে তিন ভূমিকায় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়-উৎপল দত্ত-বিজন ভট্টাচার্যের সার্থক উত্তরসূরি ছিলেন ত্রিতীর্থের হরিমাধব।

গল্পকার অভিজিৎ সেনের গল্প নিয়ে 'দেবাংশী' নাটকটি করেন। লৌকিক দেবতা বিষহরির ভরে একজন মানুষ দেবাংশী হয়ে যান। গ্রামের মানুষের সুখ-দুঃখের ভরসাস্থল সেই দেবাংশী। মানুষের মনের ভার লাঘব করতে করতে একসময়ে দেবাংশী নিজের দেবতার ভারকে নিজের থেকে ছিন্ন করেন। উত্তরবঙ্গের সাব-অল্টার্ন মানুষের লৌকিক জীবনের জলছবি এই নাটকটি সারা বাংলায় আদৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর নাটকটিকে পুরস্কৃত করে।

তিনি হিন্দিতে 'বিছন' নাটকটি অনুবাদ করেন। বিহারের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাকে এই হিন্দি নাটকে অনুসরণ করেন। হরিমাধবের পরিচালনায় জল, বিছন, দেবীগর্জন- এই নাটকগুলিতে শ্রেণি চরিত্রের সংঘাত এবং শেষে প্রান্তিক মানুষের জয় দেখিয়েছেন। আমার মনে হয়, হরিমাধব পরিচালিত নাটকে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব ছিল। সেকথা প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন।

তিনি শুধু বাংলা ভাষাতেই নাটক লেখেননি, রাজবংশী উপভাষায় জল, দেবাংশী, মন্ত্রশক্তি এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রক্তকরবী রাজবংশী উপভাষায় নাট্যরূপ দিয়ে অভিনয় করেন। সম্ভবত বাংলা নাটক রচনায় এত ভাষাবৈচিত্র্যে বিজন ভট্টাচার্যর পরে হরিমাধবই একমাত্র নাট্যকার।

মধ্যবিত্ত মানুষের ক্রাইসিস নিয়ে অনিকেত নাটকটি লেখেন ও নির্দেশনাও দেন। তাঁর কিছু আত্মকথন ও সাক্ষাৎকার দেখে মনে হয়েছে, তিনি সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে নাট্য উপাদান তুলে এনেছেন। নাটককে কখনোই জটিল ফর্মেশন বা শিল্পের ঘূর্ণনের আবর্তে এক্সপেরিমেন্ট করেননি। তাঁর ভাষায়, 'যে নাটকটা আমি জানি না, বুঝি না, যেটাতে আমার অভিজ্ঞতা নেই, সেটা আমার করা উচিত নয়। আমি কেবলমাত্র আমার অভিজ্ঞতাকে মেলে ধরতে পারি।' সেইজন্যই দ্বান্দ্বিক সরল নিয়মের নাটককে নিয়েও একটি অত্যন্ত শৃঙ্খলাপরায়ণ ও নাট্যপ্রাণ দল গড়ে বালুরঘাট এবং জেলা ছাড়িয়ে বাংলার নাট্যজগতে ত্রিতীর্থের অভিঘাতকে স্পষ্ট করে তুলতে একমাত্র হরিমাধবই পেরেছিলেন।

দক্ষিণ দিনাজপুরের নাট্য আন্দোলনের হরিমাধবের প্রভাবে ও বৈপরীত্যে অনেক সহায়ক নাট্যদল গড়ে ওঠে। নাটকের জগতে অবদানের জন্য তিনি দিশারি, সংগীত-নাটক অ্যাকাডেমি সহ প্রচুর পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর প্রায় পঞ্চান্ন বছর সক্রিয় নাট্যচর্চার ফসলে বালুরঘাটবাসীরা বাংলার যে কোনও সাংস্কৃতিক মহলে কিঞ্চিৎ বেশিই সমাদর পান।

যখন খবর এল, হরিমাধব আর নেই, সোশ্যাল মিডিয়াজুড়ে তাঁর হাসিমুখ ছবি আর ছবি। সবাই স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছেন, কারণ ত্রিতীর্থের নাটক না দেখে বড় হয়নি এমন তরুণ-তরুণীরা আজ মধ্যবয়সি। বালুরঘাটে এসে নাটক করে গিয়েছে দেশের সব প্রান্তের নাট্যদল। সবাই একবার হলেও ছুঁয়ে গিয়েছেন হরিমাধবকে।

হরিমাধব চলে যাওয়ায় চিত্তহরণ করার মাধব অর্থাৎ মধু যে আজ ফুরিয়ে গেল। বালুরঘাটের নাট্যমৌচাকের মৌতাত আর কি জমবে? হরিমাধব যে সময়ে চলে গেলেন, তখন নাট্যশিল্প বিপন্ন। এবং অনেক পারিপার্শ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। ত্রিতীর্থের গোবিন্দ অঙ্গনে আবার হয়তো নতুন নাটকের মহলা জমবে, কিন্তু সন্ধের মহলায় সেই শালপ্রাংশু মানুষটি এসে নবীন অভিনেতার কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়াবেন না।

ত্রিভুজের তিন বাহুকে একটি অমানুষিক দক্ষতায়, নাট্যকার-নির্দেশক-অভিনেতার তিনটে তীর্থকে একই তানে একই সুরে বেঁধে রেখেছিলেন যে মানুষটি, তিনিও আজ পর্দার ওপারে।

বাংলা নাট্যজগতের ইতিহাস একসময়ে বলবে, তারকাসমৃদ্ধ কলকাতার পাশাপাশি উত্তরেও কিছু তারা ছিল।

(লেখক বালুরঘাটের প্রাবন্ধিক, নাট্যসমালোচক)

বলতেন, মঞ্চে অভিনয়ে ভুল হলে ক্ষমা নেই

দুর্গাশঙ্কর সাহা

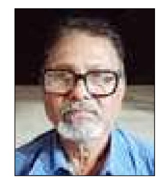

স্কুল জীবনে আমার ইংরেজির শিক্ষক ছিলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীতে নাটকের মঞ্চে স্নেহের মাধ্যমে তিনি 'স্যর' থেকে হয়ে উঠেছিলেন প্রিয় 'মাধবদা'।

১৯৭২ সালে তাঁর দেবীগর্জন নাটক দেখলাম। সবাই বলাবলি করছিল অসাধারণ নাটক। নাটক দেখেই তাঁর প্রতি অন্য দৃষ্টিকোণ তৈরি হল। সেই সময় আমার একটি অর্কেস্ট্রা দল ছিল বালুরঘাটে। একটি নাটকের আবহসংগীতের জন্য তিনি আমার কাছে এসেছিলেন। তখন সিন্থেসাইজার সহ একাধিক সরঞ্জাম ছিল আমার কাছে। তারপরেই তাঁর সঙ্গে দীর্ঘ পথ চলা।

একটি শো-তে এক অভিনেতা

স্মরণ/২

অনুপস্থিত। আমাকে উইগ পরিয়ে মাধবদা স্টেজে নামিয়ে দেন। মঞ্চের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত আমাকে ডায়ালগ বলে যেতে হবে। তৎক্ষণাৎ তিনি তা আমাকে শিখিয়ে দিলেন। পরে দেবাংশী নাটকে আমি আবহে ঢাক বাজাতাম। সেখানে মাধবদার দয়ায় অভিনয় করেছি।

মঞ্চে অভিনয়ের ক্ষেত্রে কাউকে রেয়াত করতেন না তিনি। তিনি বলতেন, মঞ্চে অভিনয়ে ভুল করলে ক্ষমা নেই। একবার বহরমপুরে দেবীগর্জন নাটকে এক অভিনেতার ধাক্কা লাগায় আমার ঢাক বাজানোর ত্রুটি হয়। নাটক চললেও সেই দিকটিও নজর করেছিলেন মাধবদা। ভয়ে গ্রিনরুমের পেছনে একটি গাছের নীচে লুকিয়ে ছিলাম। সেই নাটকে আমার অভিনয়ও ছিল। তাই মঞ্চে উঠে নিজের অংশ করি। গ্রিনরুমে ফিরতেই আমাকে সজোরে চড় মেরেছিলেন মাধবদা। পরে আমার দোষ ছিল না জেনে পিতৃস্নেহে জড়িয়ে ধরেন।

২০০১ সাল নাগাদ মাধবদা চাকরি থেকে অবসরের পরে একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। বলতেন, নাটক আর ভালো লাগছে না। কিছুই ভালো লাগছে না। কেমন যেন চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁকে সকাল-সন্ধ্যা হাঁটাতে নিয়ে যেতাম। ক্রমশ আবার পুরোনো উদ্যমে ফেরেন তিনি।

বালুরঘাট কলেজে অধ্যাপক তথা নাট্যকার নির্মলেন্দু তালুকদার ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। নির্মলেন্দুদা মারা যাওয়ার দু'মাস পরেই তিনি যেন বন্ধুর হাত ধরে চলে গেলেন। আমরা তাঁদের বলতাম হরিহর আত্মা।

সংস্থার প্রত্যেক সদস্যের যেন তিনি পরিবার, একজন অভিভাবক। তাঁকে বহুমুখী প্রতিভায় দেখেছি। মঞ্চসজ্জা, আলো, আবহ এমনকি মেকআপেও তিনি ছিলেন প্রখর। তিনি আমাদের নিয়মানুবর্তিতা ও সময়ানুবর্তিতা শিখিয়েছেন। নাটকে চরিত্র গঠন হয়। এখানে কোনও আপস নয়, তিনি সবসময় বলতেন।

(লেখক হরিমাধবের ত্রিতীর্থ নাট্য সংস্থার বর্তমান সম্পাদক)

অনুলিখন : পঙ্কজ মহন্ত

জনমন জনমত

এক ট্র্যাজিক হিরো

নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট টিমের একসময়ের ক্যাপ্টেন, বর্তমান টিমের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ কেন উইলিয়ামসনের জীবনকাহিনীর সঙ্গে কর্ণের অভিশপ্ত জীবনের মিল খুঁজে পাই। কেন উইলিয়ামসন দীর্ঘ ক্রিকেট জীবনে অনেক সফল

ইনিংস তাঁর দেশকে উপহার দিয়েছেন, হয়েছেন অনেক বড় বড় ম্যাচ জেতার কান্ডারি। বেশিরভাগ বিশ্বমানের খেলার ফাইনাল বা সেমিফাইনাল খেলার সময় তাঁর ব্যাট অদৃশ্য অভিশাপের কারণে জ্বলে ওঠার আগেই যেন নিভে যায়। এ ঘটনা আমরা বারবার প্রত্যক্ষ করেছি।

যদিও এবার প্রতিপক্ষ দেশ আমার ভারত ছিল, তাই জানতাম আমরাই জিতব। তবুও ভালোকে তো ভালো বলতেই হবে। সেই অর্থে এই ভদ্রলোককে আমি ভীষণভাবে শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি। ক্রিকেট মাঠে যখন দু'দলের ক্রিকেট টিমের প্লেয়ারদের মধ্যে স্লেজিংটা একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় কেন উইলিয়ামসনের মতো একজন নম্র, ভদ্র, স্মিত হাসির মানুষটির শরীরী ভাষা যেন আমাদের বলে দেয় ক্রিকেটটা একটা খেলা, কোনও যুদ্ধক্ষেত্র নয়। তাই তো তিনি ২০১৯ সালের বিশ্বকাপের ফাইনালে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে হারটাকেও হাসিমুখেই মেনে নিয়েছেন। যদিও সেই ফাইনালে আম্পায়ারের বিতর্কিত সিদ্ধান্তে নিউজিল্যান্ডের সেই হারটাকে আমার মতো অনেকেই আজও মানতে পারেন না।

ক্রিকেট ভক্তদের মনে সদা বিরাজ করবেন একজন নায়ক হিসেবেই, তা তিনি যতই ট্র্যাজিক চরিত্র হন না কেন!

পিয়ালী চক্রবর্তী ব্যানার্জি
খাগড়াবাড়ি রোড, কোচবিহার।

শাহজাহানের দিন শেষ, লালকেল্লাটা জ্বালিয়ে দাও

সকালবেলায় ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একসময় সাইকেল চালাতে চালাতে ঘুরে বেড়াতেন বালুরঘাট শহরের পথঘাট, বাজার, নদীর তীর, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে।

কৌশিকরঞ্জন খাঁ

শহরের স্ট্রিট লাইটগুলো এক পলকের জন্য কেঁপে উঠেছিল কি কোনও নক্ষত্র পতনের নীরবতায়? বসন্তের সমীরণ লুটিয়ে পড়েছিল বুঝি মাটির শয্যায়! সমস্ত নিশাচর পাখিদের স্লোগান থেমে গিয়েছিল সহসা যেন! আসলে হরিমাধব মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় শহর বালুরঘাটে তখন তাঁর মৃত্যুসংবাদ এসে পৌঁছোচ্ছিল নানা মাধ্যম দিয়ে নানা মানুষের কাছে। তিনি নেই-একথা বিশ্বাস করতে বালুরঘাটের কষ্ট হবে। বাংলার সমস্ত নাট্যজগৎ এই সংবাদ মেনে নিয়ে কষ্ট পাবে। প্রত্যেক খেলার একটা নিয়ম থাকে। জীবনেরও মৃত্যুর অভ্যাস থাকে।

একদিন তাঁর ঘরে বসে আছি তাঁরই অপেক্ষায়। তিনি এলেন সাধুসন্তদের মতো ধুতি জড়িয়ে, গায়ে ছাই রঙা পাঞ্জাবি। 'তোমরা এসেছ, ভালো লাগল, এখন তো আর কেউই আসে না।' তিনি বললেন তাঁর বেদনাবিধুর প্রথম বাক্যটি। কথাটিকে মনে হয়েছিল, এক জীবনের খাতে বয়ে শেষ হয়ে যাওয়া মোহনায় ছুটে চলা নদীর অশরীরী সংলাপ। দেওয়ালে টাঙানো ছিল শম্ভু মিত্রের ছবি। সেই ছবির সঙ্গে নীরব কথোপকথনের মতো নীরবতায় ছেয়ে দিচ্ছিল সেই মুহূর্তগুলি। হরিমাধব যেন নিজেকে মেনে নিতে পারছিলেন না সৃজন অক্ষম এক জীবিত মানুষ হিসেবে।

শহর ছেড়ে, তাঁর নাটকের মঞ্চ ছেড়ে তিনি যখন চলে যাচ্ছেন বহুদূর এক অমর্ত্যলোকে, তখন এই শহরের পথঘাট তাঁর ভূমিপুত্রকে মনে রাখবেন একজন আবহমান কালের ঋজুদেহী সাইকেল আরোহী নাট্যকার হিসেবে। বহু মঞ্চ আলো করা মানুষটি, স্পটলাইটের কেন্দ্রে থাকা মানুষটি সকালবেলায় ঢিলেঢালা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে একসময় সাইকেল চালাতে চালাতে ঘুরে বেড়াতেন শহরের পথঘাট, বাজার, নদীর তীর, বিস্তীর্ণ কোনও প্রান্তরে। শহরের পাখিদের মুখ থেকে সংলাপ লিখে নিয়ে মঞ্চে ছুড়ে দিতেন। কুশীলবদের মুখে সেসব অতিলৌকিক সংলাপ স্থায়ী ইতিহাস রচনা করে মহাকালের সময়ের স্রোতে লীন হয়ে গেল।

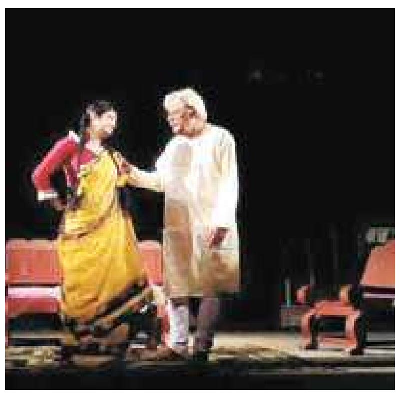

স্মরণ/৩

এক লিটল ম্যাগাজিন আয়োজিত 'আলাপচারিতায় হরিমাধব' অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন, 'কাম অন! অ্যাটাক মি' অর্থাৎ প্রশ্ন ছুড়ে আঘাত করো। এই হরিমাধবীয় ক্যারিশমায়, এই সহজাত স্মার্টনেস দিয়ে তিনি সারাজীবন মুগ্ধ করেছেন। এক সম্পাদকের মৃত্যুর পর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তিনি একদিন বলেছিলেন, "তিনি এতটাই সাবধানি ও পারফেক্ট যে, স্নানের সময় আজ পর্যন্ত হাত থেকে সাবান পড়ে যায়নি।" এই সহজ অথচ সুগভীর কথায় তিনি নাটকের মঞ্চ থেকেও দর্শকদের অভিভূত করেছেন।

অশীতিপর হরিমাধবের বুকে জমানো সব দুঃখ সেদিনের সাক্ষাৎপর্বে এক দীর্ঘস্থায়ী শূন্যতা সৃষ্টি করেছিল। সৃজনশীল মানুষ সারাজীবন সৃজনক্ষম থাকতে চান। কিন্তু সময় বড় নিষ্ঠুর। পরাক্রমশালী রাজাধিরাজকেও শূন্য করে দেয়। বালুরঘাট চকভবানী ঘোষপাড়ার নির্জন বাড়িটিতে সেদিন যেন করুণ সূর্যের এক মহাজাগতিক স্পটলাইট এসে পড়ছিল। আলো ম্লান হয়ে এসেছিল। সেই অনুজ্জ্বল আলোর প্রতিফলনে ভাস্বর হরিমাধব বলেছিলেন, 'আশি বছর উত্তীর্ণ এই জীবনটা বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর। শুধু বেঁচে থাকা আর জীবনটাকে অহেতুক টেনে নিয়ে যাওয়া।'

সৃজনশীল মানুষের মৃত্যু তো সেদিনই ঘটে যায়, যেদিন তাঁর আর নতুন কিছু করতে না পারার আক্ষেপ এসে জমা হয়। কোভিড পর্বের আগে শেষ নাটক করেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে 'বন্দুক'। তারপর তিনি আর মঞ্চে ওঠেননি, নাটক লেখেননি। ধীরে ধীরে নিজের হাতে গড়া প্রিয় 'ত্রিতীর্থ'তে যাওয়া কমতে শুরু করে। সেসব সোনার দিনগুলোতে ফিরতে ইচ্ছে হয় না? জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছিলেন, "মানুষ একটা সময় গ্রহণ করে, তারপর কাজ করে, শেষে সব কিছু ত্যাগ করে। আমি এখন জীবনের সেই ত্যাগ পর্যায়ে আছি।"

সব কিছু ছেড়ে দিচ্ছিলেন অথবা সব কিছু তাঁকে ছেড়ে দিয়ে নির্বান্ধব এক পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বুঝতে পারছিলেন, জীবনের প্রান্তবেলার অসহায়ত্বের কথা। তবু তিনি গভীর ভালোবাসায় বলেছিলেন, দাদার আকস্মিক মৃত্যুর পর বাবার আমলের নারায়ণশিলার পুজো করতে উনচল্লিশ বছর বয়সে বাড়িতে ফিরে আসেন কলকাতা থেকে। সেদিনের পর থেকে একটি দিনের জন্যও নারায়ণশিলার পুজো বন্ধ করেননি। তাঁর বয়স আর বাড়ির নারায়ণশিলার বয়স একই। আজ তিনি প্রয়াত হলেন। একাকী হয়ে পড়লেন তাঁর আরাধ্য নারায়ণ, এই মাটির পৃথিবীতে।

তবুও কোথাও না কোথাও আবার গড়ে উঠতে শুরু করবে নাটকের তীর্থ 'ত্রিতীর্থ'। হরিমাধব বিশ্বাস করতেন, "নাটকের কোনও কলকাতা, উত্তরবঙ্গ হয় না। ভালো নাটকও সব জায়গাতেই হয়। খারাপ নাটকও সব জায়গাতেই হয়।" শেষ বেল বেজে উঠল শেষে, পর্দা সরে গিয়েছে। স্পটলাইটের নীচে চিরপরিচিত হরিমাধব বলছেন, 'শাহজাহানের দিন শেষ! লালকেল্লাটা জ্বালিয়ে দাও।'

(লেখক সাহিত্যিক। বালুরঘাটের বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৯২

১	★	২		৩		★	৪
৫			★		★	★	
	★	★	৬		৭		
	★	৮		★		★	★
★	★		★	৯		★	১০
১১			১২		★	★	
	★	★		★	১৩		
	★	১৪				★	

পাশাপাশি : ২। চাঁদ ৫। বড় থালা ৬। ত্রিপুরি উপজাতির ভাষা, তিপরা, ত্রিপুরি ভাষা ৮। মনের মিল হওয়া ৯। নক্ষত্র, দেবীবিশেষ, চোখের মণি ১১। সমাপ্ত বা শেষ হয়েছে এমন, রূপান্তরিত ১৩। ব্যাধ, কিরাত,প্রাচীন জাতিবিশেষ ১৪। যাতে জরির বা তারের কারুকাজ আছে, কারুকার্য শোভিত।

উপর-নীচ : ১। বাগান, বাগিচা ২। পুত্র, তনয় ৩। ওড়িশার একটি শহর ৪। পাপ ৬। কতগুলো, গোটাকতক ৭। বড় নৌকাবিশেষ ৮। ঢোলজাতীয় প্রাচীন বাদ্যযন্ত্র ৯। বাবার ভাই, উত্তাপ ১০। যে কথা লোকের মুখে মুখে রটে যায়, ১১। পায়ে হেঁটে চলে যে, স্থল সেনা, পাইক ১২। ভারতের একটি ছোট পাহাড়ি রাজ্য ১৩। খাগড়া গাছ, বাণ,তির।

সমাধান ■ ৪০৯১

পাশাপাশি : ১। অনায়াস ৩। তম্বুরা ৫। কায়দাকানুন ৬। তনয়া ৭। হাপুস ৯। কাণ্ডকারখানা ১২। রসুল ১৩। জবজব।
উপর-নীচ : ১। অংশত ২। সদয় ৩। তরিকা ৪। রাজন ৫। কায়া ৭। হানা ৮। সদাশিব ৯। কাহার ১০। কাবিল ১১। খারিজ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সেবাশ্রয়ে অভিষেক

মঙ্গলবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের বিষ্ণুপুরের সেবাশ্রয় মেগা ক্যাম্প ঘুরে দেখলেন স্থানীয় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন।

ধৃত আরেক পড়ুয়া

১ মার্চের ঘটনায় মঙ্গলবার আরও এক পড়ুয়াকে গ্রেপ্তার করল যাদবপুর থানার পুলিশ। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রের নাম সৌপ্তিক চন্দ্র। শিক্ষাবন্ধু অফিসে আগুন লাগানোর অভিযোগ আছে তাঁর বিরুদ্ধে।

জামিন নয়

২০২২ সালে বেলডাঙ্গায় বিস্ফোরণের ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তের জামিনের আবেদন খারিজ হয় কোর্টে। এনআইআই-এর আইনজীবী অরুণকুমার মাইতি জামিনের বিরোধিতা করেন।

ডেপুটেশন

মঙ্গলবার শারীরশিক্ষা ও কর্মশিক্ষার চাকরিপ্রার্থীরা হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেলের কাছে মামলার শুনানি চেয়ে ডেপুটেশন জমা দিলেন। পুলিশের গাড়িতে চারজনকে হাইকোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়।

রং খেলায় মেতেছে ওরা। মঙ্গলবার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে। নদিয়ার একটি স্কুলে। - পিটিআই

মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে দেখা গেল একই বন্ধনীতে। এদিকে, ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে রামনবমীর মতো অনুষ্ঠানকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার।

‘একসঙ্গে কাজ করুন আপনারা’

দিলীপ-শুভেন্দুকে আর্জি পদ্ম বিধায়কদের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ মার্চ : নতুন ইনিংসের জন্য ‘প্রস্তুতি’ শুরু করে দিলেন দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার বিধানসভায় বিরোধী দলনেতার উপস্থিতিতে বিজেপি বিধায়করা একজোট হয়ে ২৬-এর বিধানসভা ভোটের লড়াইয়ে শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষকে একসঙ্গে কাজ করার আর্জি জানালেন। দলীয় বিধায়কদের সেই প্রস্তাবে মৃদু হেসে সম্মতির ইঙ্গিত দিলেও সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি দিলীপ। তবে বিধানসভার বাইরে এক প্রশ্নের জবাবে দিলীপ বলেছেন, রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে ‘দল কোনও দায়িত্ব দিলে তা গ্রহণ করার জন্য’ তিনি প্রস্তুত।

রাজ্য সভাপতির নাম নিয়ে সোমবার দিল্লিতে নাটকীয় পট পরিবর্তনের পর মঙ্গলবার বিধানসভায় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে দেখা গেল একই বন্ধনীতে। বিরোধী দলনেতার ডাকে সাড়া দিয়ে মঙ্গলবার বিধানসভায় গিয়েছিলেন দিলীপ। বিজেপি পরিষদীয় দলের দপ্তরে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান শুভেন্দু নিজেই। দিলীপকে পাশে রেখেই দল ও রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন শুভেন্দু। পরে দলীয় বিধায়কদের উদ্দেশে প্রায় ২৫ মিনিট ধরে ভাষণ দেন দিলীপ। দিলীপ বিধায়কদের উদ্দেশে বলেন, ‘২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে এখনই এলাকায় নিবিড় জনসংযোগ শুরু করুন। ২১-এ যাঁরা জিতে এসেছেন, তাঁদের ২৬-এও জিততে হবে। সবাইকে নিয়ে সংগঠনের কাজে হাত লাগান।’

> আমরা সবাই চাই দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারী একসঙ্গে কাজ করুন।
>
> **সত্যেন্দ্রনাথ রায়**
> *গঙ্গারামপুরের বিধায়ক*

দিলীপের এই ভোকাল টনিককেই বিজেপির দলীয় রাজনীতিতে নতুন বার্তা হিসেবেই মনে করছেন বিধায়করা। গঙ্গারামপুরের বিধায়ক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেন, ‘আমরা সবাই চাই দিলীপ ঘোষ ও শুভেন্দু অধিকারী একসঙ্গে কাজ করুন।’ পরে পরিষদীয় দলের একাধিক বিধায়কও জানিয়েছেন, এটা তাঁদের মনের কথা। তাঁরাও মনে করেন, দিলীপ দল ও সংগঠনের হাল ধরলে আর শুভেন্দু অধিকারীকে সামনে রেখে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে ২৬-এর বিধানসভা ভোটে বিজেপি নিশ্চিতভাবেই ভালো ফল করবে।

বিধানসভার বাইরে তাঁকে নিয়ে এই জল্পনায় ইন্ধন জুগিয়েছে দিলীপের মন্তব্যও। দিলীপ বলেছেন, ‘দু’বারের ইনিংস আমি শেষ করেছি। নতুন মুখ হবে কিনা জানি না। তবে যেই হোন, তাঁকে সবাইকে নিয়ে লড়াই করে বাংলার পরিবর্তন করতে হবে। এমন নেতাকেই আমরা রাজ্য সভাপতি করতে চাই।’

তিনি যে নতুন ইনিংস খেলার জন্য প্রস্তুত সেকথাও ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন দিলীপ। দিলীপের কথায়, ‘একজন খেলোয়াড় সব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকে। আমরা রাজনৈতিক কর্মী। রাজনীতিতে কখন কী পরিস্থিতি আসে তা কেউ জানে না। পার্টি কী দায়িত্ব দেবে কেউ জানে না। তাই খেলোয়াড়দের মতোই আমাদেরও সব পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়।’

উসকানিতে প্রশ্রয় নয় দিলীপের

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ মার্চ : আসন্ন রামনবমীকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে জোরদার প্রচারে নামতে চলেছে বিজেপি। মঙ্গলবার বিধানসভার বাইরে রামনবমী উদযাপনকে কেন্দ্র করে রীতিমতো হুংকার দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘রামনবমীর দিন রাজ্যজুড়ে এত মিছিল হবে পুলিশ, সিভিক দিয়েও আটকাতে পারবে না।’ রামনবমী উদযাপনের নামে বিজেপির বিভেদের রাজনীতির তীব্র সমালোচনা করেছে তৃণমূল। রাজনীতিতে ধর্মকে হাতিয়ার করে উসকানি দেওয়ার পক্ষে নন বলে জানিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটে রাজ্যে ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে রামনবমীর মতো অনুষ্ঠানকে কাজে লাগাতে চাইছে বিজেপি ও সংঘ পরিবার।

রামনবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে গত বছর রাজ্যের একাধিক জায়গায় গণ্ডগোল হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের ডালখোলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এনআইএ গ্রেপ্তার করে ৮৫ জনকে। ’২৬-এর বিধানসভা ভোটকে মাথায় রেখে এবার সেই উত্তেজনার পারদ দ্বিগুণ করতে চাইছে গেরুয়া শিবির। রাজ্যে হিন্দুত্বের পোস্টার বয় শুভেন্দু ইতিমধ্যে জানিয়েছেন, এবার রামনবমী উদযাপনে রাজ্যে এক কোটি মানুষ পথে নামবেন। রাজ্যজুড়ে ২ হাজার মিছিল করার ঘোষণাও করেন। এদিন বিধানসভার বাইরে রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু বলেছেন, ‘রামনবমীতে এবার এত মিছিল হবে যে গোটা রাজ্যের পুলিশ আর সিভিকদের নামিয়েও ঠেকাতে পারবে

না প্রশাসন।’ পুলিশ প্রশাসনের অনুমতির তোয়াক্কা না করতে নির্দেশ দিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘প্রয়োজন হলে মিছিল হবে অনুমতি ছাড়াই। ক্ষমতা থাকলে আটকান।’

শুভেন্দুর এই হুঁশিয়ারিকেই প্ররোচনা বলে মনে করছে তৃণমূল। শুভেন্দুর এই হুঁশিয়ারির পালটা সমালোচনা করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘আমরা বিজেপির এই প্ররোচনায় পা দেব না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের রাজনীতির সঙ্গে এঁটে উঠতে না পেরেই বিষ মেশানো ভেদাভেদের কথা বলছেন শুভেন্দুরা।’ রামনবমী উদযাপনে যাতে হিন্দু সমাজ আরও অগ্রণী ভূমিকা নেয়, সেই চেষ্টা করার কথা বললেও রামনবমীর মতো সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নিয়ে এধনের মন্তব্যকে কার্যত খারিজ করে দিয়েছেন দিলীপ।

যদিও বিজেপির মতে, প্ররোচনায় পা না দেওয়ার কথা বললেও তৃণমূলের তরফ থেকেই

রামনবমী নিয়ে শুভেন্দুর হুংকার

উসকানি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যদিও এদিন বিধানসভার বাইরে দিলীপ কার্যত জানিয়ে দিলেন, হুমায়ুন বা শুভেন্দুর এই হুমকিকে তিনি সমর্থন করেন না। দিলীপ বলেন, ‘এটা রাজনীতির বিষয় নয়, কোনওটাই কাঙ্ক্ষিত নয়, কোনওটিকেই সমর্থন করি না। যেভাবে হাওয়া গরম করার চেষ্টা হচ্ছে, যে ধরনের বক্তব্য সরকারি দলের থেকে আসছে তাতে প্রতিক্রিয়া হবেই। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে হোক, পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে সরকারকেই দায়িত্ব নিতে হবে।’

অবাংলাভাষী এলাকায় বিশেষ নজর তৃণমূলের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ মার্চ : রাজ্যের অবাংলাভাষী এলাকায় এতদিন নজর ছিল বিজেপির। বাঙালি অধ্যুষিত এলাকার থেকে অবাংলাভাষী এলাকায় তুলনামূলক ভোটও তারা বেশি পেত। কিন্তু ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অবাংলাভাষী ভোটার অনেক কেন্দ্রে ভোটের ফ্যাক্টর হয়ে যেতে পারে। তাই ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিধানসভাভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ করে ওই এলাকায় বিশেষ নজর দিচ্ছে রাজ্যের শাসক দল।

কীর্তি আজাদ, শত্রুঘ্ন সিনহা, ইউসুফ পাঠানের মতো সাংসদদের ওই এলাকায় প্রচারে এনে শাসক দল বিজেপিকে মোকাবিলা করতে চাইছে। তৃণমূল সূত্রে খবর, শিলিগুড়ি, খড়্গপুর, আসানসোল, দুর্গাপুর, হাওড়ার মতো অবাংলাভাষী এলাকায় শাসক দল তাই বিশেষ নজর দিয়েছে। অবাংলাভাষী ভোটাররা কোন কোন এলাকায় নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে তা বিশ্লেষণ করে সেখানকার নেতৃত্বকে এখন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভায় বাজেট অধিবেশন শেষ হলে কীর্তি আজাদ, ইউসুফ পাঠান, শত্রুঘ্ন সিনহার মতো সাংসদরা সেখানে ঝাঁপাবেন। এই কাজে কৌশলে রাজ্যের হিন্দি অ্যাকাডেমিকেও লাগানো হচ্ছে। বিশেষভাবে অবাংলাভাষী ছাত্র, যুব ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও বেশি করে অনুপ্রবেশ করার চেষ্টা শুরু হয়েছে। শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের হিন্দি অ্যাকাডেমি গত এক মাসে ১৩টি শিবির করেছে। এবার দোল ও হোলি একত্রে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যৌথভাবে পালন করা হয়েছে।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় থেকে অবাংলাভাষী এলাকায় নজর ছিল বিজেপির। পালটা ২০১৮ সাল থেকে দলের বিধায়ক অর্জুন সিংকে সামনে রেখে ওই এলাকায় পালটা প্রচারে নেমেছিল তৃণমূল। কিন্তু অর্জুন তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তখন তৃণমূলের সেই প্রচেষ্টা ধাক্কা খায়। ২০২০ সালে প্রাক্তন তৃণমূল নেতা দীনেশ ত্রিবেদী ও জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিবেক গুপ্তাকে সামনে রেখে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু দীনেশ ত্রিবেদী পরে বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় এখন কোনও কমিটি নেই। এই অবস্থায় অবাংলাভাষী সাংসদদের সামনে রেখে নতুন কমিটি গড়তে চলেছে তৃণমূল। নজর দেওয়া হবে এই এলাকায়।

বিক্রির উদ্যোগ

কলকাতা, ১৮ মার্চ : স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্য রাজ্যের বিভিন্ন শপিং মলে যাতে বিক্রি করা যায়, তার জন্য পরিকল্পনা নিচ্ছে রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে বেশ কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে রাজ্য সরকারের কথাও হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যের বিক্রি বাড়ানো গেলে রাজ্যের মহিলারা উপকৃত হবেন বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারের বিভিন্ন মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্যের স্টল দেওয়া হয়। এছাড়া স্বনির্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করার লক্ষ্যেই প্রতি বছর রাজ্যে সবলামেলা হয়। ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে আরও সুবিধা দিতে বাজেটে ৭৯৮ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকা খরচ করলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন কর্তারা।

‘জিহাদি’ বলে পালটা কটাক্ষ ফেসবুক পোস্টে

তসলিমার ফেরায় আপত্তি কবীর সুমনের

কলকাতা, ১৮ মার্চ : আঠারো বছর আগে বাংলাদেশি সাহিত্যিক তসলিমা নাসরিন কলকাতা থেকে দিল্লিতে নির্বাসিত হওয়ার পর কলকাতা বইমেলায় প্রতিবারই একটি প্রকাশনা স্টলে ‘তসলিমাকে ফিরিয়ে দাও’ বলে পোস্টার দেখা যেত। সম্প্রতি প্রায় একই দাবি নিয়ে রাজ্যসভায় সরব হন বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য।

শমীকের সেই দাবিতে আপত্তি জানিয়ে মঙ্গলবার মুখ খুললেন কবীর সুমন। বললেন, ‘তসলিমা নাসরিন সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে আমি আর আগ্রহী নই। আমার কাছে ওঁর কোনও গুরুত্বই নেই।’ তসলিমা বাংলাদেশে না গিয়ে কলকাতায় আসতে চাইছেন কেন, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ এই সংগীত শিল্পী। তাঁর ধারণা, হতে পারে তসলিমা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, কলকাতাতেও সবাই বাংলা ভাষা ব্যবহার করেন। তাই হয়তো তিনি এখানে আসতে চান। কিন্তু সুমনের প্রশ্ন, ‘উনি বাংলাদেশে ফিরতে চাইছেন না কেন? উনি বাংলাদেশের নাগরিক। উনি দয়া করে বাংলাদেশেই ফিরুন না! কী কী কী চাইছেন উনি? কলকাতায় ফিরে উনি কী করবেন? পপুলার হবেন আরও?’ সুমনের স্পষ্ট অভিযোগ, বিজেপির সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক গোলমাল পাকিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকারকে ফেলে দেওয়াই উদ্দেশ্য তসলিমার। সুমন মনে করেন, ‘তসলিমা এদেশে আছেন, কারণ ভারতবাসী দাক্ষিণ্যে বিশ্বাসী। তিনি আছেন একটি বিশেষ সরকারের অনুগ্রহে।’ তবে

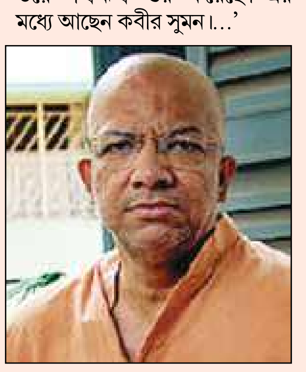

সাক্ষাৎকারের শেষ পর্বে তসলিমার কুশল চেয়ে ৭৫ বছর বয়সি সুমনের কটাক্ষ, ‘পরমেশ্বর ওঁকে সুমতি দিন। ওঁর ভালো হোক। উনি তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পর্কেও কীসব বলেছিলেন, শুনেছি। ওই নিয়েই থাকুন। এসব করে যদি ভাবেন আমরা ওঁর জন্য আসন পেতে দেব, এটা ভাবাটাই তো কেমন কেমন।’ তবে চুপ করে থাকেননি তসলিমাও। ফেসবুকে তিনি লিখেছেন, ‘মজার ব্যাপার হল আমি কলকাতায় ফিরব, বা কলকাতায় বেড়াতে যাব, এই কথাটা বলিনি, আমাকে ফেরাবার দাবি তুলেছেন একজন সাংসদ, অমনি কলকাতার জিহাদিরা ভীষণ ভয়ে লম্ফঝম্ফ শুরু করেছে। এর মধ্যে আছেন কবীর সুমন।...’

তসলিমা আরও লিখেছেন, ‘আমাকে বাংলাদেশে ফিরতে দেওয়া হয় না বলে যে আমি নির্বাসনে বাস করতে বাধ্য হচ্ছি, তা তিনি জানেন না? ঠিকই জানেন, শুধু না জানার ভান করেন। তিনি চান না আমি কলকাতায় পা রাখি। কারণ হিসেবে বললেন, আমি বিদেশি। বিদেশি কাউকে তিনি কলকাতায় দেখতে চান না। কী হাস্যকর না?’

দলের নির্দেশ মেনে চলব, সুর নরম হুমায়ুনের

কলকাতা, ১৮ মার্চ : শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিতে কড়া ধমকের মুখে সুর নরম করলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সম্প্রতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করে একাধিক মন্তব্যে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন হুমায়ুন। তার জেরে তাঁকে সতর্ক করেছিল দল। শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির শোকজের মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। মঙ্গলবার সেই কমিটির শুনানিতে হাজির হয়েই হুমায়ুন দলের নির্দেশ মেনে চলার অঙ্গীকার করলেন। এই ঘটনায় আপাতত ইতি পড়ল শুভেন্দু-হুমায়ুন বিতর্কে।

লোকসভা ভোটের সময় শুরু। হিন্দুদের ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। সম্প্রতি বিধানসভায় সংখ্যালঘু তৃণমূল বিধায়কদের চ্যাংদোলা করে বিধানসভার বাইরে ফেলে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর সেই মন্তব্যে পালটা তোপ দেগে হুমায়ুন থেকে সিদ্দিকুল্লারা কখনও ঠুসে দেওয়া কখনও বা ঠ্যাং ভেঙে দেওয়ার মতো দাওয়াই দেন। খোদ মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে বার্তা দেওয়ার পরেও দমেননি হুমায়ুন।

মুর্শিদাবাদে গেলে বিরোধী দলনেতাকে আটকে রাখা, বিধানসভায় ঘরের বাইরে শুভেন্দুকে ‘বুঝে নেওয়ার’ মতো ধারাবাহিক হুমকিতে তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তৃণমূল পরিষদীয় দলের শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই নির্দেশের জেরেই তাঁকে শোকজ করা হয়। নিজের অবস্থান থেকে না সরে সব বিতর্কিত মন্তব্যকেই ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে শোকজের জবাব দেন হুমায়ুন। এরপরেই তাঁর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

এদিন বিধানসভায় শুনানিতে ডেকে কমিটির চেয়ার শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় হুমায়ুনকে সাফ জানিয়ে দেন, দল কোনওভাবেই তাঁর এই ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয়। ব্যক্তিগত মন্তব্য বলে এধরনের ধর্মীয় উসকানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না। এর পরেই সুর নরম করেন হুমায়ুন।

বিধানসভায় হুমায়ুন জানিয়েছেন, তিনি দলের নির্দেশ মেনেই চলবেন। দল যাতে অস্বস্তিতে পড়ে তেমন কোনও মন্তব্য তিনি করবেন না। তবে হুমায়ুন এই কথা বললেও শেষপর্যন্ত কতদিন এই অবস্থান বজায় রাখবেন তা নিয়ে সংশয়ে তৃণমূলও।

কালবৈশাখীর ইঙ্গিত

কলকাতা, ১৮ মার্চ : শুক্র থেকে সোমবার পর্যন্ত কালবৈশাখীর পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। এর ফলে গত কয়েকদিন ধরে যে তাপপ্রবাহ চলছে, তা থেকে মিলবে মুক্তি। মার্চের প্রথম থেকেই দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে চড় চড় করে বেড়েছে পারদ। সোমবার কলকাতার তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বাকি বেশ কয়েকটি জেলায় এর থেকেও বেশি তাপমাত্রা ছিল। তবে সোমবার সন্ধে থেকে হালকা শিলাবৃষ্টি হওয়ায় গরম থেকে সাময়িক স্বস্তি মেলে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ফের তাপমাত্রা বাড়লেও হালকা হাওয়া বইতে থাকে দিনভর। তাতে অবশ্য অস্বস্তি খুব একটা কমেনি। বুধ ও বৃহস্পতিবার তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। তবে শুক্রবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায়। ওইসময় ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়ার পাশাপাশি বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে।

হাইকোর্টে রাজ্য

কলকাতা, ১৮ মার্চ : আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদের সময় হামলার পরিকল্পনায় গ্রেপ্তার হন সিপিএমের যুব নেতা কলতান দাশগুপ্ত। এবার তাঁর কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য। চলতি সপ্তাহেই মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাস্থ্য ভবনের বাইরে প্রতিবাদ চলাকালীন একটি ভাইরাল অডিও ক্লিপ প্রকাশ্যে আসে। সেখানে জুনিয়ার ডাক্তারদের ওপর হামলার ছক কষা হয় বলে অভিযোগ।

ছাতাই যখন ভরসা। মঙ্গলবার পার্ক স্ট্রিটে। ছবি : আবির চৌধুরী

নৌশাদ-শওকত আলোচনায় জল্পনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ মার্চ : ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে বারবার উত্তপ্ত হয়েছে ভাঙড়। ভাঙড়ের আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়েছে এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত তৃণমূল নেতা তথা ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শওকত মোল্লার। দীর্ঘদিন তাঁদের মধ্যে বাক্যালাপ ছিল না। কিন্তু গত কয়েকদিনে পরিস্থিতি কিছুটা হলেও বদলেছে। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে হিন্দুত্ববাদ নিয়ে বারবার সরব হয়েছে বিজেপি। এরই মধ্যে মুসলিম বিধায়কদের নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিতর্কিত মন্তব্যে জল অনেকদূর গড়িয়েছে।

এই আবহেই মঙ্গলবার বিধানসভায় দেখা গেল অন্য ছবি। বিধানসভার অধিবেশন কিছুক্ষণের জন্য মুলতুবি ছিল। তখন অধিবেশন কক্ষেই বসেছিলেন শওকত মোল্লা। আসন থেকে উঠে গিয়ে শওকতের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ খুব নীচু স্বরে কথা বললেন নৌশাদ। তখন সেখানে আসেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তিনিও আলোচনায় যোগ দেন। হঠাৎ করে এই তিন বিধায়কের আলোচনা রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি করেছে।

যদিও নৌশাদ সমস্ত জল্পনায় জল ঢেলে দিয়ে বলেছেন, ‘ভাঙড়ে ইফতারের তারিখ নিয়ে আমাদের আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণ নেই। তাছাড়া বিধানসভায় আমার কোনও শত্রু নেই। আমরা সবাই এখানকার সদস্য।’ শওকতও বলেন, ‘স্থানীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে অন্য কোনও কারণ নেই।’ যদিও সূত্রের খবর, সাম্প্রতিক সময় যেভাবে ধর্মকে ইস্যু করে বিজেপি রাস্তায় নেমেছে, তার মোকাবিলা করতে বদ্ধপরিকর তৃণমূল। বিজেপির হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষতাকেই হাতিয়ার করেছে রাজ্যের শাসকদল।

বিদেশিদের অন্যতম সেরা গন্তব্য পশ্চিমবঙ্গ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৮ মার্চ : গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন ও ইসকনের মায়াপুর দেখার টানে প্রতিবছরই বিপুল সংখ্যক বিদেশি পর্যটক আসছেন এই রাজ্যে। পছন্দের পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে বিদেশিদের কাছে পশ্চিমবঙ্গ ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এক্ষেত্রে রাজস্থান, গোয়া, কেরল, জম্মু ও কাশ্মীরের মতো রাজ্যগুলিকে পিছনে ফেলে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। পরপর দু’বছর বিদেশিদের কাছে পছন্দের পর্যটন রাজ্য হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ দেশে তৃতীয় স্থান দখল করেছে।

বাঙালির সেরা উৎসব দুর্গাপুজো ইতিমধ্যেই ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের তকমা পেয়েছে। দুর্গাপুজো উৎসব দেখতে তাই প্রচুর বিদেশি পর্যটক আসছেন

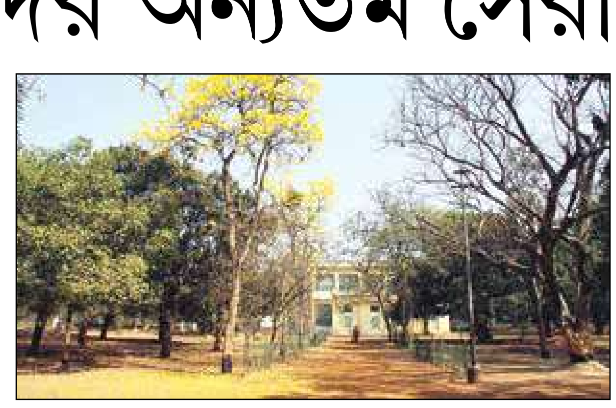

এরাজ্যে। বিদেশি পর্যটকদের কাছে অবশ্য আকর্ষণের প্রধান চুম্বক কবিগুরুর শান্তিনিকেতন। এছাড়া মায়াপুরের ইসকনের মন্দির দেখতে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে মায়াপুরে বিশাল মন্দির তৈরি হচ্ছে। সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতেও বাড়ছে বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা। এর সঙ্গে অবশ্যই আছে শৈল শহর দার্জিলিং। এখানকার অপরূপ দৃশ্য দেখতেও বিদেশি পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়ে।

সোমবার বিধানসভায় রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে রাজ্যে দেশি ও বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১৮.৫ কোটি। ২০২৩ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৪.৫ কোটি। ২০২২ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৮.৪ কোটি। এর মধ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ। ২০২৩ ও ’২৪ সালে রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা কত, তা জানাননি ইন্দ্রনীল। তবে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াতের তথ্য অনুযায়ী, ২০২২ সালে এ রাজ্যে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১০ লক্ষ ৩৭ হাজার। ২০২৩ সালে আড়াই গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ লক্ষ ৬ হাজারে। যদিও রাজ্যের কোন পর্যটন কেন্দ্রে কত বিদেশি পর্যটক গিয়েছেন, সেই তথ্য জানা যায়নি। পর্যটন দপ্তরে খোঁজ নিয়েও মেলেনি সেই তথ্য। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক পর্যটন দপ্তরের এক কর্তা বলেন, ‘এভাবে তথ্য পাওয়া যাবে না। আমাদের যা তথ্য তা কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রককে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যাবে।’ বিদেশি পর্যটকরা বেশি ভিড় জমান মহারাষ্ট্রে। ২০২২ সালে সেখানে ১৫ লক্ষ ১২ হাজার পর্যটক গিয়েছিলেন, ২০২৩ সালে এই সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৩৩ লক্ষ ৮৭ হাজারে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা গুজরাটে ২০২২ সালে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা ছিল ১৭ লক্ষ ৭৭ হাজার। ২০২৩ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৮ লক্ষ ৭ হাজার।

তৃতীয় স্থানের স্বীকৃতি পর্যটনমন্ত্রকের

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর

৩৪০ কোটি খরচ করা নিয়ে দুশ্চিন্তা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ মার্চ : উন্নয়ন খাতে বকেয়া ৩৪০ কোটি টাকা শেষমুহূর্তে হাতে পেয়েও খরচ নিয়ে 'মহাচিন্তায়' উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। ৩১ মার্চের মধ্যে বিশাল পরিমাণ এই টাকা খরচ করতে না পারলে পড়ে থাকা টাকা ফেরত দিতে হবে দপ্তরকে। কাজের হিসাব এই অল্প সময়ের মধ্যে পেশ না করলে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের আট জেলাজুড়ে শতাধিক ঠিকাদার উন্নয়নমূলক কাজ করেও তাঁদের পাওনা থেকে বঞ্চিত হবেন। শুধু কাজের খরচের হিসাব নয়, ঠিকাদারদের দেওয়া খরচের হিসাব ১৫ দিনের চেয়ে কম সময়ে খতিয়ে যাচাই করে দপ্তরকে সবুজ সংকেত দিতে হবে। তবেই ঠিকাদাররা তাঁদের পাওনা টাকা পাবেন। তড়িঘড়ি সরকারি এই নির্দেশিকার প্যাঁচে পড়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ উদ্বিগ্ন। শেষপর্যন্ত হাতে এত টাকা পেয়েও তা খরচ করা নিয়ে দপ্তরের প্রায় দিশাহীন অবস্থায় চিন্তিত তিনি।

মঙ্গলবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে তিনি বলেন, 'বাজেট বরাদ্দের পুরো টাকা পেলাম। গত আর্থিক বছরের বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দের প্রায় অর্ধেক টাকা বকেয়া ছিল। সেই ৩৪০ কোটি টাকা আর্থিক বছরের একেবারে শেষলগ্নে পাওয়া গেল। এখন কীভাবে পুরো টাকা খরচ করতে পারব এই অল্প সময়ের ব্যবধানে সেটাই চিন্তার বিষয়। অল্প সময়ের মধ্যে পুরো টাকাটা খরচ না হলে আগামী আর্থিক বছর এপ্রিলের শুরুতেই অর্থ দপ্তরের কাছে তা ফেরত পাঠাতে হবে।'

এইমুহূর্তে শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের আট জেলায় কমবেশি প্রায় শতাধিক ঠিকাদার রয়েছেন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজে তাঁরা যুক্ত। দপ্তরের কাছে তাঁদের পাওনা টাকার অঙ্কও বিরাট। কাজের খরচের হিসাব তাঁদের দপ্তরের কাছে পেশ করতে হবে এই অল্প সময়ের মধ্যে। দপ্তর খতিয়ে দেখে তা মঞ্জুর করলেই পাওনা টাকা তাঁরা পাবেন। এই প্রক্রিয়া যে সময়সাপেক্ষ, তা মানছেন মন্ত্রী। যেসব ঠিকাদার ইতিমধ্যেই হিসাব পেশ করেছেন, তাঁরা টাকা পেয়ে যাবেন ঠিকই। তবে যাঁরা পুরো হিসাব দিতে পারেননি, তাঁদের প্রাপ্য মেটাতে (আরএ পেমেন্ট) সমস্যা হবে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

নির্দেশের গেরো

- বারো দিনে খরচ করতে হবে ৩৪০ কোটি টাকা
- না হলে টাকা ফেরত যাবে অর্থ দপ্তরে
- শুধু কাজ নয়, এই অল্প দিনের মধ্যেই দিতে হবে কাজ শেষের হিসাব
- তড়িঘড়ি সরকারি এই নির্দেশিকার প্যাঁচে পড়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর

বিশ্বভারতীর নয়া উপাচার্য

কলকাতা, ১৮ মার্চ : স্থায়ী উপাচার্য পেল বিশ্বভারতী। এই কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়টিরই প্রাক্তনী প্রবীরকুমার ঘোষকে উপাচার্য নিযুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক। তিনি ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চের রায়পুরের প্রাক্তন উপাচার্য। প্রায় দেড় বছর বিশ্বভারতীর স্থায়ী উপাচার্যের পদ ফাঁকা ছিল। এতদিন ভারপ্রাপ্ত হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন বিনয়কুমার সোরেন। বিশ্বভারতীর কর্মসচিব অশোক মাহাতো মঙ্গলবার জানান, ১৯৮১ থেকে ১৯৮৫ পর্যন্ত বিশ্বভারতীর কৃষি বিভাগের ছাত্র ছিলেন প্রবীর।

নাথু লা'য় নিষেধাজ্ঞা

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : সেনা বৈঠকের জন্য ২১ মার্চ নাথু লা'য় পর্যটক প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি হল। সাধারণ মানুষের চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। ওইদিন যাতে পর্যটকদের জন্য পারমিট ইস্যু না করা হয়, তার জন্য সেনার তরফে সিকিমের পর্যটন দপ্তরকে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পর্যটন দপ্তর।

উৎসব বোনাস

কলকাতা, ১৮ মার্চ : প্রতিবারের মতো এবারও রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের জন্য ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে অ্যাড হক বা উৎসব বোনাস ঘোষণা করল রাজ্য। কারা পাবেন? মঙ্গলবার এক বিজ্ঞপ্তিতে অর্থ দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, ২০২৫ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত যাঁদের মাসিক বেতন ৪৪,০০০ টাকার নীচে, তাঁরা ৬,৮০০ টাকা করে উৎসব বোনাস পাবেন। স্থায়ী কর্মচারীদের পাশাপাশি অস্থায়ী কর্মীরাও, যাঁরা অন্তত ৬ মাস কাজ করছেন এবং ৩১ মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত যাঁদের মোট বেতন ৪৪,০০০ টাকার কম, তাঁরা এই বোনাস পাওয়ার যোগ্য। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীদের পাশাপাশি রাজ্য সরকারি সহায়ক সংস্থা, স্থানীয় সংস্থা এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীরাও নির্ধারিত হারে এই বোনাসের সুবিধা পাবেন। এর ফলে কয়েক লক্ষ কর্মী উপকৃত হবেন।

অগ্নিকাণ্ড

কিশনগঞ্জ, ১৮ মার্চ : দুপুরের আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হল ছয়টি বাড়ি। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কিশনগঞ্জের ঠাকুরগঞ্জ ব্লকের দিঘলি গ্রামে। তবে কী কারণে আগুন লেগেছে স্পষ্ট নয়। একটি বাড়ির রান্নাঘরে প্রথম আগুন দেখা যায় বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

অভিযোগ, আগুন লাগার বিষয়টি জানানোর পরেও ঘটনাস্থলে আসেনি দমকল। যে কারণে আগুন নেভাতে হয় স্থানীয়দের। ত্রাণের জন্য ক্ষতিগ্রস্তরা জেলা প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন।

সূর্যের তাপ থেকে বাঁচতে ওড়নায় মুখ ঢেকেছেন এক পর্যটক। মঙ্গলবার আগ্রায়। -পিটিআই

জোগান বাড়ায় সস্তা জাল নোট

১০০, ২০০ টাকায় ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৮ মার্চ : সীমান্ত পার হয়ে মালদায় ঢুকে পড়ছে বিপুল পরিমাণ জাল নোট। শুধু ৫০০ টাকাই নয়, ঢুকছে ১০০, ২০০ টাকার নোটও। এই প্রবণতায় মাথায় হাত পড়েছে ব্যবসায়ীদের। ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে আগামী শনিবার মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের উদ্যোগে এক বিশেষ সভা ডাকা হয়েছে।

অন্যদিকে, গোদের উপর বিষ ফোঁড়ার মতো জাল টাকার দাম অনেকটাই কমে গিয়েছে। গোয়েন্দাদের একটি সূত্র জানাচ্ছে, বিহার, উত্তরপ্রদেশের কারবারিদের হাত ধরে ব্যাপক আমদানি হচ্ছে জাল টাকার। ওই সূত্রটি আরও জানাচ্ছে, কয়েক মাস আগেও এক লাখ টাকার জাল নোট বিক্রি হত ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকায়। যা এখন নেমে দাঁড়িয়েছে ৩০-৩৫ হাজারে।

মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্সের জেলা সভাপতি জয়ন্ত কুণ্ডুর অভিযোগ, 'সব থেকে বিপজ্জনক, শুধু ৫০০ টাকা নয়, এখন বাজারে প্রচুর পরিমাণে ১০০-২০০ টাকার জাল নোট ছেয়ে গিয়েছে। জাল নোটগুলির সঙ্গে আসল টাকার তফাত এতটাই সূক্ষ্ম যে খালি চোখে ধরা পড়ে না। তাই আমরা ব্যবসায়ীদের সচেতন করতে আগামী ২২ মার্চ বিকেলে একটা সভা ডেকেছি।'

একই কথা মালদা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির জেলা সভাপতি উজ্জ্বল সাহারও। তাঁর মতে, 'নোটবন্দির পর কিছুটা হলেও জাল নোটের কারবার বন্ধ হয়েছিল। কিন্তু আবারও শুরু হয়েছে জাল নোটের বাড়বাড়ন্ত। খালি চোখে ধরা পড়ছে না আসল-নকল। ব্যাংকে নিয়ে যাওয়ার পর যন্ত্রে ধরা পড়ছে। মালদায় ৯৫ শতাংশ লেনদেন হয় চোখের দেখায়। ফলে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়ছেন।'

এপ্রসঙ্গে পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদবের মন্তব্য, '২০০ টাকার জাল নোট উদ্ধারের ২টি ঘটনা নজরে এসেছে। তবে ৫০০ টাকা উদ্ধারের ঘটনা বেশি। তবুও আমরা ব্যবসায়ী সংগঠনগুলির কাছে সচেতনতা শিবির করার আবেদন জানানো হয়েছে।'

এতদিন কালিয়াচক-৩ নম্বর সীমান্তকে জাল টাকা পাচারের করিডর হিসেবে ব্যবহার করেছে পাচারকারীরা। কিন্তু এখন করিডর পালটে ফেলেছে পাচারকারীরা। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'আমাদের কাছে খবর আছে, কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকের সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি কড়াকড়ি হওয়ায় পাচারকারীরা করিডর পালটে ফেলেছে। এখন মালদার ইংরেজবাজার, রতুয়া ও বামনগোলাকে করিডর হিসেবে বেছে নিয়েছে। ওই সব এলাকা থেকেই জাল টাকার কারবার নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে।'

কীভাবে পাচার হচ্ছে জাল নোট? কাদের ক্যারিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে? এই প্রসঙ্গে সীমান্তের গ্রামবাসীদের একাংশ জানিয়েছেন, মূলত পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ থেকে মালদায় ঢুকছে জাল নোট। আর সেই টাকা চলে যাচ্ছে ভিনরাজ্যে। মালদা থেকে প্রতিনিয়ত বিপুল সংখ্যক মানুষ কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্যে যাচ্ছেন। পাচারকারীরা ওই সব নিরীহ শ্রমিক, দিনমজুরদের সামান্য টাকার প্রলোভন দিয়ে ক্যারিয়ারের কাজ করাচ্ছে।

ব্যবসায়ীদের তরফে দাবি উঠেছে, রাজ্য ও কেন্দ্র যৌথভাবে যাতে জাল টাকা রোধে উদ্যোগী হয়। না হলে ভেঙে পড়বে জেলার ব্যবসাবাণিজ্য।

আক্রান্ত এসএসবি

কিশনগঞ্জ, ১৮ মার্চ : সাদা পোশাকে জাল টাকার কারবারিকে ধরতে গিয়ে হামলার মুখে পড়তে হল এসএসবি-কে। ঘটনায় জখম হলেন এসএসবির ১৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের গোয়েন্দা বিভাগের পাঁচ জওয়ান। অবশ্য হামলার ঘটনায় জড়িত থাকায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ রজিবুল ইসলাম ও শাহিল আখতারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকিদের খোঁজে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিদর্ভের আত্মঘাতী

প্রথম পাতার পর

সেচের জলের জন্য জেলা পরিষদের প্রাক্তন সদস্য ভগবান মুন্ডে যে আন্দোলন করেছিলেন তার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি।

খড়কপূর্ণা জলাধার থেকে চাষের জলের দাবি অনেক পুরোনো। আবেদন-নিবেদন করেও কোনও কাজ হয়নি। সরকারের এই উদাসীনতায় মন ভেঙে গিয়েছে সবার। কৈলাসের তিনপাতার সুইসাইড নোটে লেখা রয়েছে, প্রশাসন কৃষকদের দাবি উপেক্ষা করছে। আমাদের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত যেন আমার দেহ সরানো না হয়। এই মৃত্যুর খবরে চারদিকে জড়ো হন চাষিরা। বলা হয়, যতক্ষণ না জেলার মন্ত্রী কিংবা জেলা শাসক এসে দেখছেন এবং সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, ততক্ষণ দেহ পড়ে থাকবে। ময়নাতদন্তের জন্য নিতে দেবেন না।

কৈলাসের বাড়িতে রয়েছেন তাঁর বাবা, স্ত্রী এবং তিন ছেলেমেয়ে। স্ত্রী সুশীলার আক্ষেপ, সময়ে সরকার পদক্ষেপ করলে স্বামীকে হারাতে হত না। কেউ কিছু করেনি। রাজ্যের মন্ত্রী বিধানসভায় জানিয়েছেন, গত ছাপ্পান্ন মাসে দিনে আটজন কৃষক মারা যাচ্ছেন বলে যা বলা হচ্ছে তা ঠিক নয় মোটেই। অত হবে না। তবে তিনি কবুল করেছেন, ছত্রপতি শম্ভাজিনগর আর অমরাবতী ডিভিশনে চাষিদের মৃত্যুর সংখ্যাটা একটু বেশি। গতবছরের প্রথম ছয় মাসে রাজ্য সরকারের রিপোর্ট অনুযায়ী, মারাঠাভূমে মারা গিয়েছেন ১,২৬৭ কৃষক। সবথেকে বেশি মৃত্যু বিদর্ভের অমরাবতী ডিভিশনে। ৫৫৭ জন। তারপরই শম্ভাজিনগর, ৪৩০ জন। নাসিকে ১৩৭ জন, পুনেতে ১৩ জন।

কৈলাসের মৃত্যুর পর যা হওয়ার তা হচ্ছে। আসরে নেমেছে সব পার্টি। মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রবীণতম শারদ পাওয়ার বলেছেন, বিদর্ভ আর মারাঠওয়াড়ায় কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে কেন্দ্রকে এগিয়ে আসতে হবে। বিধানসভায় সরকার নিজেই জানিয়েছে, গতবছর রাজ্যে আত্মহননকারী কৃষকের সংখ্যা ২৬৩৫। এই অবস্থায় পাওয়ার চান নীতি তৈরি করুক কেন্দ্র। একসময় এই পাওয়ার নিজেই ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী। কংগ্রেসের কথায়, মহাজুটি সরকার তো হিন্দু-মুসলমান করতেই ব্যস্ত। চাষিদের কথা ভাবার সময় কোথায় তাদের? কৃষক সংগঠনগুলির মতে, এটা সরকারের ব্যর্থতা। এটা আত্মহত্যা নয়, খুন।

আর এখানে? এই রাজ্যে? ২০২১ সালে তথ্য জানার অধিকারে আবেদন করে জানতে চাওয়া হয়েছিল, ক'জন কৃষক এ রাজ্যে আত্মহত্যা করেছেন। সরকারের তরফে জানানো হয়, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় ১২২ জন কৃষক আত্মহত্যা করেছেন। রাজ্যের প্রিন্সিপাল ইনফরমেশন অফিসার এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের ডিআইজি (ডি অ্যান্ড টি) জানিয়েছিলেন, জেলার দুটি থানা এলাকায় এই মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এরপর কাগজপত্রে এ নিয়ে লেখালেখি শুরু হয়। তারপরই রাজ্য সরকার সেই তথ্য প্রত্যাহার করে নেয়। জানিয়ে দেয়, ওই তথ্য ভুল। এখানে কোনও কৃষক আত্মঘাতী হননি। ওই বছর পশ্চিমবঙ্গে ১৩,৫০০ জন আত্মহত্যা করলেও তাঁদের মধ্যে কোনও কৃষক বা খেতমজুর নেই। মহারাষ্ট্রের কৃষকদের আত্মহত্যার সংখ্যা কিন্তু অনেক বড় প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।

বিদায় মঞ্চেও মাধব-মহাকাব্য

প্রথম পাতার পর

কলকাতার এক নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। কলকাতার নাট্য নির্দেশক থেকে শুরু করে একাধিক অভিনেতা তাঁকে শেষশ্রদ্ধা জানান। মঙ্গলবার ভোররাতে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে তাঁর মরদেহ বালুরঘাটে এসে পৌঁছায় দুপুর নাগাদ। রঘুনাথপুর এলাকায় গঙ্গারামপুর থেকে একটি বাতানুকূল শববাহী গাড়ি আগে থেকেই মজুত করা ছিল। সেখানেই তোলা হয় অভিনেতাকে। দুপুরের আগেই সংস্কৃতিপ্রেমী শতাধিক মানুষের ভিড় এলাকায়। আগে থেকেই সকলে 'শেষ দেখা' দেখতে উপস্থিত হয়েছেন।

শ্রদ্ধায়, শোকে সকলের মাথা নত। কারও হাতে ফুলের তোড়া, তো কারও চোখে শুধুই জল। বালুরঘাটের প্রতিটি নাট্য সংস্থা থেকে উপস্থিত অভিনেতারা। নিস্তব্ধতার মধ্য থেকেই যেন কান্নার রোল ভেসে আসছে চারদিক থেকে। তারপর হরিমাধবের দেহ নিয়ে আসা হয় বাস ভবনে। যেখানে অপেক্ষারত তাঁর স্ত্রী রিনা মুখোপাধ্যায়, দুই মেয়ে, এক ছেলে, জামাতা সহ পরিজনেরা। এলাকাজুড়ে এক শোকের আবহ।

সেখান থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় বালুরঘাট কলেজে। যেখানে প্রায় ৩৪ বছর তিনি অধ্যাপনা করেছেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর দেহ আসে সাধের ত্রিতীর্থ সংস্থায়।

বালুরঘাটের প্রবীণ নাট্য নির্দেশক প্রদোষ মিত্র বলছিলেন, 'তাঁকে কেউ শ্রদ্ধা জানাতে চাইলে সংস্থায় আসার কথা মাইকে বলা হয়েছে। এদিন রঘুনাথপুর এলাকাতেই প্রচুর নাট্যপ্রেমী সহ সাধারণ মানুষ এসেছিলেন। তাঁর আশীর্বাদের হাত যেন আমাদের সকলের মাথার ওপরে থাকে।' জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণার কথায়, 'তিনি চলে গেলেও নাটকের প্রতি তাঁর উদ্যম ভালোবাসা তাঁর কাজের মাধ্যমে থেকে যাবে। পরবর্তীতে আমরা তাঁর কাজ সংরক্ষণের জন্য ভাবনাচিন্তা করব।'

শেষকৃত্যের জন্য খিদিরপুর শ্মশানে দেহ পৌঁছানোর পর দেখা গেল, সেখানেও অনেকের ভিড়। দূর থেকে সকলে হাতজোড় করে প্রণাম জানাচ্ছেন। চোখ ছলছল অনেক গুণমুগ্ধের। আর তিনি, হরিমাধব যেন কোনও অদৃশ্য বার্তায় সকলের কানে কানে 'নাটকের জয় হোক' বলে হারিয়ে গেলেন চরাচরে। বালুরঘাট, উত্তরবঙ্গ তাঁকে ভুলবে না।

ট্রাস্টের আড়ালে কালো টাকা সাদা

প্রথম পাতার পর

তিনি নিজেই গোপন জবানবন্দি দিতে চেয়ে আদালতে আবেদন করেছিলেন। সেই অনুযায়ী ব্যাংকশাল আদালতের বিচারক নির্দেশ দিয়েছিলেন পার্থর জামাই নগর ও দায়রা আদালতে ২০ নম্বর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গোপন জবানবন্দি দিতে পারবেন।

সেই বয়ান নেওয়া হয় মঙ্গলবার। প্রথম থেকে ইডি দাবি করছে, দুর্নীতিতে মেয়ে, জামাই ও স্ত্রীকে ঢাল করেছিলেন পার্থ। ২০১৭ সালে স্ত্রীর মৃত্যুর হলে তাঁর নামে তৈরি ট্রাস্টে পার্থ চেয়ারম্যান করেন মেয়ে সোহিনীকে। যে ট্রাস্টের অধীনে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় ১৫ কোটি টাকা খরচে স্কুল তৈরি করা হয়েছিল। স্কুল পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয় কল্যাণময় ও তাঁর দুই মামাকে। বিদেশে বসেই পার্থর ট্রাস্ট ও একাধিক সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করতেন জামাই।

এই স্কুলের সূত্র ধরে ইডি'র সন্দেহের তালিকায় আসে পার্থর মেয়ে, জামাই। তাঁদের নামে একাধিক সংস্থার হদিস মেলে। ট্রাস্টের মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করার আঁচ পান তদন্তকারীরা। শেষে কল্যাণময়ের বয়ানে সেই সন্দেহে সিলমোহর পড়ল। এতদিন এই মামলায় অভিযুক্ত থাকলেও পার্থর জামাই এরপর মামলা থেকে রেহাই পাবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা আছে।

পার্থর বিড়ম্বনা বাড়িয়ে ২৬ ও ৩১ মার্চ আরও দুজন সাক্ষী দিতে পারেন। তাঁদের মধ্যে একজন পার্থর আত্মীয়। ঘনিষ্ঠরা এভাবে বয়ান দিতে থাকলে সিবিআইয়ের মামলায় পার্থর জামিন পাওয়া দুষ্কর হয়ে উঠবে বলে আইনজীবীরা মনে করছেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে ফের অসুস্থ হয়ে পড়েছেন পার্থ। সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ মঙ্গলবার আদালতে পাঠানো মেডিকেল রিপোর্টে জানিয়েছে, তাঁকে জেল হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রও অসুস্থ বলে বিচারককে জানানো হয়। ১৬ মার্চ থেকে হাসপাতালে ভর্তি তিনি। অন্য অভিযুক্ত কুন্তল ঘোষ পুরী যেতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানালে শর্তসাপেক্ষে অনুমতি দেওয়া হয়। আরেক অভিযুক্ত অরুণ হাজরা এদিন আদালতে হাজির হননি।

চোখ জ্বলল

প্রথম পাতার পর

ক্ষোভের সুরে জানান, 'কয়েকদিন ধরে হাওয়া চলায় ধুলোয় এমনিতেই রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করা যাচ্ছে না। এর মধ্যে আবার এখন ঝাঁঝালো ধোঁয়ার সমস্যা।'

এদিন এব্যাপারে কথা বলছিলেন মহানন্দাপাড়ার বছর সত্তরের বিনয় দাস। তাঁর কথায়, 'আমার শ্বাসকষ্টের সমস্যা রয়েছে। প্রত্যেক বছর এই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। সত্যি কথা বলতে আর এখানে থাকার মতো পরিস্থিতি নেই।' এদিন ঝাঁঝালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ার পর একনিমেষে রাস্তাঘাট খালি হয়ে যায়। শক্তিনগরের বাসিন্দা শুভ্রদীপ মুখোপাধ্যায়ের কথায়, 'বাড়িতে বাচ্চা ও প্রবীণরা রয়েছেন। প্রশাসনের বিষয়টা দেখা উচিত। যারা আগুন ধরাচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'যে পরিমাণ ধোঁয়া হয়েছে, সেটা শুধু ডাম্পিং গ্রাউন্ডের জন্য নয়। এটা আশপাশের বনাঞ্চলে আগুন লাগার প্রভাব।' প্রসঙ্গত, গত কয়েকদিন ধরেই বনাঞ্চলে আগুন লাগার ঘটনা ঘটছে।

ঘরে মায়ের মৃতদেহ

হাসিমারা, ১৮ মার্চ : ঘরে পড়ে মায়ের মৃতদেহ। এদিকে নির্বিকার ছেলে। শেষপর্যন্ত পচা গন্ধ পেয়ে প্রতিবেশীরা পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করার পাশাপাশি সেই ছেলেকেও আটক করে নিয়ে গিয়েছে। কালচিনি ব্লকের সাতালি চা বাগানের এই ঘটনা মনে করিয়ে দিয়েছে ২০১৫ সালে কলকাতার রবিনসন স্ট্রিটের সেই ঘটনাকে। সেখানে ঘরে দিদির মৃতদেহ আগলে দীর্ঘদিন ধরে বাস করছিলেন পার্থ রায়।

সাতালি চা বাগানের ফিটার লাইনের বাসিন্দা ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত চা শ্রমিক সোমালি তিরকি (৬৮)। সোমবার রাতে তাঁর বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বের হতে শুরু করে। প্রতিবেশীরা সোমালির বাড়িতে যান। দরজা বন্ধ থাকায় জানলা খুলে তাঁরা দেখতে পান বৃদ্ধার দেহ বিছানায় পড়ে রয়েছে। প্রতিবেশীরা এরপর খবর দেন পুলিশে। খবর পেয়ে হাসিমারা ফাঁড়ির পুলিশ সোমবার রাত ১১টা নাগাদ ওই বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে। বাড়িতে বৃদ্ধা মায়ের সঙ্গে থাকত ছেলে অমিত তিরকি। তার কথাবার্তায় কিছুটা অসংগতি থাকায় পুলিশ অমিতকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী মঙ্গলবার বলেন, 'আপাতত অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।'

প্রতিবেশীদের দাবি, শুক্রবার অমিত মদ্যপ অবস্থায় মাকে মারধর করেছিল। প্রতিবেশীদের ধারণা, সম্ভবত শুক্রবার রাতেই বৃদ্ধা মারা গিয়েছিলেন। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশও বলছে, বৃদ্ধার মৃত্যু কয়েকদিন আগেই হয়েছে। বৃদ্ধার দেহ পচন না ধরলেও দেহের ওপর মাছি ভনভন করছিল। দেহটি পড়েছিল বলেই দেহ থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছিল।

আটক ছেলে

বৃদ্ধার বড় মেয়ে মুন্নির বিয়ে হয়েছে হাসিমারার মধু চা বাগানে। ছোট মেয়ে চান্দুর বিয়ে হয়েছে জয়গাঁর তোর্ষা চা বাগানে। তাঁরা কোনও মন্তব্য করেননি। ঘটনার পর অমিতের দুই দিদি ও ভগ্নীপতি বাগানে চলে এসেছেন। থানায় গিয়ে দিদি ও ভগ্নীপতিরা জানিয়েছেন, সোমালি নিয়মিত মদ্যপান করতেন। সেকারণেই নাকি তাঁর মৃত্যু হয়েছে। মায়ের মৃত্যুর জন্য ভাইকে কোনওভাবেই দায়ী করছেন না দুই দিদি ও ভগ্নীপতিরা। পুলিশে কোনও অভিযোগও জানাননি।

বৃদ্ধার দুই মেয়ে ও জামাই কোনও মন্তব্য না করলেও, একাধিক প্রতিবেশী জানিয়েছেন, অমিত মদ খেয়ে মাঝেমধ্যেই মাকে মারধর করত। বৃদ্ধা নাকি ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে বেশ কিছুদিন মেয়েদের বাড়িতে বাস করেছিলেন। মা অবসর নেওয়ার পর বছর ত্রিশের অমিত বাগানে শ্রমিকের কাজ পায়। সে বাগানের কারখানায় কাজ করত। শুক্রবার থেকে চারদিনের জন্য বাগানে হোলি উৎসবের ছুটি ছিল। সেদিন স্থানীয় অনেকেই অমিতকে মদ্যপ অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে দেখেছেন। কিন্তু শনিবার থেকে আর দেখেননি। শনিবার থেকে সোমালিকেও বাড়ির বাইরে দেখা যায়নি। সোমবার সন্ধ্যায় অমিত বাড়ি ফিরে আসে। তবে ঘরে মায়ের মৃতদেহ পড়ে থাকলেও কাউকে কিছুই জানায়নি।

বাজেট পেশ মেয়রের

প্রথম পাতার পর

এই বাজেটে আগামী অর্থবর্ষ থেকে পুরনিগমের চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের বেতন তিন শতাংশ হারে বাড়ানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর ফলে ২৫১৪ জন কর্মী উপকৃত হবেন। এছাড়া ওয়ার্ডের উন্নয়নে কাউন্সিলার ল্যাডে বরাদ্দ আট লক্ষ ২০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে আট লক্ষ ৮০ হাজার টাকা করার প্রস্তাবও রাখা হয়েছে। শহরে মৃত পশুর সৎকারের জন্য এক কোটি টাকা ব্যয়ে ক্রিমেটোরিয়াম তৈরি করা, দীর্ঘদিনের দাবি মেনে শিলিগুড়িতে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য 'পিস হাভেন' তৈরির প্রস্তাব বাজেটে রয়েছে। মেয়র বলেছেন, '৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকাতে এই প্রকল্প তৈরি করা হবে।'

শিলিগুড়ি শহরে যানজট এবং বেআইনি নির্মাণ জ্বলন্ত দুটি সমস্যা। যানজট সমস্যা মেটাতে মহানন্দা নদীর পাশ দিয়ে বিকল্প রাস্তা এবং ষষ্ঠ মহানন্দা সেতু তৈরির প্রস্তাব দিয়েছেন মেয়র। শহরে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে আরও কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে উন্নত প্রযুক্তির যন্ত্রপাতি সহ র‍্যাপিড অ্যাকশন ডিমোলিশন টিম গঠনের কথা বলা হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈন বলেছেন, 'আগের তিনটি বাজেটের সঙ্গে এদিনের বাজেটের কোনও ফারাক নেই। প্রত্যেকটা বাজেটই ভিত্তিহীন। কয়েকশো কোটি টাকার বাজেট পেশ হচ্ছে, কিন্তু কোনও বছরই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছাতে পারছে না। বৈষম্যপূর্ণ বাজেট। বিরোধী ওয়ার্ডগুলিতে খরচ করা হচ্ছে না। পুরোপুরি ব্যর্থ বাজেট।' শিলিগুড়ি পুরনিগমে সিপিএমের পরিষদীয় নেতা মুন্সি নুরুল ইসলামের বক্তব্য, 'বাজেট হওয়ার কথা শিলিগুড়ি পুরনিগমকেন্দ্রিক। কিন্তু এই বাজেটে শুধু কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কিছু কাজের প্রতিফলন ঘটিয়েছে। শুধু হচ্ছে আর হবে ছাড়া কিছুই নেই। শিলিগুড়ির নতুন কোনও প্রকল্পের সন্ধান নেই। ঘাটতি বাজেট। এমনিতেই রাজ্য সরকার সাত লক্ষ কোটি টাকার ঋণে জর্জরিত। পুরনিগমেরও ঋণের বোঝা বাড়ছে। মানুষের ঘাড়ে আগামীতে ঋণের বোঝা চাপবে। প্রকৃতপক্ষে এই বাজেট গুরুত্বহীন।' কংগ্রেসের একমাত্র কাউন্সিলার সুজয় ঘটকও বলেছেন, 'বাজেটে শিলিগুড়ির মানুষকে খুশি করার মতো কিছু নেই। দিশাহীন একটা বাজেট, যেখানে শুধু রাজ্য সরকারের কিছু প্রকল্পের বাস্তবায়নের কথাই বারবার বলা হয়েছে। যানজট মোকাবিলা, পানীয় জল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি সহ যেসব প্রকল্প মেয়র হচ্ছে, হবে বলছেন, সেগুলি আমরা কয়েক বছর ধরেই শুনে আসছি।'

বিনিয়োগের সম্ভাবনা আমবাড়ি-ফালাকাটায়

তিন শিল্প পার্কের অনুমোদন

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চ : ডাবগ্রাম শিল্প পার্ক ও আমবাড়ি-ফালাকাটা শিল্প পার্কের সম্প্রসারিত এলাকায় বেশকিছু মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প তৈরি হতে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেক্ট্রনিক্স, বিভিন্ন ফুড প্রোডাক্ট, টাইলস, প্লাস্টিকজাত শিল্প ছাড়াও ফাইবার ও প্লাস্টিকের আসবাবপত্র তৈরির ইউনিট ইত্যাদি। সব মিলিয়ে বিনিয়োগের পরিমাণ ৫০০ কোটি টাকা হওয়ার সম্ভাবনা। পাশাপাশি জেলায় বানারহাটের মোরাঘাট, মেটেলির সাতখাইয়া ও ময়নাগুড়িতে তিনটি শিল্প পার্কের সম্প্রতি অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য সরকার। পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগম লিমিটেড সূত্রে খবর, জলপাইগুড়ির সাত ব্লকে সাতটি শিল্প পার্ক চালু হলে আরও ৬০০ কোটি টাকা বাড়তি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। শিল্প পার্কগুলির সম্প্রসারিত এলাকায় কোন সংস্থা কী ধরনের বিনিয়োগ করতে আগ্রহী তা জানতে ইতিমধ্যে জেলা পর্যায়ের সিনার্জি ইনভেস্টমেন্ট কমিটি খতিয়ে দেখার কাজ শুরু করেছে।

জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, আমবাড়ি-ফালাকাটায় ১১৮ একর জমির ওপর আগে থেকেই শিল্প পার্ক রয়েছে। নতুন শিল্পের জন্য ৪৭ একর জমির ওপর ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ওই পার্কের সম্প্রসারিত এলাকা তৈরি হচ্ছে। একইভাবে ডাবগ্রাম শিল্পাঞ্চলেও ৮.৮১ একর জমির ওপর ২৮ কোটি টাকা খরচে তৃতীয় সম্প্রসারিত পার্কের কাজ শেষ হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন নিগমের এক কর্তা জানিয়েছেন, ডাবগ্রাম ও আমবাড়ি-ফালাকাটা শিল্প পার্কের সম্প্রসারিত প্লটগুলির বর্তমানে বুকিং শুরু হয়েছে। ওই বুকিংয়ে দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপনেই ওই বিপুল পরিমাণ বিনিয়োগের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। বেসরকারি উদ্যোগে রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়িতে একটি ও ফুলবাড়িতে দুটি শিল্প পার্ক তৈরির কাজ চলছে।

নর্থবেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের সাধারণ সম্পাদক কিশোর মারোদিয়া জানান, গত ডিসেম্বরে বাতাবাড়িতে তিন জেলাকে নিয়ে সিনার্জি হয়েছিল। এটা আশার কথা, শিল্প পার্কগুলির সম্প্রসারিত অংশে উদ্যোগীরা শিল্প গড়তে চাইছেন।

জেলা শিল্পকেন্দ্রের জেনারেল ম্যানেজার গৌতম চৌধুরী বলেন, 'আমবাড়ি ও ডাবগ্রামের সম্প্রসারিত শিল্প পার্কে অনেক ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগী শিল্প তৈরির জন্য প্লট বুক করেছেন।' ডাবগ্রাম শিল্পাঞ্চল ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোহন দেবনাথ জানান, জেলায় প্রতি মাসে শিল্প বিষয়ক বৈঠক হচ্ছে। সেখানে চালু ও নয়া শিল্প ইউনিটের প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়।

অতিরিক্ত জেলা শাসক (শিল্প) রৌনক আগরওয়াল বলেন, 'সবেমাত্র সিনার্জি ইনভেস্টমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। জলপাইগুড়ির সাত ব্লকের কয়েকটিতে শিল্প পার্ক তৈরির অনুমোদন মিলেছে। নতুন নতুন যাঁরা শিল্পে বিনিয়োগ করতে আসছেন তাঁরা কী ধরনের বিনিয়োগ করতে চাইছেন, কত কর্মসংস্থান হবে, কেমন শিল্প স্থাপন করতে চাইছেন আমরা সেই সবদিক ভালো করে খতিয়ে দেখছি।'

- ফুলবাড়িতে বেসরকারি উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে দুটি শিল্প পার্ক
- রাজগঞ্জের বিন্নাগুড়িতে এখন শিল্প পার্ক তৈরির কাজ চলছে
- জেলার সাত ব্লকে বেশকিছু ফাঁকা জমি এজন্য চিহ্নিত করা হয়েছে

রাত জাগল বিশ্ব

প্রথম পাতার পর

তখনই তিনি সুনীতার বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন তাঁদের কাছে। মোদি লিখেছেন, 'মহাকাশচারী মাইক ম্যাসিমিনোর সঙ্গে কথা বলার সময়েও আপনার নাম এসেছে। আপনার জন্য আমরা গর্বিত।' মহাকাশ থেকে ফিরে ভারতে আসার জন্যও মোদি আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সুনীতাকে। লিখেছেন, 'ফিরে আসার পর ভারতে আপনাকে দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।'

আটদিনের জন্য বোয়িংয়ের স্টারলাইনার মহাকাশযানে গিয়ে এতদিন তাঁদের থেকে যাওয়ার কারণ স্টারলাইনারে হিলিয়াম লিক এবং প্রপালশন সিস্টেমের সমস্যার মতো প্রযুক্তিগত ত্রুটি। গত সেপ্টেম্বরে কাউকে না নিয়েই স্টারলাইনার পৃথিবীতে ফেরে। এরপর সুনীতাদের ফেরার জন্য বারবার পরিকল্পনা বানচাল হয়। শেষপর্যন্ত এলন মাস্কের তৈরি যানে ফেরানোর উদ্যোগ নেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

স্ত্রীকে খুন করে সটান থানায়

প্রথম পাতার পর

চারজনের মধ্যে কথা কাটাকাটি চলে বেশ কিছুক্ষণ। অভিযোগ, সেসময় ধারালো অস্ত্র দিয়ে একাধিকবার কোপানো হয় রিতাকে। তাঁর গলা সহ শরীরের একাধিক অংশে ক্ষতচিহ্ন দেখা গিয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয় একপাশের চোখও। স্থানীয় অজিত বিশ্বাসের দাবি, 'চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শোনার পর দেখি রক্তাক্ত অবস্থায় রিতাকে নিয়ে রাজেশ বের হচ্ছে। তারপর একটি গাড়িতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায় সে।'

রিতার বাবা রাজকুমার শা বলছিলেন, 'রাত সাড়ে বারোটার দিকে রাজেশ ফোন করেছিল। ফোন ওঠানোর পর সে জানায়, একটু ঝামেলা হয়ে গিয়েছে। মেডিকেলে আসতে বলে। গিয়ে দেখি, মেয়ের নিথর দেহ পড়ে রয়েছে সেখানে।' পাশে দাঁড়ানো মৃতার ছেলে বিকি শা'র গলায় তখন আক্ষেপ ঝরে পড়ছিল, 'মা একবার সাড়ে এগারোটার দিকে ফোন করেছিল। চার্জ কম থাকায় তুলিনি। ওঠালে হয়তো গিয়ে মাকে বাঁচাতে পারতাম।'

এদিন বিকেলে ময়নাতদন্তের পর রিতার দেহ তুলে দেওয়া হয় পরিবারের হাতে। তাঁরা দেহ নিয়ে চলে আসেন থানায়। সেখানে বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির দাবিতে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। পরবর্তীতে পুলিশ আশ্বাস দিলে চলে যান সবাই। ডিসিপি ওয়েস্ট বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানান, তদন্ত চলছে।

পুর বাজেট
একনজরে

- রাস্তা সংস্কারের জন্য প্রত্যেকটি বরো কমিটিকে ২৫ লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে
- সমস্ত সেতুর স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ
- সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ও সাফাইকর্মীদের জন্য আবাসন, বরাদ্দ ৫০ লক্ষ টাকা
- কলেজপাড়ায় রেডক্রসের কাছে একটি জমিতে বইপাড়া তৈরির প্রস্তাব
- হিলকার্ট রোডে গুরুংবস্তি মোড়ের উলটোদিকে বিডি মার্কেটের পিছন দিয়ে জংশন পর্যন্ত বিকল্প রাস্তা তৈরির জন্য
- ১৬ লক্ষ ৫২ হাজার ৬৬৫ টাকা বরাদ্দ
- ২০০ বর্গমিটার পর্যন্ত ছোট বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে পুরনিগম ফার্স্টট্র্যাক অ্যাপ্রুভাল সিস্টেমের অধীন মেয়র পারিষদ বৈঠকের ১৫ দিনের মধ্যে অনুমোদন দেবে
- ভবন নির্মাণকারীকে আবশ্যিকভাবে অকুপেন্সি সার্টিফিকেট নিতে হবে
- শহরে আরও ১৫টি আরবান হেলথ ওয়েলনেস সেন্টার তৈরির অনুমোদন
- মাতৃসদনে ২৪ ঘণ্টার জন্য ওষুধের দোকান খোলা হবে
- এয়ারভিউ মোড়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রোঞ্জের মূর্তি বসানো হবে
- শহরকে সাজিয়ে তোলা এবং পার্কগুলির সৌন্দর্যায়নের জন্য পাঁচ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ
- নৌকাঘাট মোড় থেকে তিনবাত্তি মোড় পর্যন্ত রাস্তায় আলোকসজ্জার জন্য ২০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বরাদ্দ
- শহরে আরও তিনটি জায়গায় অচেনা আনন্দ ফুড স্ট্রিট তৈরির প্রস্তাব
- পুরো শহরে পথবাতির জন্য অটোম্যাটিক সুইচিং সিস্টেম চালুর প্রস্তাব
- ষাঁড় স্থানান্তরের জন্য নতুন গাড়ি কেনার প্রস্তাব
- পুরনিগমের কাজের সুবিধার্থে অতিরিক্ত কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার, চিফ ইঞ্জিনিয়ার, চিফ অডিটর সহ ১৬টি নতুন প্রশাসনিক পদ সৃষ্টির প্রস্তাব
- ওয়ার্ড উৎসবের জন্য আগামী আর্থিক বছরে প্রতিটি ওয়ার্ডকে তিন লক্ষ টাকা করে দেওয়ার প্রস্তাব

(১) বিজেপি কাউন্সিলার ছবি আঁকছেন। (২) মনোযোগী তৃণমূল কাউন্সিলার। (৩) কংগ্রেস কাউন্সিলারের চোখ ঢুলুঢুলু। (৪) বেশিরভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটালেন পুর কমিশনার। মঙ্গলবার পুরনিগমের বাজেট চলাকালীন ছবিগুলি তুলেছেন তপন দাস।

প্রস্তাবে এলিভেটেড মনোরেল
বাজেটে শিলিগুড়ির মেয়র কিছু সমস্যায় কেন্দ্রের মুখাপেক্ষী

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : শহরের যানজট সমস্যার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। দার্জিলিং মেল এখনও শিলিগুড়িতে ফেরেনি। শহরে সমস্যার তালিকা বানাতে বসলে এভাবেই এক, দুই, তিন, চার করে অনেকগুলো বই লিখে ফেলা সম্ভব। এবারের পুর বাজেটে অনেকগুলো না হলেও মেয়র যে সমস্যার অন্তত একটা বই লিখে ফেলেছেন, তা বলাই বাহুল্য। এই সমস্যাগুলো মেটাতে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী।

মঙ্গলবার পুরনিগমে ২০২৫-'২৬ আর্থিক বছরের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, তাতে শহরের বেশকিছু সমস্যা মেটাতে কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছেন গৌতম দেব। শিলিগুড়িকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর এবং বৈচিত্র্যের শহর হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়েছে বাজেটে।

যানজট শিলিগুড়ির অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা। মেয়র বাজেটে এই সমস্যার কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'বিকল্প যোগাযোগের মাধ্যম তৈরি করতে হবে। সেইজন্য শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে খড়িবাড়ি থেকে মোহরগাঁও-গুলমা পর্যন্ত মেট্রোরেলের মতো এলিভেটেড মনোরেল নেটওয়ার্ক তৈরি করা প্রয়োজন।'

এর পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন শিলিগুড়ি থেকে বাগডোগরা পর্যন্ত যে রেলবাস পরিষেবা চালু করেছিলেন, পরে যা বন্ধ হয়ে যায়, সেটি পুনরায় চালু করে খড়িবাড়ির অধিকারী পর্যন্ত সম্প্রসারণের প্রস্তাব আনা হয়েছে। প্রস্তাব দুটি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রের কাছে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন মেয়র।

উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার শিলিগুড়ির অপরিসীম গুরুত্বের কথা মাথায় রেখে এই শহরকে 'সিটি অফ ন্যাশনাল ইম্পরট্যান্স' ঘোষণা করে কেন্দ্রের কাছে বিশেষ আর্থিক প্যাকেজের দাবি করা হয়েছে বাজেটে। এমনকি দার্জিলিং মেল আগের মতো নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) স্টেশন থেকে চালানোর দাবি তোলা হয়েছে।

> **রেলবাস**
>
> খড়িবাড়ি থেকে মোহরগাঁও-গুলমা পর্যন্ত মেট্রোরেলের মতো এলিভেটেড মনোরেল নেটওয়ার্ক তৈরির প্রস্তাব
>
> রেলবাস পরিষেবা পুনরায় চালু করে অধিকারী পর্যন্ত সম্প্রসারণের প্রস্তাব
>
> প্রস্তাব দুটি রাজ্য সরকারের মাধ্যমে কেন্দ্রে পাঠানো হবে

উঠে এসেছে ঐতিহ্যবাহী টাউন স্টেশনের প্রসঙ্গ। স্টেশনটিকে হেরিটেজ ঘোষণা করে এর সৌন্দর্যায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের দাবি রয়েছে বাজেটে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি জংশন থেকে আরও দূরপাল্লার ট্রেন চালানোর দাবি রয়েছে।

রেলের প্রচুর অব্যবহৃত জমি পড়ে রয়েছে শহরে। সেই জমিতে দীর্ঘদিন ধরে বহু মানুষ বসবাস করছেন। 'রেল এই জমি রাজ্যকে লিজ দিলে আমরা বাসিন্দাদের পাট্টা দিয়ে সেখানে নিজ গৃহ নিজ ভূমি প্রকল্পে বাড়ি তৈরি করে দেব' বলে মন্তব্য করেছেন মেয়র।

এর আগে শিলিগুড়িতে এসে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী ৩০০০ কোটি টাকা খরচ করে ৮০ কিলোমিটার রিং রোড তৈরি করা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। এই প্রকল্প শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে উত্তরে সুকনা, পশ্চিমে নকশালবাড়ি, দক্ষিণে ফুলবাড়ি এবং পূর্বে বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রকল্পের কাজ এখনও শুরু হয়নি।

এদিকে গৌতমের প্রস্তাব প্রসঙ্গে পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা বিজেপির অমিত জৈনের বক্তব্য, 'মেয়রের উপলব্ধি হওয়ার অনেক আগে থেকে কেন্দ্র শিলিগুড়ির গুরুত্ব বুঝে এখানে প্রচুর প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। ১১০০ কোটি টাকায় তৈরি হচ্ছে এলিভেটেড রাস্তা। ৩০০০ কোটি টাকায় বাগডোগরা বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণ হচ্ছে। এনজেপি স্টেশনের উন্নয়ন চলছে। একাধিক বন্দে ভারত ট্রেন দেওয়া হয়েছে।'

তাঁর অভিযোগ, 'রাজ্য সরকার প্রতি বছর জিএসটির নাম করে ৬০০-৭০০ কোটি টাকা নিয়ে গেলেও এখানকার উন্নয়নে টাকা দিচ্ছে না।' সবমিলিয়ে এবারের বাজেটে প্রস্তাবগুলি বেশ উল্লেখযোগ্য হলেও কতটা বাস্তবায়িত হয়, তা সময়ই বলবে।

মানবিকতার অন্তর্জলিযাত্রা

এক ধরনের কৃত্রিম সম্পর্কে মানুষ জড়িয়ে রয়েছে। মূল্যবোধগুলো মানবিক হওয়ার বদলে স্বার্থের সঙ্গে গুলিয়ে যাচ্ছে। লিখেছেন শিলিগুড়ি কলেজের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান **অমল রায়**

গত শনিবার ও সোমবার শহরে দুটি মৃত্যুর ঘটনা আমাদের মননকে নাড়িয়ে দিয়েছে। প্রথমটিতে পারিবারিক খুন, দ্বিতীয়টিতে সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যু। পারিবারিক ঘটনাটি অত্যন্ত মর্মান্তিক। প্রতিবেশীরা দেখেও বাঁচানোর চেষ্টা করেননি বলে মৃতের স্ত্রী আক্ষেপ করেছেন। দ্বিতীয় ঘটনায় পথচারীদের সাহায্য না করার বিষয়টি উদ্বেগ বাড়িয়েছে। উভয়ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সামনে এসেছে, তা হল অমানবিকতা ও সামাজিক অবক্ষয়। বলা যায় মানুষের চরিত্রের একটি নিষ্ঠুর দিক আমাদের ভাবতে বাধ্য করছে। কী ব্যাখ্যা হতে পারে উভয় ঘটনার? অবধারিত মৃত্যু জেনেও মানুষকে বাঁচানোর জন্য চেষ্টা করছেন না, এটা ভাবতেই অবাক হতে হয়। এমনকি নির্লিপ্ত থাকছেন এটা ভাবাও বিস্ময়কর।

প্রকৃতপক্ষে নগরজীবনে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া প্রয়োজনকেন্দ্রিক বা স্বার্থভিত্তিক। বসবাসের জায়গায় মানুষ প্রতিবেশীর সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশার সুযোগ পান না বা মেলামেশা করতে পছন্দ করেন না। ফলে স্বাভাবিক সম্পর্কের বন্ধন আন্তরিক ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠে না। তাই বাড়ি হোক বা প্রতিবেশী, পাড়া হোক কিংবা বৃহত্তর শহর, সর্বত্র মানুষ আজ নিজের প্রয়োজনটুকু বুঝে চলতে অভ্যস্ত। অন্যের বিপদে-আপদে এগিয়ে আসা যেমন ছোটদের শেখানো হয় না, তেমনই বড়রাও এড়িয়ে চলেন। কেমন যেন সম্পর্কহীন সমাজ।

আমরা নিজেরা বিপদে-আপদে অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা করি। কিন্তু অন্যের বিপদে সাহায্য করার সময় অনেক চিন্তা মাথায় আসে। অর্থাৎ নিঃস্বার্থ মানবিকতা আজ ক্ষয়িষ্ণু। সমাজের মূল ভিত্তি পারস্পরিক সহযোগিতা, যা আজ নানা কারণে চরিত্র বদল করেছে। নগরজীবনে এমনিতেই যান্ত্রিকতার উপস্থিতি বেশি। নিজেরা কাজে ব্যস্ত, তাই অবসর সময় কম। কমেছে মেলামেশার সুযোগও। অপরদিকে, সমাজের নানা সমস্যা তো রয়েইছে। আইন-আদালত মানুষ এমনিতেই এড়িয়ে চলেন।

প্রথম ঘটনাটি অবশ্যই আশঙ্কার এই কারণে যে একজন মানুষ আপন ভাইকে খুন করছেন পরিবারের অন্য সদস্যদের উপস্থিতিতে, (খবরে প্রকাশ) এটা ভাবাও কষ্টের। চ্যাঁচামেচি নেই, প্রতিবেশীদের দৌড়ে আশা নেই। নেই বাঁচানোর চেষ্টা, নিজ পরিবারের সদস্যদের মরিয়া চেষ্টাও নেই- এমন প্রেক্ষাপটকে আজ মানুষের যন্ত্রে পরিণত হওয়া ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে? রক্তের সম্পর্ক, পরিবারের বন্ধন এগুলো কোথায়? পিটিয়ে মেরে ফেলা হচ্ছে এমনভাবে, যেন কোনও হিংস্র বন্যপ্রাণীকে মারা হচ্ছে।

চরম ক্রোধ, ক্ষোভ, রাগ, হিংস্রতা না থাকলে নিজের ভাইকে তাঁর স্ত্রীর সামনে খুন করা যায়? কখনোই নয়। আসলে ব্যক্তিস্বার্থ মানুষকে এতটাই আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে যে রক্তের সম্পর্ক ঠুনকো হয়ে গিয়েছে। বিভিন্ন কারণে আমরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। যদিও এই পৈশাচিক খুনের পেছনে প্রকৃত কারণ অন্যকিছু থাকতে পারে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি অমানবিকতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। রাস্তায় একজন মানুষ দুর্ঘটনায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে আছেন। সব জেনেও পথচারীরা এগিয়ে এসে সাহায্য কিংবা

খোলা জানালা

> আমরা নিজেরা বিপদে-আপদে অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা করি। কিন্তু অন্যের বিপদে সাহায্য করার সময় অনেক কিছু চিন্তা করি আমরা। অর্থাৎ নিঃস্বার্থ মানবিকতা আজ ক্ষয়িষ্ণু। ভোগবাদ যেভাবে মানুষকে গ্রাস করেছে, তাতে শুধুমাত্র মানবিকতার খাতিরে আপদে-বিপদে সাহায্যকারীর সংখ্যা দিন-দিন কমছে বৈকি।

হাসপাতালে নেওয়ার দায়িত্ব নেননি। আসলে আইনগত সমস্যা হতে পারে ভেবে সড়ক দুর্ঘটনায় সাহায্য করতে অনেকেই পিছুপা হন। মৃত্যু চরম ঘটনা, সেটা জেনেও মানুষ এগিয়ে আসেন না। কেউ এগিয়ে এলেও অন্যদের সাহায্য তেমন পান না।

উভয়ক্ষেত্রেই পারস্পরিক সম্পর্ক আলগা হয়ে যাওয়া সুস্পষ্ট। সামগ্রিকভাবে সমাজের অবনতির লক্ষণ। ভোগবাদ যেভাবে মানুষকে গ্রাস করেছে, তাতে শুধুমাত্র মানবিকতার খাতিরে আপদে-বিপদে সাহায্যকারীর সংখ্যা দিন-দিন কমছে বৈকি। যাঁরা খোঁজখবর রাখেন, জানেন যে প্রতিবেশীর চরম বিপদে শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করতে যাওয়ার মানুষ সবসময় পাওয়া যায় না।

মানুষ আজ মানবিক সম্পর্ক অপেক্ষা ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্যকেই অধিক গুরুত্ব দিতে ভালোবাসেন। এই সময়কালে আমরা এইভাবেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছি। এর থেকে বেরিয়ে আসার কোনও সহজ রাস্তা নেই।

পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বায়োমেট্রিক হাজিরার ভাবনা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : সময়ানুবর্তীতে নজর রেখে পুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করছে পুরনিগম। স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কর্মীরা সময়মতো কাজে যোগ দেন না বলে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ উঠছিল। পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। কিন্তু বায়োমেট্রিক হাজিরা কতটা কাজে আসবে, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কেননা, এই ব্যবস্থা কার্যকর করেও পুরনিগমের বা হেড অফিসের কর্মীদের সময়ানুবর্তিতার পাঠ দেওয়া যায়নি।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান অফিসের কর্মসংস্কৃতি নিয়ে বহুদিন থেকেই অভিযোগ ছিল। অনেকে যেমন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অফিসে আসতেন না, তেমনই নির্দিষ্ট সময়ের আগে বাড়ির পথ ধরতেন বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে গত পুর বোর্ডের সময় বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা প্রথা চালু হয়েছিল।

কিন্তু বেশিদিন বাগে রাখা সম্ভব হয়নি কর্মীদের। কারণ, বারবার বায়োমেট্রিক মেশিন নষ্ট হয়। কর্মীদের একাংশ এর মূলে বলে অভিযোগও ওঠে। যে কারণে বর্তমান সময়ে মেশিনগুলির সামনে সিসিটিভি বসানো হয়েছে। বরো অফিসগুলিতেও এই ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে। তবে পুরোমাত্রায় কর্মসংস্কৃতি ফেরেনি। নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা দিয়েই অনেক কর্মী পুর ভবনের বাইরে চলে যান বলে অভিযোগ। দলীয় মিছিল-মিটিং থাকলে তো তাঁদের পাওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়।

স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ আসতে শুরু করায় এবার পুরনিগমের তরফে কেন্দ্রগুলিতে বায়োমেট্রিক হাজিরা কার্যকর করা হচ্ছে। গত বোর্ডসভায় এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়। জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে

বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হাজিরা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সিসি ক্যামেরা বসাতে পুরনিগমের আইটি সেলকে বলা হয়েছে।

স্বাস্থ্য বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, 'স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি থেকে বেশ কিছু অভিযোগ আসছিল। সেই কারণে সেখানে বায়োমেট্রিক হাজিরা মেশিন বসানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। পাশাপাশি সেখানে সিসি ক্যামেরাও থাকবে। সাধারণ মানুষ যাতে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এসে ভোগান্তিতে না পড়েন, তার জন্য এই সিদ্ধান্ত।'

হিপ হিপ হুররে...

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষ। আনন্দে রং খেলায় মাতল পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

শুকনো পাতায় আগুনে বিপত্তি

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : শুকনো পাতা পোড়াতে গিয়ে ঘটল বিপত্তি। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হল একটি সেলুনের পিছনের অংশ। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে সেবক রোডের বিশাল সিনেমা হল সংলগ্ন এলাকায়। ক'দিন ধরেই শহরে রয়েছে হাওয়ার দাপট। যার জেরে প্রতিটি এলাকাতেই গাছের শুকনো পাতা পড়ছে। এমনই জমাকৃত পাতা পুড়িয়ে ফেলতে এদিন তাতে আগুন দেন এক মহিলা। ওই আগুনই মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। ওই মহিলার চিৎকারে স্থানীয়রা এসে আগুন নেভানো শুরু করেন। পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। অগ্নিকাণ্ডটির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় পাশে থাকা সেলুনটি। সেলুন মালিক হরেকৃষ্ণ ঠাকুর বলেন, 'দোকানের পেছনের দিকের অনেকটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ওই মহিলাও ভাবতে পারেননি আগুন এতদূর ছড়িয়ে পড়বে।'

যাচাই ছাড়া অনলাইন নোটস নির্ভরতায় বিপদ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : ক্লাসে বসে পাঠ্যবই খুলে শিক্ষকের পড়ানো শুনে তা বুঝে মনে রাখা এখন ইতিহাস। কলেজের শিক্ষকদের দেওয়া নোটস ছিল ছাত্রছাত্রীদের ভরসা। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন ইন্টারনেটই ত্রাতা। ঠিক-ভুল যাচাই না করে পড়ুয়াদের বড় অংশ ইন্টারনেট থেকে নোটস ডাউনলোড করে তা পড়ছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি কলেজে পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি ভাষা আকাদেমি আয়োজিত সেমিনারে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার ফল খারাপের কারণ খুঁজতে এমন তথ্যই সামনে এল।

করোনা পরিস্থিতির পর থেকে অনলাইন নোটসের ওপর যে নির্ভরতা বেড়েছে সেই কথা বারবার এদিন আলোচনায় উঠে এসেছে। করোনা পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠলেও কেন ডাউনলোড করা নোটস নির্ভরতা কমানো যাচ্ছে না, কেন শিক্ষকদের কাছে পড়া বুঝতে পড়ুয়াদের অনীহা, সেসব প্রশ্নের উত্তরও খোঁজের চেষ্টা করা হয়েছে। সভায় শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপিকা ডঃ পুনম সিং বলেন, 'পড়ুয়াদের একাংশ মনে করছে ক্লাস করব না, ডাউনলোড করে নোটস পড়ে পাশ করে যাব। সেই কারণে পড়াশোনার মান নেমে গিয়েছে। অনলাইনে পাওয়া নোটস যে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয় তা আমরা বিভিন্ন ওয়ার্কশপ করে তাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি।'

শিক্ষা মহলের একাংশের মতে, সিবিসিএস সিস্টেমে পড়াশোনায় ছাত্রছাত্রী সড়োগড়ো হয়ে উঠেছিল। তার মাঝে নতুন শিক্ষানীতি চালু হতেই পড়াশোনায় বিস্তর বদল নিয়ে আসা হয়েছে। যা বুঝতে শুধু ছাত্রছাত্রীরা নয়, শিক্ষকদের অনেকেও সমস্যায় পড়েছেন।

এরই মধ্যে অনলাইন নোটস নির্ভরতা বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। জয়গাঁর ননী ভট্টাচার্য স্মারক কলেজের অধ্যাপক ডঃ বিনয়কুমার প্যাটেলের কথায়, "বই কিনে পড়তে লাইব্রেরিতে গিয়ে বই খুঁজে উত্তর বের করা পরিশ্রমসাপেক্ষ। সেই পথে না গিয়ে অনলাইনে আপলোড করা 'স্টাডি মেটিরিয়াল' পড়ুয়াদের অনেকে ডাউনলোড করে নিচ্ছে। কিন্তু যা ইন্টারনেট থেকে পড়ুয়ারা ডাউনলোড করছে তা নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করছে না।" তাঁর সংযোজন, 'কোন প্রশ্নের জন্য কোন উত্তর লিখতে হবে, সেটাই অনেক পড়ুয়া জানে না। অথচ পরীক্ষার খাতায় তারা উত্তর লিখে চলে আসছে। অনেকে বই পর্যন্ত কিনছে না।'

তবে কলেজের পড়াশোনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের আরও বেশি দায়িত্ববান হতে হবে বলে সেমিনারে মতপ্রকাশ করেছেন শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ সুজিত ঘোষ। অধ্যক্ষের কথায়, 'শিক্ষকদের একাংশও পড়ুয়াদের অনলাইন থেকে নোটস ডাউনলোড করে নিতে বলছেন। কোনও প্রশ্নের উত্তরের তথ্যে যদি বদল এসে থাকে তবে তা দেখতে বলার কেউ নেই। ক্লাসে পড়াশোনা এমনভাবে করাতে হবে যাতে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস করার আগ্রহ বাড়ে।'

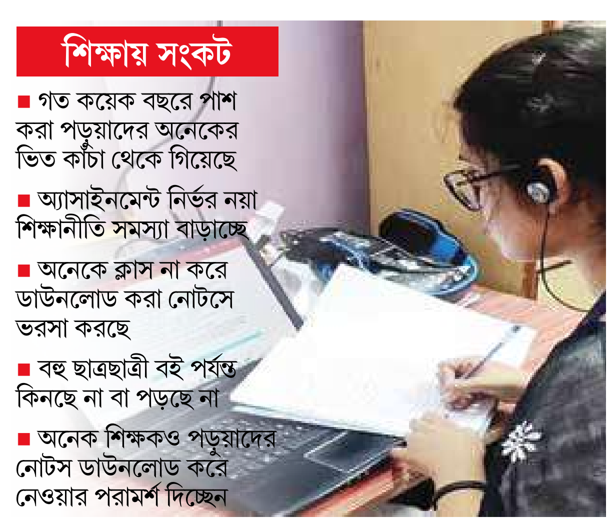

শিক্ষায় সংকট

- গত কয়েক বছরে পাশ করা পড়ুয়াদের অনেকের ভিত কাঁচা থেকে গিয়েছে
- অ্যাসাইনমেন্ট নির্ভর নয়া শিক্ষানীতি সমস্যা বাড়াচ্ছে
- অনেকে ক্লাস না করে ডাউনলোড করা নোটসে ভরসা করছে
- বহু ছাত্রছাত্রী বই পর্যন্ত কিনছে না বা পড়ছে না
- অনেক শিক্ষকও পড়ুয়াদের নোটস ডাউনলোড করে নেওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন

নাগপুরে পাথর-আগুন, গ্রেপ্তার ৫০

গোষ্ঠী সংঘর্ষে রণক্ষেত্র, পরিস্থিতি মোকাবিলায় কার্ফিউ জারি

নাগপুর, ১৮ মার্চ : সাম্প্রদায়িক হিংসার আগুনে জ্বলল মহারাষ্ট্রের নাগপুর। সোমবার দফায় দফায় দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষের জেরে রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় গোটা শহর। একের পর এক গাড়ি ভাঙচুর করে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ ও জনবসতি নিশানা করে ছোড়া হয় পাথর। একাধিক জায়গায় সিসিটিভি ক্যামেরা ভাঙা হয়েছে। ঘটনায় পুলিশকর্মী সহ ৩০ থেকে ৪০ জন জখম হন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জারি করা হয় কার্ফিউ। হামলা চালানোর অভিযোগে এপর্যন্ত অন্তত ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শহরে শান্তি বজায় রাখতে আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ। তাঁর অভিযোগ, এই হামলা 'পূর্বপরিকল্পিত চক্রান্ত' ছাড়া কিছু নয়। তিনি পুলিশকে নির্দেশ দেন হামলাকারীদের কঠোরভাবে দমন ও রং না দেখে গ্রেপ্তার করার। পুলিশের দাবি, একটি গুজবকে কেন্দ্র করে নাগপুরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরি হয় সোমবার রাতে। মঙ্গলবার সেভাবে হিংসাত্মক ঘটনা না ঘটলেও এলাকার পরিবেশ থমথমে ছিল।

নাগপুরে হিংসার আগুনে জ্বলছে একের পর এক গাড়ি। সোমবার রাতে।

নাগপুরে গত কয়েকদিন ধরেই গোলমাল চলছে। এই গোলমালের মূল কারণ মোগল সম্রাট অওরঙ্গজেবের সমাধি। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি) আর বজরং দল চাইছে অওরঙ্গজেবের সমাধি মহারাষ্ট্র থেকে সরিয়ে ফেলতে। তাদের দাবি, অওরঙ্গজেব ছিলেন নিষ্ঠুর শাসক। তিনি যে কেবল হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন তাই নয়, একইসঙ্গে হত্যা করেছিলেন ছত্রপতি শিবাজির ছেলে সম্ভাজি মহারাজকেও। এই কারণে তারা তাঁর সমাধিকে 'জাতীয় লজ্জার প্রতীক' বলে মনে করে।

সোমবার নাগপুরের মহল এলাকায় কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের বিক্ষোভ সমাবেশে অওরঙ্গজেবের কুশপুতুল পোড়ায়। এরপর তারা একটি ধর্মীয় মন্ত্র লেখা কাপড় (কলমা) পুড়িয়েে দেয় বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। যার জেরে চিতনিস পার্ক, কোতওয়ালি, গণেশপেট, মহল সহ বহু এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। হিংসা ছড়ায় আরএসএস-এর সদর দপ্তর মহল এলাকাতেও। জনবসতির বাড়িঘর ও পুলিশকে নিশানা করে পাথর ছোড়ে উত্তেজিত জনতা। জেসিবি যন্ত্র থেকে শুরু করে একাধিক গাড়ি ও দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। সবচেয়ে ক্ষতি হয় চিতনিস পার্ক থেকে শুক্রবারি তালাও রোড এলাকার। এই ঘটনায় পুলিশকর্মী সহ ৩০-৪০ জন জখম হন। গ্রেপ্তার করা হয় কমবেশি ৫০ জনকে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে মঙ্গলবার দাবি করেন নাগপুরের পুলিশ কমিশনার রবীন্দ্রকুমার সিঙ্গল।

হংসপুরী এলাকার বাসিন্দা শরদ গুপ্ত (৫০) বলেন, রাত সাড়ে দশটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে উত্তেজিত জনতা তাঁর বাড়ির সামনে চারটি দুই চাকার গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তিনি নিজেও আহত হন। পাশের একাধিক দোকানেও ভাঙচুর চালায় জনতা। পুলিশ ঘণ্টাখানেক পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয়। আরেক বাসিন্দা চন্দ্রকান্ত কাওয়াড়ে বলেন, তিনি রামনবমীর শোভাযাত্রার জন্য কাজ করছিলেন। উত্তেজিত জনতা পাথর ছুড়তে ছুড়তে ঢুকে তাঁর সাজসজ্জার সব জিনিসপত্র পুড়িয়ে দেয়। এক চা বিক্রেতা জানান, হামলাকারীরা একটি ক্লিনিকে ঢুকে ভাঙচুর করে। তারপর পুলিশ আসার আগেই চম্পট দেয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে, লাঠি চালায়। শহরের একাধিক জায়গায় কার্ফিউ জারি হয়। হিংসার ঘটনাকে 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' বলে দাবি করে মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ বলেন, সম্প্রতি মুক্তি পাওয়া 'ছাওয়া' সিনেমা তৈরি হয়েছে সম্ভাজি আর অওরঙ্গজেবের লড়াই নিয়ে। এই ছবি স্থানীয় মানুষের মনে ক্ষোভ জাগিয়েছে। একই সুরে কথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডেও। বিধানসভায় ফড়নবিশ বলেন, 'নাগপুরে ভিএইচপি ও বজরং দল বিক্ষোভ করছিল। সেই বিক্ষোভের বিরুদ্ধে গুজব ছড়িয়ে হামলার চক্রান্ত করা হয়েছে। একজন হামলাকারীকেও ছাড়া হবে না।'

রাজ্যসভায় কংগ্রেস নেত্রী রেণুকা চৌধুরী বলেন, 'নাগপুর ৩০০ বছরের ইতিহাসে কখনও এমন হিংসা দেখেনি।' শিবসেনা (উদ্ধব) নেত্রী প্রিয়াংকা চতুর্বেদী রাজ্যের মহাযুতি জোটের নিন্দা করে বলেন, 'হিংসা ছড়িয়ে রাজ্যে অস্থিরতা তৈরি করে মানুষকে ইতিহাস নিয়ে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে। এতে রাজ্যের আর্থিক সংকট, ঋণের বোঝা, বেকারত্ব আর কৃষকদের আত্মহত্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এড়ানো হচ্ছে।' ফড়নবিশ সরকারের সমালোচনা করে বসপা নেত্রী মায়াবতী বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থেই কারও সমাধি বেদি ভাঙার উসকানি দেওয়া অন্যায়।'

রাজনৈতিক তর্জা

- নাগপুরের ঘটনায় পুলিশকর্মী সহ ৩০-৪০ জন জখম হন। এখনও পর্যন্ত গ্রেপ্তার ৫০ জন। এলাকায় কার্ফিউ জারি।
- হিংসার ঘটনাকে 'পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র' বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী ফড়নবিশ।
- কংগ্রেস নেত্রী রেণুকা চৌধুরী বলেন, নাগপুর ৩০০ বছরের ইতিহাসে কখনও এমন হিংসা দেখেনি।

কুম্ভ-কথায় মোদির মুখে ঐক্যের বার্তা

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : প্রথমে গোধরা হিংসা নিয়ে ভিকটিম কার্ড খেলার চেষ্টা। আর এবার হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আড়ালে ভারতের বহুত্ববাদী ভাবধারার ধারক ও বাহক হিসেবে নিজেকে মেলে ধরার মরিয়া প্রয়াস চালালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মঙ্গলবার লোকসভায় সদ্যসমাপ্ত মহাকুম্ভ মেলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে নমোর বার্তা, 'আজ যখন গোটা বিশ্ব কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, তখন একতার এই মহাযজ্ঞই আমাদের সবথেকে বড় শক্তি। আমরা সবসময় বলি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য ভারতের বিশেষত্ব। প্রয়াগরাজে আমরা সেই ঐক্যের সাক্ষী হতে পেরেছি।' প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'মহাকুম্ভের মাধ্যমে গোটা বিশ্ব ভারতের কর্মদক্ষতা দেখতে পেয়েছে। মহাকুম্ভে আমরা এক সর্বভারতীয় মহাজাগরণ দেখেছি। যা নতুন সাফল্য পেতে অনুপ্রাণিত করবে। যাঁরা আমাদের শক্তি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরাও সমুচিত জবাব পেয়ে গিয়েছেন।'

মহাকুম্ভ নিয়ে মোদি প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও তাতে যে সমস্ত পুণ্যার্থী পদপিষ্ট হয়ে মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারে টুঁ শব্দ না করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি বিরোধীদেরও কুম্ভ নিয়ে বলার সুযোগ দেওয়া উচিত বলে জানিয়েছেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। সংসদের বাইরে রাহুল বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন আমি তা সমর্থন করতে চাই। কুম্ভ আমাদের পরম্পরা, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি। আমাদের একমাত্র অভিযোগ হল, যাঁরা কুম্ভে মারা গিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের শ্রদ্ধা জানাননি।' দেশে বেকারত্বের মলিন ছবির কথা জানিয়ে রায়বেরেলির সাংসদের তোপ, 'যে তরুণরা কুম্ভে গিয়েছিলেন, তাঁরা কাজ চান। প্রধানমন্ত্রীর তাই উচিত, কর্মসংস্থানের ব্যাপারেও কথা বলা।' বিরোধীদের কেন কুম্ভ নিয়ে বলতে দেওয়া হল না, তা নিয়ে রাহুলের তোপ, 'গণতান্ত্রিক কাঠামোয় বিরোধী দলনেতাকে বলার সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু ওঁরা সেই সুযোগ আমাদের দিতে চান না। এটাই হল নতুন ভারত।' দাদাকে সমর্থন জানিয়ে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'সংসদে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের পর বিরোধীদেরও বলতে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, কুম্ভের ব্যাপারে বিরোধীদেরও যথেষ্ট আবেগ ছিল। আমরা যদি আমাদের ভাবনা তুলে ধরতাম তাহলে ওঁদের আপত্তির কিছু থাকত না।' সমালোচনা করেন তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী যে আজ বক্তব্য রাখবেন সেটা আমাদের আগে থেকে বলা হয়নি। হঠাৎ তিনি মহাকুম্ভ নিয়ে বলতে শুরু করলেন। আমরাও এই বিষয়ে কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাদের বলা হয়েছিল, বিষয়টি যেহেতু রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত, তাই কিছু বলা যাবে না। আমাদের অবাক লাগছে যে একটি রাজ্যের বিষয় নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রী কথা বললেন। এটা বঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।'

মোদি এদিন জানান, 'কিছু সমালোচক ভারতের সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু মহাকুম্ভের সাফল্য সেই সমস্ত সংশয় এবং ভয় দূর করে দিয়েছে। রাম মন্দিরের অনুষ্ঠানের সময় আমরা জাতির আগামী ১ হাজার বছরের প্রস্তুতি টের পেয়েছিলাম। আজ এক বছর পর মহাকুম্ভের আয়োজন সেই ধারণাকে আরও পোক্ত করেছে।' বিরোধীরা এদিন মহাকুম্ভের জলে দূষিত পদার্থ থাকা নিয়ে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের রিপোর্টকেও হাতিয়ার করেন। তাতে অবশ্য টলানো যায়নি মোদিকে।

কটাক্ষ রাহুল-প্রিয়াংকার

"মহাকুম্ভের মাধ্যমে গোটা বিশ্ব ভারতের কর্মদক্ষতা দেখতে পেয়েছে। মহাকুম্ভে সর্বভারতীয় মহাজাগরণ দেখেছি। যাঁরা আমাদের শক্তি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন, তাঁরাও সমুচিত জবাব পেয়ে গিয়েছেন।
নরেন্দ্র মোদি

"প্রধানমন্ত্রী যা বলেছেন আমি তা সমর্থন করতে চাই। কুম্ভ আমাদের পরম্পরা, ইতিহাস এবং সংস্কৃতি। আমাদের একমাত্র অভিযোগ হল, যাঁরা কুম্ভে মারা গিয়েছিলেন, প্রধানমন্ত্রী তাঁদের শ্রদ্ধা জানাননি।
রাহুল গান্ধি

এপিক-আধার যোগ, বৈঠক কমিশনের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : আধারের সঙ্গে সচিত্র ভোটার পরিচয়পত্র (এপিক) সংযুক্তিকরণের ব্যাপারে মঙ্গলবার একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে বসল নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে এই বৈঠকে এপিক-আধার সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংযুক্তিকরণের প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ, গোপনীয়তা রক্ষা এবং সিস্টেমের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার বিষয়গুলি নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করা হয় বলে জানা গিয়েছে। ওই বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, লেজিসলেটিভ ডিপার্টমেন্টের সচিব এবং আধারের সিইও সহ একাধিক টেকনিক্যাল বিশেষজ্ঞরা। বৈঠক শেষে কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, বর্তমান আইন ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই এপিকের সঙ্গে আধার সংযুক্তিকরণ হবে। কমিশন স্পষ্ট করেছে, এই সংযুক্তিকরণ সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক হবে। নাগরিকদের ওপর কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। সংযুক্তিকরণের মাধ্যমে মূলত ভোটার তালিকা থেকে ভুয়ো ভোটার চিহ্নিত করা এবং নির্বাচনি ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করা হবে।

কমিশনের মতে, সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটাধিকার পান, আর আধার কার্ড কেবল পরিচয়পত্র হিসেবে কাজ করে, নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসেবে নয়। কমিশন স্পষ্ট করেছে, এই সংযুক্তিকরণ প্রক্রিয়া সংবিধানের ২৩(৪), ২৩(৫) ও ২৩(৬) ধারা এবং রিপ্রেজেন্টেশন অফ পিপলস অ্যাক্ট, ১৯৫০ অনুযায়ী সম্পন্ন হবে। এপিক বিতর্কে আলোচনার দাবিতে কংগ্রেসের সঙ্গে সমন্বয় করেই এগোনোর সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল। সূত্রের দাবি, সোমবার রাতেই কংগ্রেসের রাজ্যসভার নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে বসেন তৃণমূল নেতৃত্ব। বৈঠকে ঠিক হয়, কংগ্রেস মনরেগা নিয়ে এবং তৃণমূল এপিক ইস্যুতে আলোচনা চাইবে। দুই দল পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে রাজ্যসভায় এই দুই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উত্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়।

সেই অনুযায়ী মঙ্গলবার এপিক নিয়ে আলোচনার জন্য তৃণমূল রাজ্যসভায় নোটিশ দেয়। যদিও সমস্ত কাজ বন্ধ রেখে আলোচনার দাবিতে দেওয়া সেই নোটিশ খারিজ হয়ে যায়। তবুও তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে জিরো আওয়ারে বিষয়টি উত্থাপন করেন। রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন জানান, 'বিষয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে নির্বাচন কমিশন এবং এপিক নিয়ে স্বল্পমেয়াদি আলোচনা করার বিষয়ে ঐক্যমত হয়েছিল। আমরা বিশৃঙ্খলা চাই না, সভা চলুক।' অন্যদিকে জিরো আওয়ারে সাকেত গোখলে প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার টিএন শেসনকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি তোলেন। তিনি বলেন, 'টিএন শেসন নির্বাচন কমিশনের মর্যাদা এবং স্বশাসন রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। অথচ, আজ নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন কমিটি। শেসনের আমলে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব হয়েছিল। অথচ, গত লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধিক প্রচারসভায় সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করলেও, নির্বাচন কমিশন নীরব দর্শক ছিল।'

'একসঙ্গে ভোট' বিচারপতির আপত্তি

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : এক দেশ, এক ভোট ব্যবস্থাকে সরাসরি অসাংবিধানিক বলে আখ্যা দিলেন দিল্লি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এপি শা। সোমবার সংসদের যৌথ সংসদীয় কমিটি (জেপিসি)-র কাছে ১২ পাতার একটি নোট জমা দেন তিনি। ওই নোটে আইন কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান সাফ জানিয়েছেন, 'এক দেশ, এক ভোট' সংক্রান্ত প্রস্তাবিত আইনটি অসাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী।' কমিটির কাছে আইনজীবী হরিশ সালভে দাবি করেন, একসঙ্গে ভোট করতে যে সমস্ত সাংবিধানিক রীতিনীতির প্রয়োজন, সেগুলি রয়েছে। সংবিধানের মূল কাঠামো এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে যে দাবি করা হয়েছে, তাও মানতে অস্বীকার করেন হরিশ সালভে। প্রাক্তন বিচারপতি বলেন, 'এক দেশ, এক ভোট' বিলে অসংখ্য ভুল রয়েছে। নির্বাচন কমিশনকে রাজ্যগুলির বিধানসভা ভোট স্থগিত রাখার ক্ষমতা দেওয়া তার মধ্যে অন্যতম। প্রায় ৫ ঘণ্টার বৈঠক শেষে জেপিসির চেয়ারম্যান পিপি চৌধুরী জানান, বৈঠক ইতিবাচক হয়েছে।

মনরেগা নিয়ে সরব সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : মনরেগা বা ১০০ দিনের কাজে কেন্দ্রীয় বাজেটে বরাদ্দ কমানোয় ক্ষোভ প্রকাশ করলেন সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধি। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বাজেট-পরবর্তী আলোচনায় তিনি বলেন, 'মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের আমলে যে মনরেগা আইন তৈরি হয়েছিল, বর্তমান সরকার তা দুর্বল করে দিয়েছে। বিজেপি সরকার যেভাবে ১০০ দিনের কাজ প্রকল্প দুর্বল করছে এবং বাজেটবরাদ্দ মাত্র ৮৬ হাজার কোটি টাকা করা হয়েছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।'

প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রী বলেন, 'গতবারের তুলনায় এবার বাজেট বরাদ্দ কমেছে ৪ হাজার কোটি টাকা। অথচ যে টাকা দেওয়া হয়েছে, তার প্রায় ২০ শতাংশ চলে যাবে আগের বছরের বকেয়াগুলি মেটাতেই।'

সোনিয়া এদিন বলেন, বর্তমানে মনরেগা একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাধ্যতামূলকভাবে আধারভিত্তিক মজুরি দেওয়ার ব্যবস্থা, ন্যাশনাল মোবাইল মনিটরিং সিস্টেম শ্রমিকদের মজুরি প্রদানে লাগাতার বিলম্ব ঘটাচ্ছে। যে টাকা দেওয়া হচ্ছে, তা মুদ্রাস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

১০০ দিনের কাজে ন্যূনতম মজুরির পরিমাণ ৪০০ টাকা এবং কাজের দিনের সংখ্যা ১০০ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ দিন করার সওয়ালও করেছেন সোনিয়া গান্ধি।

ইজরায়েলি হানায় নিহত একজনের দেহ সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন দুই প্যালেস্তিনীয়। মঙ্গলবার গাজায়।

গাজায় ইজরায়েলি হামলা, হত ৪১৩

বন্দিদের মেরে ফেলার হুমকি হামাসের

তেল আভিভ, ১৮ মার্চ : দু-মাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি শেষ হতেই গাজায় হামলা শুরু করে দিল ইজরায়েলি সেনা। মঙ্গলবার রাতভর চলা বিমান হামলায় দক্ষিণ গাজার খান ইউনূস শহরে কমপক্ষে ৪১৩ জন প্যালেস্তিনীয়ের মৃত্যু হয়েছে। আহত ২০০-র বেশি। যদিও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের একাধিক সূত্রে মৃতের সংখ্যা ৪৫০ ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। হতাহতদের অনেকেই মহিলা ও শিশু বলে গাজার স্বাস্থ্য দপ্তরের মুখপাত্র খলিল দেগরান জানিয়েছেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন গাজায় হামাস প্রশাসনের প্রধান ইসাম-আল-দালিস সহ বেশ কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় আধিকারিক।

ইজরায়েল একতরফা হামলা চালিয়ে গেলেও আশ্চর্যজনকভাবে নীরব প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি গোষ্ঠী হামাস। এদিন পর্যন্ত তাদের তরফে প্রত্যাঘাতের খবর মেলেনি। হামাস নেতা ইজ্জর-আল-রিশেক ইজরায়েল সরকারকে সতর্ক করে বলেছেন, 'প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর যুদ্ধ শুরু করার সিদ্ধান্ত ইজরায়েলি বন্দিদের মৃত্যুদণ্ডের শামিল।' হামাস নেতার অভিযোগ, ইজরায়েলে অতি ডানপন্থী জোট সরকারকে ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতেই গাজায় হামলা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন নেতানিয়াহু। যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গের জন্য কারা দায়ী শান্তি আলোচনায় মধ্যস্থতাকারীদের কাছে সেই তথ্য প্রকাশ করার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।এদিকে গাজায় হামলা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ইজরায়েলে। সাধারণ মানুষের অনেকে এদিনের হামলা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। 'হস্টেজেস অ্যান্ড মিসিং ফ্যামিলিজ ফোরাম'-এর তরফে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'হামাসের ভয়াবহ বন্দিদশা থেকে আমাদের প্রিয়জনদের ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করায় আমরা হতবাক, ক্ষুব্ধ এবং আতঙ্কিত।' হামাসের হেপাজতে থাকা বন্দিদের ফিরিয়ে আনতে না পারা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থার প্রধানকে বরখাস্ত করার বিরুদ্ধে ইজরায়েল জুড়ে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে নেতানিয়াহু বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক ও নাগরিক সংগঠন।

নেতানিয়াহু নিজের অবস্থানে অনড়। তাঁর দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বার বার বলা সত্ত্বেও বন্দি ইজরায়েলিদের মুক্তি দিচ্ছে না হামাস। গাজায় তারা শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করছে। মঙ্গলবার হামাসের ঘাঁটি ধ্বংস করতে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে হামলা চালানো হয়েছে। ইজরায়েল সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করেছে আমেরিকা। হোয়াইট হাউসের প্রেস সচিব ক্যারোলিন লেভিজ বলেন, 'গাজায় হামলা চালানোর ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও মার্কিন সরকারকে আগাম জানিয়েছিলেন ইজরায়েলের প্রতিনিধিরা। আমাদের প্রেসিডেন্ট আগেই স্পষ্ট করেছেন যে, শুধু ইজরায়েল নয়, যারা আমেরিকায় সন্ত্রাস ছড়াতে চাইছে সেই ইরান, হামাস, হুথি সবাইকে এর খেসারত দিতে হবে। ওদের ওপর নরক নেমে আসবে।'

শান্তির শর্ত পুতিনের : ইউক্রেনে ৩০ দিনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে মরিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই ইস্যুতে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন তিনি। সেই ফোনালাপের আগেই যুদ্ধ বন্ধের শর্ত দিয়েছেন পুতিন। রুশ সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতির শর্ত হিসাবে ইউক্রেনে যাবতীয় অস্ত্র সাহায্য বন্ধ রাখার ব্যাপারে ট্রাম্পের কাছে নিশ্চয়তা চাইবেন পুতিন। এই শর্ত শুধু আমেরিকার ক্ষেত্রে কার্যকর হবে তাই নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিকেও ইউক্রেনকে দেওয়া সব ধরনের সামরিক সাহায্য বন্ধ রাখতে হবে।

রাশিয়া এমন শর্ত দেবে পুতিনের সহযোগী ইউরি উশকভের কথায় সেই ইঙ্গিত মিলেছে। প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমরা এটিকে এক কঠিন পরিস্থিতিতে ইউক্রেনীয় বাহিনীকে স্বস্তি দেওয়ার চেষ্টা হিসেবে দেখছি। রাশিয়ার সেনা এখন সব ফ্রন্টে এগোচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতিকে কাজে লাগিয়ে ইউক্রেন তার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার সুযোগ পাবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমরা সামরিক সরবরাহ বন্ধ রাখার বিষয়টি বিবেচনা করছি।' ইউক্রেন বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রে সিবিগা বলেন, 'রাশিয়া সত্যিই শান্তি চায় কি না এবার সেটা বোঝা যাবে। আশা করি ওরা নিঃশর্তভাবে শান্তি বৈঠকের প্রস্তাবে সম্মত হবে।'

সংঘের দপ্তরে যাবেন নমো

নাগপুর, ১৮ মার্চ : আরএসএসের সঙ্গে ঠান্ডাযুদ্ধে আপাতত দাঁড়ি টানছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের সময় সংঘ এবং বিজেপির মধ্যে যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল, তা অনেক আগেই মেটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এবার আরএসএসের সদর দপ্তরে হাজির হয়ে সেই দূরত্ব পুরোপুরি মিটিয়ে ফেলতে চান মোদি। ৩০ মার্চ নাগপুরে মাধব নেত্রালয় আই ইনস্টিটিউট অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। ওই সময়ই রেশমবাগে যেতে পারেন মোদি। ওই চক্ষু হাসপাতালের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও সরসংঘচালক মোহন ভাগবত, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করি, মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশেরও হাজির থাকার কথা। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে একবারও সংঘের সদর দপ্তরে যাননি মোদি। শুধু মোদি নন, ভারতের কোনও প্রধানমন্ত্রী কখনও সংঘের সদর দপ্তরে যাননি। আসন্ন সফরে ভাগবতের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার পাশাপাশি নতুন বিজেপি সভাপতি কে হবেন, তা নিয়েও কথা হতে পারে। রবিবার একটি পডকাস্টে মোদি তাঁর জীবনে রামকৃষ্ণ মিশন, স্বামী বিবেকান্দ এবং আরএসএসের ভূমিকার কথা স্বীকার করেন।

বঙ্গ সাংসদদের ডাক রাষ্ট্রপতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : প্রথমবারের মতো পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত ৪২ জন সাংসদকে একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ভবনে আমন্ত্রণ জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার সকালে রাইসিনা ভবনে একটি চা-চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বাংলার সাংসদরা অংশ নেবেন। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এই চা-চক্র শুরু হবে। আমন্ত্রিতদের তালিকায় তৃণমূলের ২৯ জন, বিজেপির ১২ জন এবং কংগ্রেসের একমাত্র সাংসদ ঈশা খান চৌধুরী রয়েছেন। তবে বসিরহাটের সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের প্রয়াণের কারণে বর্তমানে বাংলার সাংসদ সংখ্যা ৪১। সেই হিসেবেই ৪১ জন সাংসদ রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ পেয়েছেন ।

ঊর্ধ্বমুখী বাজার

মুম্বই, ১৮ মার্চ : সপ্তাহের দ্বিতীয় লেনদেনের দিনে বড় অঙ্কের উত্থান হল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স ফের ফিরল ৭৫ হাজারের ওপরে। একইভাবে নিফটিও উঠে এল ২২৮০০-এর ওপরে। এই উত্থানে এক দিনেই লগ্নিকারীদের সম্পদ বাড়ল ৭ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি। মঙ্গলবার, আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারের উত্থানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠল দুই সূচক। দিনের শেষে সেনসেক্স ১১৩১.৩১ পয়েন্ট উঠে ৭৫৩০১.২৬ পয়েন্টে পৌঁছেছে। নিফটি ৩২৫.৫৫ পয়েন্ট উঠে থিতু হয়েছে ২২৮৩৪.৩০ পয়েন্টে।

মঙ্গলবার লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে দিল্লি বিধানসভায় স্বাগত জানালেন মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা।

আর্জি তুলসীকে

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খালিস্তানি জঙ্গিদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে বহুদিন ধরেই ভারত উদ্বিগ্ন। খালিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনের হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে এক ভারতীয়ের বিরুদ্ধে মামলা করেছে মার্কিন প্রশাসন। এই পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গাবার্ডের বৈঠক হল নয়াদিল্লিতে। তুলসীকে প্রয়াগরাজ সংগম মহাকুম্ভের ঘড়াভর্তি গঙ্গাজল উপহার দিয়েছেন মোদি। এর আগে তুলসী অজিত ডোভাল ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজনাথ খালিস্তানির বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জানিয়েছে, বৈঠকে সন্ত্রাস দমন, সাইবার নিরাপত্তা ও নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন সুরক্ষা বিষয়ক অংশীদারি নিয়ে কথা হয়েছে।

ওবিসি তালিকা যাচাইয়ে ৩ মাস

রাজ্যের আবেদনে সায় সুপ্রিম কোর্টের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : অন্যান্য পিছিয়ে পড়া শ্রেণি (ওবিসি)-র তালিকায় কারচুপির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে রাজ্য সরকারের নতুন করে সমীক্ষা চালানোর আবেদনে সম্মতি দিল সুপ্রিম কোর্ট। এজন্য রাজ্যকে ৩ মাসের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি বিআর গভাইয়ের বেঞ্চে মঙ্গলবার রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিবাল জানান, ওবিসি তালিকায় সংশোধনের জন্য সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। এর ফলে স্পষ্ট হয়ে যাবে কারা ওবিসি তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য। এজন্য ৩ মাস সময় লাগবে। আবেদন মঞ্জুর করে বিচারপতি বিআর গভাই এবং বিচাপতি এজি মসিহর বেঞ্চ। ৩ মাস পর আদালতে সমীক্ষা রিপোর্ট জমা দেবে সরকার। ততদিন স্থগিত থাকবে শুনানি। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজ্য সরকার আপাতত স্বস্তি পেল বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

ওবিসি সংরক্ষণ তালিকায় কারচুপির অভিযোগে এর আগে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। গত বছর মে-তে সেই মামলার রায়ে রাজ্য সরকারের দেওয়া যাবতীয় ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে দেয় হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা এবং বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর বেঞ্চ। এর জেরে প্রায় ১২ লক্ষ ওবিসি শংসাপত্র বাতিল হয়ে যায়। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তর। শীর্ষ আদালতে ওবিসি শংসাপত্র নিয়ে সমীক্ষা চালানোর কথা জানিয়ে রাজ্য সরকার পরোক্ষে তালিকায় গরমিলের অভিযোগকেই মান্যতা দিল বলে মনে করছে পর্যবেক্ষক মহল।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু

আক্ষেপ মেটানোর বিরাট-মঞ্চ

মাঝে আর কয়েক দিন। ২২ মার্চ ইডেন গার্ডেন্সে উদ্বোধনী দ্বৈরথ। গতবারের চ্যাম্পিয়ন কলকাতা নাইট রাইডার্সের সামনে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। নতুন আসরে নয়া দৌড়ের আগে কতটা প্রস্তুত আরসিবি, সেদিকেই চোখ রাখলেন সঞ্জীবকুমার দত্ত।

‘এ সালা কাপ নামদে’। বাংলা অর্থ এবার ট্রফি আমাদের। তারকাখচিত দল গড়েও গত ১৭ বছরে যদিও যে স্বপ্ন পূরণ হয়নি। বিরাট কোহলির উজ্জ্বল কেরিয়ারেও একটাই আক্ষেপ আইপিএল না পাওয়া। প্রশ্ন অষ্টাদশ প্রচেষ্টায় কি লক্ষ্যপূরণ হবে?

২০২৪-এ চতুর্থ স্থান

অধিনায়ক : রজত পাতিদার

হেড কোচ : অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার
ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট : মো বোবাট
ব্যাটিং কোচ : দীনেশ কার্তিক। **বোলিং কোচ :** ওমকার সালভি
ঘরের মাঠ : এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম, বেঙ্গালুরু
প্রথম ম্যাচ : ২২ মার্চ, কলকাতা নাইট রাইডার্স
দামি ক্রিকেটার : বিরাট কোহলি (২১ কোটি)

স্কোয়াড

রিটেইন
বিরাট কোহলি (২১ কোটি), রজত পাতিদার (১১ কোটি), যশ দয়াল (৫ কোটি)

নিলাম থেকে
লিয়াম লিভিংস্টোন (৮.৭৫), ফিল সল্ট (১১.৫০), জিতেশ শর্মা (১১), জোশ হ্যাজেলউড (১২.৫০), ভুবনেশ্বর কুমার (১০.৭৫), ক্রুণাল পান্ডিয়া (৫.৭৫), টিম ডেভিড (৩), লুঙ্গি এনগিডি (১)।

শক্তি

ওপেনিং জুটি : বিরাট কোহলির সঙ্গী ফিল সল্ট। টি২০ লিগ এবং আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সল্ট সফল। আরসিবি-র জার্সিতে বিরাটের ব্যাট বরাবর চওড়া। জুটিতে লুটির অঘোষিত স্লোগানের সফল বাস্তবায়ন ঘটে কি না, সেটাই দেখার।

পেস ব্রিগেড : পেস ব্রিগেডের সমস্যা মেটাতে নিলাম থেকে জোশ হ্যাজেলউড, ভুবনেশ্বর কুমারকে নিয়েছে আরসিবি। রিটেইন করে ২০২৪ সালে সফল যশ দয়াল। আছেন পেস অলরাউন্ডার রোমারিও শেফার্ড, লুঙ্গি এনগিডিও।

দুর্বলতা

দক্ষ স্পিনার : যুযবেন্দ্র চাহালকে ছাড়ার পর থেকে স্পিন বিভাগ কমজোরি। এবারও স্পিন চিন্তার কারণ। ক্রুণাল পান্ডিয়ার সঙ্গে সুযশ শর্মা-চিন্তা কতটা দূর করতে পারেন, প্রশ্ন থাকবে।

মিডল অর্ডার : মিডল অর্ডারে ইনিংস টানার লোক কম। রজত পাতিদার, জিতেশ শর্মা, টিম ডেভিড, লিয়াম লিভিংস্টোনদের ভরসায় ম্যারাথন লিগে বৈতরণি পার সহজ নয়।

এক্স ফ্যাক্টর

হ্যাজেলউড
অজি স্পিডস্টারের ৪ ওভার গুরুত্বপূর্ণ। শুরুতে ধাক্কা দেওয়ার পাশাপাশি ডেথে প্রতিপক্ষকে আটকে রাখা, হ্যাজেলউডের নিয়ন্ত্রিত বোলিং তুরুপের তাস হতে পারে।

সেরা পারফরমেন্স : রানার্স (২০০৯, ২০১১, ২০১৬)
সর্বাধিক স্কোর : ২৬৩/৫, পুনে ওয়ারিয়র্স ইন্ডিয়া, ২০১৩
সর্বনিম্ন রান : ৪৯, কলকাতা নাইট রাইডার্স, ২০১৭

সর্বাধিক রান : ৮০০৮, বিরাট কোহলি
এক মরশুমে সর্বাধিক রান : ৯৭৩, বিরাট কোহলি, ২০১৬
সর্বাধিক ১০০ : ৮, বিরাট কোহলি
সর্বাধিক ছক্কা : ২৭২, বিরাট কোহলি

থিম সং : প্লে বোল্ড
লোগো : মিস্টার নাগস (কৌতুক চরিত্র)

সম্ভাব্য একাদশ : বিরাট কোহলি, ফিল সল্ট, লিয়াম লিভিংস্টোন, রজত পাতিদার, জিতেশ শর্মা, ক্রুণাল পান্ডিয়া, টিম ডেভিড, স্বপ্নিল সিং, ভুবনেশ্বর কুমার, জোশ হ্যাজেলউড ও যশ দয়াল।

রজতের জন্য ভালোবাসা প্রার্থনা বিরাটের

ওয়ার্ম আপে ফুটবলে মেতে বিরাট কোহলি। মঙ্গলবার।

বেঙ্গালুরু, ১৮ মার্চ : দল তাঁকে আবারও অধিনায়ক করতে চেয়েছিল।

যদিও রাজি হননি বিরাট কোহলি। ফাফ ডুপ্লেসির শূন্যপদে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর নেতৃত্বে তাই রজত পাতিদার। এদিন ফের নতুন আইপিএল অধিনায়কের পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের প্রতি বার্তা দিলেন কিং কোহলি। গত দেড় দশকের বেশি সময় ধরে ভালোবাসা পেয়েছেন আরসিবি-র সমর্থকদের থেকে। চান, এবার একইভাবে সমর্থকরা ভালোবাসায় ভরিয়ে দিক রজত পাতিদারকে।

> বিরাটভাই, এবি ডিভিলিয়ার্স, ক্রিস গেইলের মতো কিংবদন্তিরা আরসিবি-তে খেলেছেন। ওদের দেখে বড় হয়েছি। প্রথম থেকেই আরসিবি-র প্রতি বাড়তি টান ছিল আমার। টি২০ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি।
>
> **রজত পাতিদার**

গতকাল আরসিবি-র ‘আনবক্স ইভেন্ট’-এ বিরাট অবিশ্বাস্য প্রতিভা আখ্যা দেন পাতিদারকে। দাবি, মস্তিষ্কও অত্যন্ত ক্ষুরধার। শুধু আসন্ন মরশুমেই নয়, আগামী কয়েক বছর যে মস্তিষ্ক, কাঁধ দলকে নতুন দিশা দেখাবে। সমর্থকদের উচিত সর্বাত্মকভাবে নতুন অধিনায়কের পাশে থাকা।

পাতিদারের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে কোহলি বলেছেন, ‘এরপর যে ছেলেটা আসছে, সে দীর্ঘদিন আপনাদের নেতৃত্ব দেবে। যতটা সম্ভব ভালোবাসা দিন ওকে। দুর্দান্ত প্রতিভা। অসাধারণ প্লেয়ার। মাথাটাও অত্যন্ত ক্ষুরধার। আমি নিশ্চিত দলের দায়িত্ব নিয়ে দারুণ কাজ করবে, দলকে সামনের দিকে এগিয়ে দেবে। এজন্য যা যা গুণ থাকা দরকার, সবই রয়েছে ওর মধ্যে।’

অনুষ্ঠানের মধ্যমণি স্বভাবতই বিরাট। হাউসফুল এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে নিরবচ্ছিন্ন বিরাট-ওয়েভ। বিরাট যখন বলতে শুরু করেন, দর্শকদের বাঁধনহারা উচ্ছ্বাস। ‘বিরাট, বিরাট’ আওয়াজের শব্দব্রহ্ম থামছিল না। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায়, সঞ্চালক বলতে বাধ্য হন, ‘আপনারা চুপ করুন, বিরাটকে বলতে দিন’। ভরা চিন্নাস্বামীতেই সমর্থকদের সামনে পাতিদারের প্রশংসায় মাতেন বিরাট।

রজতের মুখেও বিরাটভাই। বলেছেন, ‘বিরাটভাই, এবি ডিভিলিয়ার্স, ক্রিস গেইলের মতো কিংবদন্তিরা আরসিবি-তে খেলেছেন। ওদের দেখে বড় হয়েছি। প্রথম থেকেই আরসিবি-র প্রতি বাড়তি টান ছিল আমার। টি২০ ক্রিকেটের অন্যতম সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি।’

অধিনায়কের পাশাপাশি এবারের দল নিয়েও বিরাট আত্মবিশ্বাসী। বিশ্বাস, ১৭ বছরের অধরা স্বপ্নপূরণের রসদ রয়েছে এই দলের মধ্যে। আরও বলেছেন, ‘এবারের দলটাও দারুণ হয়েছে। বেশ কিছু আকর্ষণীয় ক্রিকেটারকে পেয়েছি আমরা। প্রতিভারও অভাব নেই দলে। ব্যক্তিগতভাবে আমি উত্তেজিত এবং দলকে লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে মরিয়া। বিগত বছরের মতো আমি নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’

গত সতেরো প্রচেষ্টায় ট্রফি আসেনি। কিন্তু তারপরও সমর্থনের অভাব হয়নি। বিরাটের মুখে সেই কথা। পাশাপাশি দ্বিতীয় ঘর বেঙ্গালুরুতে পা রাখার খুশিও তাঁর চোখেমুখে। জানিয়ে দিলেন, গার্ডেন সিটিতে আসা, সমর্থকদের কাছে পাওয়ার অনুভূতি বরাবরই স্পেশাল তাঁর কাছে। গত ১৭ বছর প্রচুর ভালোবাসা পেয়েছেন। এবার আঠারো নম্বর বছর। প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করতে চান।

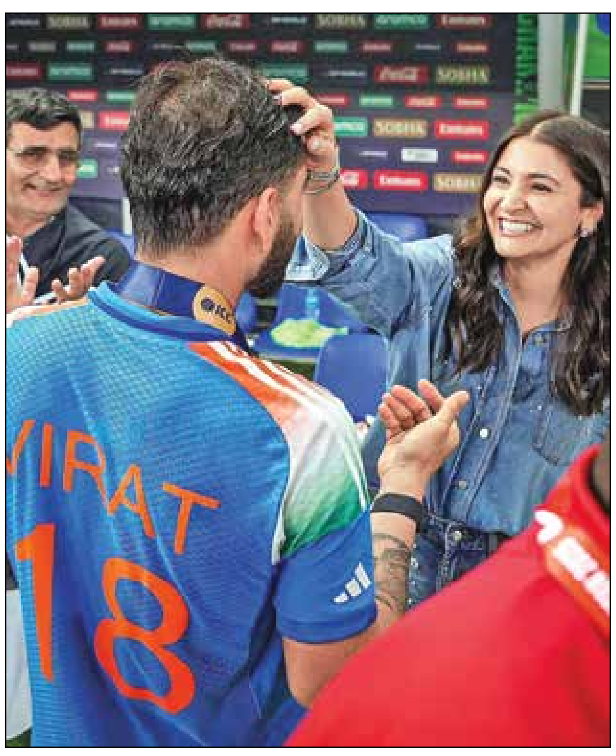

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পর স্ত্রী অনুষ্কা শর্মার সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নিতে দেখা যায় বিরাট কোহলিকে।

কোহলির পাশে কপিল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : বিদেশ সফরে স্ত্রী, পরিবার নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কড়াকড়ি ইস্যুতে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন বিরাট কোহলি। হেঁয়ালিভরা দীর্ঘ পোস্টে পালটা দেন বিরাট-ঘরনি অনুষ্কাও। এবার কোহলিদের সঙ্গে সহমত পোষণ করলেন তিরাশির বিশ্বজয়ী অধিনায়ক কপিল দেব।

এই প্রসঙ্গে কপিল বলেছেন, ‘এটা বিসিসিআইয়ের সিদ্ধান্ত। যার সঙ্গে অনেকে একমত নাও হতে পারেন। কিন্তু আমি বলব, লম্বা সফরে ক্রিকেটারদের পাশে থাকাটাও যেমন দরকার। তেমনি দলের প্রতি ফোকাস রাখাটাও গুরুত্বপূর্ণ সবসময়।’

সদ্যসমাপ্ত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে বিরাট, রবীন্দ্র জাদেজা, মহম্মদ সামিদের পরিবার দুবাইয়ে থাকলেও টিম হোটেলে ছিলেন না। পরিবারের খরচ ক্রিকেটাররাই বহন করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কপিল বলেছেন, ‘আমাদের সময় আমরা বলতাম, সবকিছু বোর্ড করবে না। এটা হল ক্রিকেটের একটা দিক। অন্য একটা বিষয় হল, প্রিয়জনরাও ক্রিকেটারদের সঙ্গে সময় কাটাবে। ক্রিকেট উপভোগ করবে। তবে এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রাখাটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়।’

পরিবার নীতিতে বদল আনতে পারে বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : বিরাট কোহলির সমালোচনার জের। বিদেশ সফরের দলের সঙ্গে খেলোয়াড়দের পরিবারের থাকা নিয়ে বর্তমান অবস্থান বদলের ভাবনা ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের। অস্ট্রেলিয়া সফরের ভরাডুবির পর নতুন নিয়ম

বিরাট-সমালোচনার জের

আনে বোর্ড। একঝাঁক বিধিনিষেধ আনা হয় খেলোয়াড়দের পরিবারের সফরসঙ্গী হওয়া নিয়ে।

কয়েকদিন আগে বিরাট যে ব্যাপারে মুখ খুলেছিলেন। সমালোচনা করেন যে নীতির। দাবি করেন, দিনের শেষে পরিবারকে সঙ্গে পাওয়া, ক্রিকেটারদের জন্য রসদ, নতুন অক্সিজেন। আর পাঁচটা মানুষের মতো পরিবারকে পাশে পাওয়া খেলোয়াড়দেরও সাহায্য করে স্বাভাবিক থাকবে। যা ভালো খেলার জন্য আবশ্যিক।

বিরাটের যে প্রতিক্রিয়ার পর নড়েচড়ে বসছেন বোর্ড কর্তারাও। বিসিসিআইয়ের সূত্রের দাবি, পরিবার নিয়ে কড়া নিয়ম শিথিল করা হতে পারে। বর্তমান নিয়মে ৪৫ দিনের বিদেশ সফরে সপ্তাহ দুয়েকের বেশি পরিবারকে সঙ্গে রাখতে পারবেন না খেলোয়াড়রা। সফর আরও সংক্ষিপ্ত হলে, সময়সীমা কমে এক সপ্তাহ। এছাড়াও বিভিন্ন টুর্নামেন্টে হঠাৎ হঠাৎ জারি করা নিষেধাজ্ঞা রয়েইছে।

বোর্ডের যে কড়া নিয়মবিধি নিয়ে বিরাটের পালটা যুক্তি ছিল, মানসিকভাবে ভালো থাকতে পরিবারের বিকল্প নেই যে কোনও খেলোয়াড়ের কাছে। এটা শুধু তার নয়, প্রতিটি ক্রিকেটারের বক্তব্য। ভারতের প্রথম বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক কপিলদেবও এই ব্যাপারে বিরাটের বক্তব্যকে সমর্থন করেছেন। খবর, বিরাটের যে যুক্তির সঙ্গে সহমত বোর্ডের একটা বড় অংশ। যার প্রতিফলন সম্ভবত পড়তে চলেছে আসন্ন ইংল্যান্ড সফরে।

মিডল অর্ডারে নামতে পারেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : টিম ইন্ডিয়ায় তিনি ওপেনিং করেছেন, তিন নম্বরে খেলেছেন আবার মিডল অর্ডারেও নামতে দেখা গিয়েছে। আসন্ন আইপিএলেও সেই সম্ভাবনা বাড়ছে। দলের স্বার্থকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে মিডল অর্ডারে দেখা যেতে পারে লোকেশ রাহুলকে। দিল্লি ক্যাপিটালসের একটি সূত্র এমনটাই দাবি করেছে। লোকেশ মিডল অর্ডারে নামলে জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্কের সঙ্গে ওপেনিংয়ে আসতে পারেন ফাফ ডুপ্লেসিকে। গত তিন বছর রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর জার্সিতে ওপেনিংয়ে সফল হয়েছিলেন তিনি। এবারও ডুপ্লেসিকে একই দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা দিল্লি শিবিরের। সেক্ষেত্রে লোকেশের সঙ্গে মিডল অর্ডারের দায়িত্ব সামলাবেন অক্ষর প্যাটেল ও ট্রিস্টান স্টাবস।

মাহির ফিটনেসের রহস্যভেদ ভাজ্জির

প্রস্তুতির মাঝেই সারমেয়-সেবা ধোনির

চেন্নাই, ১৮ মার্চ : সামনের ৭ জুলাই চুয়াল্লিশে পা রাখবেন।

যদিও ফিটনেসে এখনও হাঁটুর বয়সিদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষমতা ধরেন। বাইশ গজে দৌড় হোক বা বন্ধুদের সঙ্গে ডান্স ফ্লোরে ঝড় তোলা- মহেন্দ্র সিং ধোনি ছুটছেন নিজের গতিতে। বহাল তবিয়তে বিন্দাস মেজাজও। আইপিএল প্রস্তুতির মাঝেও যার ব্যতিক্রম হয়নি।

> এই বয়সেও প্র্যাকটিসে সবার আগে ঢোকে এমএস। সবার পর বেরোয়। এটাই বাকিদের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির তফাত।
>
> **হরভজন সিং**

সতীর্থদের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টার পাশাপাশি থাকছে স্পেশাল মাহি-টিপস। এদিন আবার ধরা পড়ল ‘ক্যাপ্টেন কুল’-এর সারমেয়-প্রেম। অতীতে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে থাকা ডগ স্কোয়াড নিয়ে ধোনির উৎসাহের ছবি বারবার ধরা পড়েছে ক্যামেরায়। চেন্নাই সুপার কিংসের অনুশীলনেও তারই পুনরাবৃত্তি। ডাগআউটে বসে নিজের হাতেই বিস্কুট খাওয়াতে দেখা গেল মাঠের মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া সারমেয়কে।

নেতৃত্ব ছেড়েছেন আগেই। যদিও হলুদ ব্রিগেডের কেন্দ্রীয় চরিত্র ‘থালা’। গত কয়েকদিন ধরে আন্তর্জাতিক তারকারা একে একে দলের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন। প্রস্তুতিতে জোর দিতে একটু আগেভাগেই তামিলনাড়ুর রাজধানী শহর চেন্নাইয়ে পা রাখেন ভারত তথা আইপিএলের সফলতম অধিনায়ক। মাহির খোশমেজাজ, বয়সকে বুড়ো আঙুল দেখানো এনার্জির স্পর্শে ফুটছে বাকিরাও।

তেতাল্লিশের মাহির যে এনার্জি দেখে রীতিমতো অবাক হরভজন সিংও। সম্প্রতি দেখা হয়েছিল দুইজনের। প্রাক্তন সতীর্থকে যেখানে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এই বয়সে এত এনার্জি পান কীভাবে? মাহির উত্তরে স্তম্ভিত হরভজন এদিন বলেছেন, ‘কয়েকদিন আগে ওর সঙ্গে দেখা হয় এক বিয়ের অনুষ্ঠানে। দুর্দান্ত ফিট লাগছিল। জিজ্ঞাসা করি এই বয়সে এখনও কীভাবে ম্যাচ ফিট রাখো নিজেকে? উত্তরে মাহি বলে, ‘হ্যাঁ, ব্যাপারটা সহজ নয়। কিন্তু আমি শুধু এটাই (ক্রিকেট) পারি। এর মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পাই। ক্রিকেট না খেলে গোটা বছর কাটানো আমার পক্ষে কঠিন। খিদেটা যতদিন থাকবে, চালিয়ে যাব।’ মুখে বলা শুধু নয়, মাহি করেও দেখাচ্ছে। শুধু খেলব বলে খেলা বা টিকে থাকা নয়, বোলারদের ওপর দাপটও চালাচ্ছে।’

সিএসকে শিবিরে মাহির প্র্যাকটিস শিডিউলের রহস্যও ফাঁস করলেন হরভজন। এক-আধঘণ্টা নয়, প্রতিদিন নেটে নাকি ২-৩ ঘণ্টা ব্যাট করেন। বাকি বছর ক্রিকেট থেকে দূরে থাকেন। আইপিএলের জন্য নিজেকে তৈরি করতে তাই বাড়তি ঘাম ঝরানো। ভাজ্জি জানান, এই বয়সেও প্র্যাকটিসে সবার আগে ঢোকেন এমএস। সবার পর বেরোন। এটাই বাকিদের সঙ্গে মহেন্দ্র সিং ধোনির তফাত।

রাজস্থান শিবিরে যোগ দিলেন সঞ্জু

শর্টবল ‘ভীতিকে’ ছক্কা হাঁকিয়ে দৌড় শ্রেয়সের

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : ক্রিজে শ্রেয়স আইয়ার আসা মানে বোলারদের হাত থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বাউন্সার বেরিয়ে আসা। শর্টবলে তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিতে কার্পণ্য করেননি প্রতিপক্ষ পেসাররা। যদিও চোট সারিয়ে জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনের পর ছবিটা একেবারে উলটো। শর্টবলের দুর্বলতা প্রায় উধাও। উলটে শর্টবলকেই ছক্কা হাঁকিয়ে দৌড়োচ্ছেন শ্রেয়স!

প্রত্যাবর্তনের পর ইংল্যান্ড সিরিজ বা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি-তারই প্রতিফলন। জাতীয় দলের জার্সি আপাতত কিছুদিন সরিয়ে রেখে আইপিএলে ফোকাস। পাঞ্জাব কিংসের অধিনায়কের গুরুভার। সেই প্রস্তুতির মাঝেই এদিন নিজের একদা শর্টবল ভীতি নিয়ে সোজাসাপটা শ্রেয়স। ইংল্যান্ড সিরিজে জোফ্রা আর্চারের শর্টবল পরিকল্পনা ভোঁতা করে দেওয়া তাঁকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছে। বুঝে যান জোফ্রাকে পারলে, বাকিদের শর্টবলকেও সামলে দিতে পারবেন।

জাতীয় দল থেকে বাদ পড়ার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলাও সাহায্য করেছে শ্রেয়সকে। নিজের

পাঞ্জাব কিংসের নেটে ব্যাটে শান শ্রেয়স আইয়ারের।

ব্যাটিং নিয়ে ভাবার সময় যেমন মিলেছে, তেমনই দুর্বলতা দূর করতে বাড়তি ঘাম ঝরিয়েছেন। সুফল দেখছে ক্রিকেট দুনিয়া। পাকা করে ফেলেছেন ভারতীয় ওডিআই দলে নিজের হারানো ৪ নম্বর পজিশনও। শ্রেয়স বলেছেন, ‘ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি এই মরশুমে। কঠিন বলেও ছক্কা হাঁকিয়েছি। নিশ্চিতভাবে আমাকে যা আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। টেকনিকের দিক থেকে কিছু পরিবর্তন কাজে আসছে।’

ভারতীয় দলে ফেরার পর বাইশ গজে রীতিমতো রুদ্রমূর্তিতে ব্যাট ঘোরাচ্ছেন। যে ব্যাটিং ধামাকায় সমালোচক, নির্বাচকদের প্রতি বার্তাও দেখছেন কেউ কেউ। যদিও শ্রেয়স এভাবে বিষয়টি দেখতে নারাজ। গত নিলামে ২৬.৭৫ কোটি চমকপ্রদ দর পাওয়া তারকার মতে, কাউকে বার্তা দেওয়ার জন্য নয়, নিজের ওপর আস্থার প্রতিফলন ঘটছে বাইশ গজে। আর সাফল্য পেলে যেখানে যা বার্তা যাওয়ার ঠিকই চলে যায়। এই নিয়ে তাই বাড়তি মাথা ঘামানোর প্রয়োজন পড়ে না।

ওপেনিং পার্টনার যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে আলোচনায় সঞ্জু স্যামসন।

> ঘরোয়া ক্রিকেটে প্রচুর ম্যাচ খেলেছি এই মরশুমে। কঠিন বলেও ছক্কা হাঁকিয়েছি। নিশ্চিতভাবে আমাকে যা আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। টেকনিকের দিক থেকে কিছু পরিবর্তন কাজে আসছে।
>
> **শ্রেয়স আইয়ার**

এদিকে, রাজস্থান রয়্যালস শিবিরের জন্য স্বস্তির খবর। দলের প্রস্তুতি শিবিরে যোগ দিলেন সঞ্জু স্যামসন। ইংল্যান্ড সিরিজের পঞ্চম ম্যাচে আঙুলে চোট পান। গত মাসে আঙুলে অস্ত্রোপচার করেন। মেগা লিগের শুরু থেকে অধিনায়ককে পাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। সমর্থক, দলকে আশ্বস্ত করে দলের শিবিরে যোগ দিলেন সঞ্জু। টিম সূত্রে দাবি, সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচে নেতৃত্বের ব্যাটন হাতে মাঠে নামতে সমস্যা হবে না।

রাজস্থান রয়্যালসের তরফে এক্স হ্যান্ডলে একটি ভিডিও পোস্ট করা হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে জয়পুর বিমানবন্দরে পা রাখছেন সঞ্জু। বিমানবন্দর থেকেই সোজা সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে দলের প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে হাজির। অধিনায়ককে পেয়ে স্বভাবতই খুশির আবহ। গত বছর টপ অর্ডারে ভালো ছন্দে ছিলেন। এবারও ব্যাটিংয়ে অন্যতম ভরসা অধিনায়ক সঞ্জু।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ছন্দেই অনুশীলনে বরুণ-হর্ষিত

বুধবার কলকাতায় পৌঁছাচ্ছেন বিরাটরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মার্চ : বাড়ছে উন্মাদনা। চড়ছে পারদ। চূড়ান্ত কাউন্ট ডাউনও শুরু হয়ে যাচ্ছে কালই।

শনিবার কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম ম্যাচের লক্ষ্যে বুধবার বিকেলেই কলকাতায় হাজির হয়ে যাচ্ছেন বিরাট কোহলি, ফিল সল্টরা। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর কলকাতায় হাজির হওয়ার সঙ্গেই শনিবারের ম্যাচের উন্মাদনার পারদ আরও চড়বে নিশ্চিতভাবেই।

অষ্টাদশ আইপিএলের প্রথম ম্যাচের ভাগ্য শেষ পর্যন্ত কোন পথে যাবে, সময়ই তার জবাব দেবে। তার আগে আজ বিকেল পাঁচটা থেকে রাত প্রায় সাড়ে আটটা পর্যন্ত ক্রিকেটের নন্দনকাননে অনুশীলন চালিয়ে গেল কলকাতা নাইট রাইডার্স। সেই অনুশীলনের মূল আকর্ষণ হিসেবে ধরা দিলেন বরুণ চক্রবর্তী, হর্ষিত রানা। দুইজনই গতকাল রাতের দিকে কলকাতায় পৌঁছেছেন।

আজ বিকেল থেকে সন্ধ্যার দীর্ঘ অনুশীলনের মূল আকর্ষণ হিসেবে তাঁরা হাজির হলেন ক্রিকেটের নন্দনকাননে। সঙ্গে 'ম্যায় হুঁ না'র ঢংয়ে দলকে ভরসা দিলেন। দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ী টিম ইন্ডিয়ার ক্রিকেট সংসারে ছিলেন বরুণ-হর্ষিতরা। জোরে বোলার হর্ষিত দুবাইয়ে প্রথম দুই ম্যাচের পর প্রথম একাদশে সুযোগ পাননি আর। হর্ষিতের পরিবর্ত হিসেবে মাঠে নেমে তিন ম্যাচে নয় উইকেট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আবিষ্কার হয়ে উঠেছিলেন বরুণ। রোহিত শর্মার ভারতীয় দলের সাফল্যে তাঁর বিশাল অবদানের কথাও সবারই জানা। এহেন বরুণ-হর্ষিতদের আজ কেকেআর অনুশীলনে পাওয়া গেল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মেজাজেই।

অধিনায়ক আজিঙ্কা রাহানে, সহ অধিনায়ক ভেঙ্কটেশ আইয়ার, রোভমান পাওয়েল, অঙ্গকৃশ রঘুবংশীরা বারবার পরাস্ত হলেন রহস্য স্পিনারের স্পিনের জালে। দেখে মনে হচ্ছিল, কিউয়ি ব্যাটারদের মতো তাঁরাও বুঝতে পারছিলেন না বরুণের রহস্য। শনি-সন্ধ্যার ইডেনে বরুণের স্পিনের জালে কি জড়িয়ে যেতে পারেন বিরাট? যেভাবে আজ কেকেআর ব্যাটারদের ঘূর্ণির ফাঁদে বরুণ নাকানিচোবানি খাইয়েছেন, তারপর এমন সম্ভাবনা সত্যি হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। এমনিতেই কোহলির স্পিনের বিরুদ্ধে দুর্বলতার কথা সবারই জানা।

নাইট সংসারে স্বস্তি হিসেবে বরুণের উপস্থিতি যখন দলকে ভরসা দিচ্ছে। তখন হর্ষিতও তাঁর বৈচিত্র্যে ভরা বোলিং নিয়ে হাজির নাইটদের সংসারে। শেষবার কেকেআর যখন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, হর্ষিতের তখনও টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়নি। মাঝের সময়ে ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই গৌতম গম্ভীরের সংসারে হর্ষিত এখন নিয়মিত। এহেন হর্ষিতকে সন্ধ্যার ইডেনে দেখা গেল বোলিং কোচ ভরত অরুণের সঙ্গে স্পট বোলিংয়ের চর্চা করতে। ধারাবাহিকভাবে রঙিন মার্কারে বল ফেলে যাচ্ছিলেন হর্ষিত। যা দেখে বোলিং কোচ ভরতের হাসি ক্রমশ চওড়া হচ্ছিল।

বরুণ-হর্ষিতরা কেকেআর অনুশীলনে যতটা প্রভাবিত করলেন বাকিদের, তুলনায় বল হাতে স্পেনসার জনসন থেকে শুরু করে আনরিচ নর্তজেরা হতাশ করেছেন আজও। তাঁদের বোলিংয়ের লাইন, লেংথ নাইট টিম ম্যানেজমেন্টের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেবে নিশ্চিতভাবেই। এদিকে, আজ নাইটদের অনুশীলনে হাজির ছিলেন না আন্দ্রে রাসেল। জানা গিয়েছে, আজ বিশ্রামে ছিলেন তিনি।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের ব্যাটারদের ঘূর্ণির ফাঁদে নাকানিচোবানি খাইয়ে প্রস্তুতি শুরু বরুণ চক্রবর্তীর। স্পট বোলিংয়ে ভরসা দিলেন হর্ষিত রানাও। ছবি : ডি মণ্ডল

শিলংয়ের মাঠে অনুশীলনে সুনীল ছেত্রী।

ফের অভিষেক আজ সুনীলের!

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ মার্চ : বুধবার ফের একবার অভিষেক হতে চলেছে সুনীল ছেত্রীর।

এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের অভিযান শুরু করার আগে বুধবার মালদ্বীপের বিপক্ষে শেষ প্রস্তুতি ম্যাচ খেলতে নামছে ভারতীয় দল। যাঁরা যোগ দেননি তাঁরা বাদে, শিবিরে সকলেই ফিট বলে দাবি টিম ম্যানেজমেন্টের। এই ম্যাচেই অবসর ভেঙে ফিরে এসে প্রথমবার নীল জার্সি গায়ে চাপাতে চলেছেন সুনীল। তিনি দলকে জয়ের সরণিতে ফেরাতে পারেন কিনা, এখন সেদিকেই নজর সারা দেশের। তবে তাঁকে প্রথম একাদশে রাখবেন কিনা তা এখনও ঠিক করেননি মানোলো মার্কুয়েজ। অন্তত তাঁর বক্তব্য তেমনই, 'মাঠে তো অবশ্যই সুনীল নামবে। কিন্তু কতটা সময় খেলবে, শুরু করবে নাকি পরে নামবে, সেটা এখনও ঠিক করিনি। ৬ জন পরিবর্তন করা যাবে। অর্থাৎ ১৭ জন ফুটবলার খেলবে। সুনীল তার মধ্যে একজন তো হবেই।' ২০২১ সালের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে শেষবার দুই দলের খেলায় মনবীর সিং একটি এবং সুনীলের জোড়া গোল জেতায় ভারতকে। এবারও এই দুজনই জুটি বাঁধবেন কিনা সেটাই দেখার। এদিন অবশ্য তরুণদের সুযোগ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠলে বিরক্তির সুরে মানোলো বলেছেন, 'সিনিয়ার জাতীয় দল ফুটবলার তৈরির জন্য জায়গা নয়। এখানে তৈরি হয়ে ফুটবলার আসে। কারণ জাতীয় দলকে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট জিততে হয়। আর জিততে হলে ফর্মে থাকা তৈরি ফুটবলার প্রয়োজন।'

ভারত বনাম মালদ্বীপ
ম্যাচ শুরু : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, শিলং, **সম্প্রচার :** স্টার স্পোর্টস ৩ ও জিও হটস্টারে।

বুধবার ম্যাচ শুরু সন্ধ্যা সাতটায়। নতুন করে তৈরি হওয়া জওহরলাল নেহরু স্টেডিয়াম, যা পোলো গ্রাউন্ড নামেই পরিচিত, ম্যাচ সেখানেই। এদিন প্রায় ওই সময়েই মূল মাঠে অনুশীলন করল ভারতীয় দল। জানা গেল, সন্ধ্যার দিকে তাপমাত্রা ১৬ ডিগ্রির মতো হলেও হুহু করে ঠান্ডা হাওয়া নেমে আসছে আশপাশের পাহাড় থেকে। তবে, এই ঠান্ডাতেও মাঠ ভরে যাওয়ার সম্ভাবনা। মানোলোও শিলংয়ে পরিবেশ এবং মাঠ নিয়েও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্ছ্বসিত, 'এই প্রথমবার এখানে খেলব আমরা। কিন্তু এখানকার প্রচুর কোচ ও ফুটবলারের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তাই জানাই ছিল যে শিলং দারুণ জায়গা। গতবছর ডুরান্ড কাপের সময়েও এখানকার মাঠ, দর্শক, পরিবেশ প্রতিটি জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছে। তখনই মনে হয়েছিল, জাতীয় দলের এখানে খেলা উচিত।'

> এই প্রথমবার এখানে খেলব আমরা। কিন্তু এখানকার প্রচুর কোচ ও ফুটবলারের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। তাই জানাই ছিল যে শিলং দারুণ জায়গা। গতবছর ডুরান্ড কাপের সময়েও এখানকার মাঠ, দর্শক, পরিবেশ প্রতিটি জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছে। তখনই মনে হয়েছিল, জাতীয় দলের এখানে খেলা উচিত।
>
> মানোলো মার্কুয়েজ

মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিপক্ষে ম্যাচ। যা নিয়ে ওদেশে ইতিমধ্যেই প্রবল উৎসাহ। তার আগে মালদ্বীপের বিপক্ষে জিতে মনোবল বাড়ানোই এখন একমাত্র লক্ষ্য ভারতীয় দলের।

'ত্রিমুকুটে' লক্ষ্য এমবাপের

মাদ্রিদ, ১৮ মার্চ : মরশুমের শুরুতে ফরাসি তারকা কিলিয়ান এমবাপেকে নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু যতই মরশুম এগিয়েছে তিনি কিন্তু রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। এখনও পর্যন্ত রিয়াল জার্সিতে ৪৩ ম্যাচে ৩০ গোল করেছেন ফরাসি তারকা।

চলতি মরশুমে রিয়ালও দুরন্ত ছন্দে রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শেষ আটে পৌঁছে গিয়েছেন ফেডেরিকো ভালভের্দেরা। লা লিগায়ও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। এই মরশুমে 'ত্রিমুকুট' জয়ের সম্ভাবনা রয়েছে মাদ্রিদের। ফরাসি তারকা এমবাপে নিজেও চান, মাদ্রিদকে তাঁর প্রথম মরশুমে 'ত্রিমুকুট' জেতাতে। তিনি বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য, রিয়াল মাদ্রিদকে ত্রিমুকুট জেতানো। এই বছর ট্রেবল জয়ের সুযোগ রয়েছে আমাদের। এর আগে রিয়াল কখনও ত্রিমুকুট জেতেনি। এই মরশুমে সেটাই করতে চাই।'

প্যারিস সাঁ জাঁ-তে থাকার সময় শেষ দিকে ক্লাব সভাপতি নাসের আল খেলাইফির সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হয়েছিল এমবাপের। তবে সেই কথা এখন আর মনে রাখতে চান না। তিনি বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পিএসজি-র মুখোমুখি হলে আমি খেলাইফির সঙ্গে করমর্দন করব। নেতিবাচক কোনও ঘটনা মনে রাখতে চাই না। আমরা সবাই পেশাদার।'

সেমিফাইনালে নিজের পুরোনো ক্লাবের মুখোমুখি হতে পারেন এমবাপে। তবে এখনই সেই সব নিয়ে ভাবছেন না তিনি। বরং তাঁর লক্ষ্য, কোয়ার্টার ফাইনালে আর্সেনালকে হারানো। ফরাসি তারকা এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'গতবছর সবাই ভেবেছিল, পিএসজি-রিয়াল ফাইনালে খেলবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। এই মুহূর্তে আমি কোয়ার্টার ফাইনাল নিয়ে ভাবছি। আর্সেনালকে হারাতে হবে।'

ফ্রান্স দলের সঙ্গে নেশনস লিগের অনুশীলনে চলেছেন কিলিয়ান এমবাপে। মঙ্গলবার।

দীপকজ্যোতি পাচ্ছেন বিজয়ন

কলকাতা, ১৮ মার্চ : প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল কর্তা দীপক দাসের ২৪তম প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে শনিবার সমাজের বেশ কিছু গুণী মানুষকে 'দীপকজ্যোতি' সম্মান দিতে চলেছে লাল-হলুদ। এবার এই সম্মান পাচ্ছেন প্রাক্তন ফুটবলার আইএম বিজয়ন। এছাড়াও ময়দানের বর্ষীয়ান ফুটবল কোচ রঘু নন্দী এবং ক্রিকেট কোচ প্রণব নন্দীকে এই সম্মান দেওয়া হবে।

ডিসকাসে দ্বিতীয় ঐতিহ্য

রায়গঞ্জ, ১৮ মার্চ : রাজ্যস্তরের আন্তঃকলেজ স্পোর্টস অ্যান্ড গেমস চ্যাম্পিয়নশিপে মেয়েদের ডিসকাস থ্রোয়ে দ্বিতীয় হয়েছে ঐতিহ্য রায়। সোমবার কলকাতার সল্টলেক সাইয়ের মাঠে ৩৮.২১ মিটার ছুঁড়ে এই কৃতিত্ব অর্জন করে ঐতিহ্য।

নকআউটের প্রস্তুতি শুরু মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ মার্চ : আইএসএল লিগ-শিল্ড জিতেও মাটিতে পা হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার। জয়ের উচ্ছ্বাসে না ভেসে আইএসএল কাপকেই পাখির চোখ করেছেন তিনি। সেই জন্য মঙ্গলবার থেকেই প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হেডস্যর।

এদিন অনুশীলনে জাতীয় দলের থাকা খেলোয়াড়রা ছাড়া বাকি সবাই উপস্থিত ছিলেন। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক কড়া অনুশীলন করালেন মোলিনা। সাইড লাইনে ছিলেন আশিস রাই ও সাহাল আব্দুল সামাদ। তবে টিম ম্যানেজমেন্ট আশা করছে, সেমিফাইনালে দুই ফুটবলারকেই পাওয়া যাবে। এছাড়াও অজি তারকা জেমি ম্যাকলারেনও সাইড লাইনে রইলেন। দীর্ঘ বিমানযাত্রার ধকলের জন্য পায়ে হালকা ব্যথা রয়েছে তাঁর।

অনুশীলনে ফুটবলাররা ছিলেন বেশ ফুরফুরে মেজাজে। আশিস রাই মজা করে গ্লেন মার্টিন্সকে বাংলাদেশের ফুটবলার হামজা চৌধুরীর সঙ্গে তুলনা করে বসেন। আবার অনুশীলন শেষে বেরোনোর সময় দিমিত্রিস পেত্রাতোস কিছুটা মজা করে এক সাংবাদিকের ফোন নিয়ে নিজেই ভিডিও করা শুরু করে দেন। সব মিলিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর বাগান শিবিরে 'ফিলগুড পরিবেশ'। তবে, কোচ মোলিনা কিন্তু বেশ সিরিয়াস। গতবারও লিগ-শিল্ড জেতার পর আইএসএল কাপ হাতছাড়া হয়েছিল বাগানের। এবার সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি চাইছেন না বাগান কোচ মোলিনা।

আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

কিং খানের সঙ্গে সলমনও

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। ২২ মার্চ কলকাতা নাইট রাইডার্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু দ্বৈরথ দিয়ে অষ্টাদশ আইপিএলের ঢাকে কাঠি পড়তে চলেছে। মাঠে বল গড়ানোর আগে অবশ্য ইডেন গার্ডেন্সে চমকপ্রদ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকতে চলেছেন ক্রিকেটভক্তরা। যেখানে শাহরুখ খানের উপস্থিতির কথা আগেই জানা গিয়েছিল। শুধু কিং খানই নয়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ মাতাতে হাজির থাকছেন সলমন খানও। একটি সূত্রের দাবি, নিজের আসন্ন সিনেমা 'সিকান্দার'-এর প্রোমোশনের জন্যই মূলত সলমন আইপিএলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসছেন। ক্রিকেটের নন্দনকাননে মেগা লিগের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কার্যত তারকার সমাবেশ ঘটতে চলেছে।

জানা গিয়েছে, শ্রেয়া ঘোষাল, রণবীর সিং, দীপিকা পাড়ুকোন, অরিজিৎ সিং, দিশা পাটানিদের সঙ্গে ভিকি কৌশল, শ্রদ্ধা কাপুর, বরুণ ধাওয়ানরাও পারফর্ম করবেন। আমেরিকার পপ ব্যান্ড 'ওয়ানরিপাবলিক'-ও সেই মঞ্চে অনুষ্ঠান করবে।

টেস্ট দ্বৈরথের আগে জোড়া প্রস্তুতি ম্যাচ

নয়াদিল্লি, ১৮ মার্চ : সাদা বলে দল দৌড়োচ্ছে। লাল বলের ফরম্যাটে যদিও ছবিটা একেবারে বিপরীত। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে হোয়াইটওয়াশ। অস্ট্রেলিয়া সফরে জয় দিয়ে শুরু করেও ভরাডুবি। আইপিএল শেষে জুনের ইংল্যান্ড সফরের আগে তাই বাড়তি সতর্কতা। ফলস্বরূপ, ভারতীয় সিনিয়ার দলের বিলেত সফরের আগে ইংলিশ কন্ডিশনে লাল বলে বাড়তি প্রস্তুতির ভাবনা।

জুনের ইংল্যান্ড সফর

টিম ইন্ডিয়ার সফরের প্রাক্কালে 'এ' দল ইংল্যান্ড সফরে যাবে। প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড লায়ন্সের বিরুদ্ধে দুইটি চারদিনের ম্যাচ খেলবে। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে খবর, আগাম প্রস্তুতি হিসেবে 'এ' দলের সঙ্গে সফরে পাঠানো হবে একঝাঁক টেস্ট স্পেশালিস্টকেও। ২০ জুন হেডিংলেতে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজের শুরু। তার প্রাক্কালে জুনের শুরুতে দুইটি চারদিনের বেসরকারি টেস্ট। ইংল্যান্ড লায়ন্সের সঙ্গে প্রথম ম্যাচ সম্ভবত ৪ জুন শুরু হবে। দুইটি 'এ' দলের চারদিনের ম্যাচের পাশাপাশি থাকছে ইন্ট্রা স্কোয়াড ম্যাচও। সূত্রের খবর, 'এ' দলের সঙ্গে যেতে পারেন সিনিয়ার দলের কোচ গৌতম গম্ভীরও। অস্ট্রেলিয়া সফর শেষে দেশে ফিরে গম্ভীর নাকি এই রকম ইচ্ছার কথা জানিয়েছিলেন বোর্ডকে। টেস্ট দ্বৈরথের প্রাক্কালে নীল নকশা তৈরির কাজ এগিয়ে রাখতেই এই ভাবনা গম্ভীরের।

চোটের জন্য বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নেই মেসি

বুয়েনস আয়ার্স, ১৮ মার্চ : ২৬ তারিখ বিশ্ব ফুটবলে সবচেয়ে বড় মহারণ ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা ম্যাচ। অথচ দুই দলের সেরা তারকা এই ম্যাচে খেলবেন না। চোটের জন্য আগেই ব্রাজিল স্কোয়াড থেকে বাদ পড়েছিলেন নেইমার। এবার সেই একই কারণে আর্জেন্টিনা দল থেকে ছিটকে গেলেন মহাতারকা লিওনেল মেসি।

রবিবার মেজর সকার লিগে আটলান্টার বিরুদ্ধে খেলতে গিয়ে চোট পান আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। ফলে উরুগুয়ে ও ব্রাজিলের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের দুই মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তাঁকে ছাড়াই মাঠে নামবে আলবিসিলেস্তেরা। এমনিতেই চোটের কারণে আগেই দল থেকে ছিটকে গিয়েছেন পাবলো ডিবালা ও গঞ্জালো মন্টিয়েল। ফলে বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে নামার আগে বেশ চাপে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

দল থেকে ছিটকে যাওয়ায় বেশ হতাশ মেসি। তিনি সমাজমাধ্যমে বলেছেন, 'আমি এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ দুটি খেলতে চেয়েছিলাম। শেষ মুহূর্তে চোটের কারণে দল থেকে ছিটকে যেতে হল। তবে খেলতে না পারলেও দলকে ম্যাচ জেতার জন্য উৎসাহ দেব।' তবে জানা গিয়েছে, মেসির চোট খুব গুরুতর নয়। ২৯ মার্চ ফিলাডেলফিয়ার বিরুদ্ধে আর্জেন্টাইন মহাতারকাকে মাঠে দেখা যেতে পারে।

আটলান্টা ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ইন্টার মায়ামির হয়ে ম্যাচের মাঝে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়ছেন মেসি।

ওমের ৮৩

আলিপুরদুয়ার, ১৮ মার্চ : রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ও স্বামীজি ক্লাব বেলতলার কিডস কাপ ক্রিকেটে মঙ্গলবার প্লেয়ার্স ইলেভেন ক্রিকেট অ্যাকাডেমি ৭ উইকেটে উদয়ন ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। অরবিন্দনগর মাঠে উদয়ন প্রথমে ১৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে। নীলাভান সূত্রধর ৩০ রান করে। শিবম সরকার ৯ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে প্লেয়ার্স ১৪.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৯ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শিবম সরকার ৫৩ রান করে। ডেঞ্জিল পঙ্গুটি ২২ রানে নেয় ২ উইকেট।

উদয়ন ১০ উইকেটে ডুয়ার্স ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে জয় পায়। ডুয়ার্স টসে জিতে ১৫ ওভারে ১৬০ রান তোলে। প্রিন্স কুমারের অবদান ৪৮ রান। জবাবে উদয়ন ১৪.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ১৬১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা ওম কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৮৩ রানে অপরাজিত থাকে।

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান

৺দুলাল চন্দ্র দাস
BSc.LLB, Income Tax Lawyer
গত 9 March রবিবার স্বর্গের পথে পাড়ি দিয়েছেন। তার ক্রিয়াকর্ম আগামী 21 এ মার্চ নিজ আশ্রমপাড়া বাসভবনে সম্পন্ন হইবে। আপনাদের উপস্থিতি কামনা করি। 9832012776, 7702777886

স্মরণে

৺বিমল কুমার দাস
"আজ হাওয়া যেমন পাতায় পাতায় মর্মরিয়া বনকে কাঁদায়,"-
যেখানেই থাকো ভালো থেকো
- পরিবারবর্গ

আবার হার পাকিস্তানের

ডুনেডিন, ১৮ মার্চ : নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচেও হার পাকিস্তানের। প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় মঙ্গলবার ম্যাচের ওভার সংখ্যা কমিয়ে ১৫ করা হয়। প্রথমে ৯ উইকেটে ১৩৫ রান করে পাকিস্তান। ৪৬ রান করেন অধিনায়ক সলমন আলি আঘা। জেকব ডাফি, বেন সিয়ার্স, জিমি নিশাম ও ইশ সোধি ২টি করে উইকেট নেন। জবাবে ১৩.১ ওভারে ১৩৭/৫ স্কোরে পৌঁছে যায় নিউজিল্যান্ড। ওপেনার টিম সেইফার্ট ২২ বলে ৪৫ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। এরমধ্যে পাক বোলিংয়ের স্তম্ভ শাহিন শা আফ্রিদিকে এক ওভারে ৪টি ছয় মারেন তিনি। সেইফার্টকে যোগ্য সহযোগিতা করেন ফিন অ্যালেন (১৬ বলে ৩৮)। এই জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে নিউজিল্যান্ড।

৫৫ রানে এগিয়ে এলিট

৫০ রানের পর মণীশ টিব্রেওয়াল।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৮ মার্চ : এসআরটি (শচীন রমেশ তেন্ডুলকার) ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন আয়োজিত পিঙ্ক বলের পাঁচদিনের ম্যাচে টিম এসআরটি-র বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৫৫ রানের লিড পেল ডিজে এলিট। মঙ্গলবার দ্বিতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে এলিটের স্কোর ৩/১। এর আগে এলিটের ২৮২-এর জবাবে এসআরটি প্রথম ইনিংসে ২২৭ রানে অল আউট হয়। মণীশ টিব্রেওয়াল ৫১ রানে অপরাজিত থাকেন। তাঁকে যোগ্য সংগত করেন অনুভব আগরওয়াল (৪৯) ও অঙ্কিত আগরওয়াল (৩৬)। প্রমোদ আগরওয়াল ১০ ও সূর্যকান্ত কেশরি ১৬ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন অমিত সারোগিও (২০/২)।

সোনা জিতে ইন্দ্রজিৎ রায়।

সোনা ইন্দ্রজিতের

চালসা, ১৮ মার্চ : আন্তঃ কলেজ রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিটে হাই জাম্পে পুরুষ বিভাগে সোনা জিতলেন ময়নাগুড়ি কলেজের ইন্দ্রজিৎ রায়। ১.৮৪ মিটার লাফিয়েছেন তিনি। ইন্দ্রজিতের বাড়ি মাটিয়ালি ব্লকের বাতাবাড়ি যোগেশ পাড়া এলাকায়। প্রতিযোগিতাটি ১৭ ও ১৮ মার্চ কলকাতায় হয়েছিল। ট্রায়ালে ছাড়পত্র পেলে জাতীয় স্তরের মিটে অংশ নেবেন ইন্দ্রজিৎ।

জিতল ফণীন্দ্র, বেলাকোবা

জলপাইগুড়ি, ১৮ মার্চ : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃ স্কুল অনূর্ধ্ব-১৫ ক্রিকেটে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি ফণীন্দ্র দেব বিদ্যালয় ২ উইকেটে টেকনো ইন্ডিয়াকে হারিয়েছে। প্রথমে টেকনো ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৮৬ রান তোলে। রাজদীপ্ত দে ৩২ রান করে। ১২ রানে ৩ উইকেট পেয়েছে সত্যব্রত মাইতি। জবাবে ফণীন্দ্র ১৯ ওভারে ৮ উইকেটে ৮৭ রান তুলে নেয়। জয়দীপ রাউত ৪৪ রান করে।

অন্য ম্যাচে বেলাকোবা হাইস্কুল ৬ উইকেটে জলপাইগুড়ি পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। পাবলিক প্রথমে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ৬৯ রান তোলে। দেবকুমার সিংহ ১৭ রান করে। প্রণীত দাস ৩ রানে নেয় ২ উইকেট। জবাবে বেলাকোবা ১৩ ওভারে ৪ উইকেটে ৭০ রান তুলে নেয়। সায়ন চক্রবর্তী ২৫ রান করে। আবির বৈদ্য ১৩ রানে নেয় ২ উইকেট।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা পার্থ হালদার - কে 01.01.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 86L 90576 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের পক্ষে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সত্যিই সহজ নয়। ডিয়ার লটারি সকলকে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ দিয়ে এটি সম্ভব করেছে। আমি এই সুযোগের সঠিক ব্যবহার করেছি এবং এর থেকে আমি অনেক উপকৃত হয়েছি। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।
* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।